বিদগ্ধ মাধব

[মর্ম্মানুবাদ]

শ্রীহৃষীকেশ শীল, বি-এ

অনূদিত

মূল্য কাগজে বাঁধা ১।৵০

বোর্ডে বাঁধা ১॥৵০

উৎসর্গ পত্র

নিতু নব বৃন্দাবনে কেলি-কুঞ্জ-মাঝ,
বিদগধ মাধব মাধবী বিরাজ,
দোঁহে রস-সাগর গম্ভীর,
সখীজন-সমীরণে
লীলায়িত নীর,
সে রসময়
লীলানিধি
স্ফুরিত হৃদয়ে
যার নিতি,
সে রসে ডগমগ রূপের মঞ্জরী,
রাগিণী রূপেতে যা'র উঠিছে গুঞ্জরি,
সে হেন রস-সুচতুর,
কিশোর আনন্দী ওগো
প্রাণের **ঠাকুর** !
চরণে তোমার
রহিল এ মলিনের
দীন উপহার।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের জয়

(প্রথমে এই ভূমিকাটি পাঠ করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিবেন)

ভূমিকা

শ্রীহরিনামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলারও অচিন্ত্য-শক্তি আছে। তাঁহার শ্রবণাদি প্রেমলাভের পক্ষে একটি বলবৎ সাধন।

বৈষ্ণবজগতে বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন যে, শ্রীহরিনামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের **লীলারও** শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রেমলাভের পক্ষে একটি **বলবৎ এবং আবশ্যকীয় সাধন**। শ্রীকৃষ্ণের নামের ন্যায় লীলারও **অচিন্ত্যশক্তি** আছে। তাঁহার **সাধারণ লীলাগুলিও** সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং আশ্চর্য্য শক্তিমান্। এমন কি যাঁহারা ভক্ত নহেন তাঁহারাও যদি প্রকৃষ্টরূপে কোনও ভক্তের সঙ্গ করিয়া সেই সকল লীলা শ্রবণাদি করেন, তাহা হইলে তাঁহারা লীলার সেই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তৎপর হইয়া থাকেন ; এবং তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণে শ্রদ্ধা, রতি এবং প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সকলকে **তৎপর করাই**

(ক) কৃষ্ণের সাধারণ লীলাগুলিরই আশ্চর্য্য শক্তি : ইহারা শ্রীভগবানে তৎপর করে।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ, এবং ভক্তগণকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তিনি ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তাঁহার সেই অনুগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ব্রজদেবীগণের নিকট পূর্ব্বরাগাদি দ্বারা, শ্রীনন্দাদি ব্রজজনের নিকট জন্মাদিলীলাদ্বারা এবং অন্য ভক্তগণের নিকট সেই সেই লীলা দর্শনশ্রবণাদির দ্বারা তাঁহার যে অপূর্ব্বত্ব স্ফুরিত হইত, তাহাতে সকল বৈষ্ণবই তৎপর হইয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহার লীলা এরূপ অবিচিন্ত্যপ্রভাবময়ী যে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণও সেই সেই লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া তৎপর হইয়াছেন ও হইবেন। তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং আসক্তিই তাঁহাদের তৎপরতা। (১) শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাই তৎপরতা।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

১০।৩৩।৩৬

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩।২৫।২২

শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ লীলাগুলির এরূপ অচিন্ত্যশক্তি

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৬ শ্লোক ও তাহা শ্রীজীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকা এবং ৩।২৫। শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

(খ) সাধারণ লীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার মাহাত্ম্য অধিক।

আছে। কিন্তু তিনি **ব্রজভূমিতে যে সকল বিহার** করিয়াছিলেন, তাহাদের মাহাত্ম্য অত্যন্ত অধিক ও উৎকৃষ্ট। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বলিয়াছেন যে, সেই সকল ব্রজলীলার অভিধায়ক অক্ষরগুলি কর্ণে প্রবেশ করিলেও প্রেমাতিশয়ের উদয় হয়, কারণ অগ্নির উষ্ণত্বের ন্যায় ইহা ব্রজলীলা-প্রতিপাদক শব্দগুলির **স্বাভাবিক** বা সহজ শক্তি। (১)

বাচ্যঃ কিমেষাং ব্রজচেষ্টিতানাং
যঃ সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যভরো বিচারৈঃ।
তদক্ষরাণাং শ্রবণে প্রবেশা
দুদেতি হি প্রেমভরঃ প্রকৃত্যা॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতং ২।৫।১৩৮

(গ) তন্মধ্যে আবার মধুর-রসা গোপীদের সহিত লীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আবার, ব্রজলীলার মধ্যে যে মধুররসময়ী লীলা **শ্রীব্রজগোপীদের সহিত** করিয়াছিলেন, তাহাদের মাহাত্ম্য অত্যন্ত বিশিষ্ট প্রকার এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন যে, মণিমন্ত্রঔষধাদির ন্যায় সেই সব মধুররসময়ী লীলার কোনও একটি অতর্ক্য শক্তি আছে। (২) শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলা বর্ণনান্তে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে,ব্রজবধূদের সহিত সেই সকল বিশিষ্ট লীলা নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে গোপীপ্রেমরূপ

---

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৫।১৩৮ শ্লোকের শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রজবধুদের সহিত লীলা-শ্রবণাদি গোপীপ্রেম প্রদান করে ও কামাদি হৃদ্‌রোগ শীঘ্র ধ্বংস করে।

পরমভক্তি লাভ হয় এবং **কাম প্রভৃতি যাবতীয় হৃদ্‌রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।**

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৯

§ কিন্তু শ্রীহরি-নামের ন্যায় ভক্তি দেবীর প্রতি অপরাধী ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণলীলা স্বীয় প্রভাব সম্যক্ প্রকাশ করেন না।

লীলার এতাদৃশ অচিন্ত্য প্রভাব আছে বটে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী অর্থাৎ পদ্ম-পুরাণোক্ত নামাপরাধ (১) করিয়াছে, তাহাদের নিকট শ্রীহরিনামের প্রভাবের ন্যায় ইহা সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না। অপরাধ যত ক্ষীণ হয় ততই সেই প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য শ্রীশুকদেব উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, **শ্রদ্ধান্বিত ও ধীর** হইয়া নিরন্তর লীলাশ্রবণাদি করিলে শ্রীভগবানে প্রেম হয় এবং তৎপর কামাদি হৃদ্‌রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। "শ্রদ্ধান্বিত" অর্থে শাস্ত্রে বিশ্বাসান্বিত। যাহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই তাহারা নামাপরাধী। তাহাদের সেই অবজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার ক্ষয়ের নিমিত্ত নিরন্তর লীলাশ্রবণাদি করিতে হইবে। শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছেন যে, তাহাদের ধীর হইতে হইবে। 'ধীর' অর্থে পণ্ডিত অর্থাৎ মূর্খতারহিত—কামাদি হৃদ্‌রোগ

§ শ্রদ্ধান্বিত ও ধীর হইয়া নিরন্তর গোপী-কৃষ্ণের লীলাশ্রবণে প্রথমতঃ প্রেম হয়, তৎপরে কামাদি বিনষ্ট হয়। লীলা-শ্রবণাদি সাধন জ্ঞানাদি অন্য সাধনের ন্যায় দুর্ব্বল নহে। কামাদি থাকা সত্ত্বেও ইহা প্রেমের আবির্ভাব করিতে পারে।

(১) নামাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে প্রণীত 'শ্রীহরিনাম' গ্রন্থের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

থাকিতে প্রেমের উদয় হইতে পারে না এইরূপ মনে করা মূর্খতা; যাহারা এরূপ মূর্খতারহিত তাহারা ধীর। ঈদৃশ লীলা বিশ্বাসান্বিত হইয়া নিরন্তর শ্রবণাদি করিলে যাহারা কামাদিগ্রস্ত তাহাদের প্রথমে প্রেমের উদয় হয়, এবং তৎপরেই কামাদি নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কামাদি হৃদয়ে থাকিতে জ্ঞানাদি অন্য সাধন সিদ্ধ হয় না, কিন্তু লীলাশ্রবণাদিরূপ সাধন তাদৃশ দুর্ব্বল নহে, কারণ কামাদি থাকিতেও ইহা সিদ্ধ হইয়া অচিরে কামাদিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। (১)

ঃ কামক্রীড়াবৎ রাসাদি লীলার শ্রবণে কাম-নাশ কিরূপে সম্ভব?

কাহারও কাহারও মনে সংশয় উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণের গোপীদের সহিত রাসাদিলীলা ত কামের ক্রীড়া; ঐ সকল লীলাশ্রবণাদির দ্বারা কামবিজয় কেমন করিয়া হইতে পারে? কামের ক্রীড়া শুনিলে ত কামের উদ্দীপনাই হইয়া থাকে? রাসাদিলীলার সহিত যদি অণুমাত্র কামের সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে এরূপ সংশয় অসঙ্গত হইত না। **কিন্তু কৃষ্ণ ও গোপীদের বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কাম নহে।** উভয়ের বাহ্যিক লক্ষণ একরূপ হইলেও কাম ও প্রেম সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বস্তু। উভয়ের মধ্যেই উৎকণ্ঠা বা দর্শনেচ্ছা আছে, মিলনের উপায়-উদ্ভাবন আছে, এবং প্রতিক্ষণে মিলন, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি ক্রীড়া আছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রভেদ অনেক।

কৃষ্ণ ও গোপীদের নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম কাম নহে।

(১) উক্ত শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

কাম ও প্রেমের বাহ্য লক্ষণ একরূপ হইলেও উহাদের প্রভেদ :— কামের তাৎপর্য্য—নিজ দেহ-তর্পণ, প্রেমের তাৎপর্য্য—কৃষ্ণসুখ।

উৎকণ্ঠা-প্রাপ্তিযোগঃ প্রতিপদমিলনাশ্লেষচুম্বাদিকেলিঃ
শ্রীগোপীকৃষ্ণয়োরপ্যবরতরুণয়ো রপ্যমী তুল্যরূপাঃ ॥
কিন্তু প্রাচোর্ম্মিথঃ স্যনিরূপহততয়া মানশর্ম্মপ্রধানা
স্তেহর্ব্বাচোরাত্মতৃপ্তিপ্রবলনপরতামাত্রকৢপ্তাঃ প্রথন্তে ॥

শ্রীগোপালচম্পূ। পূর্ব্ব। ২৪শ পূরণ।

কাম লৌহের ন্যায়, কিন্তু প্রেম স্বর্ণের ন্যায়; কাম গাঢ় অন্ধকারের ন্যায়, প্রেম নির্ম্মল ভাস্করের ন্যায়। দেহের তর্পণের দ্বারা নিজ সম্ভোগ অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কামের তাৎপর্য্য—যে দেহ মলমূত্রপরিণামী অন্নজলের দ্বারা তৃপ্ত হয়। গোপীপ্রেম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহার তাৎপর্য্য কেবল কৃষ্ণকে সুখ দেওয়া; এবং কৃষ্ণের যে গোপীর প্রতি প্রেম তাহার ও তাৎপর্য্য কেবল গোপীরূপ ভক্তগণের বিনোদ-সাধন। কৃষ্ণ এবং গোপীগণ উভয়েই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহাদের দেহ অন্নজল-পুষ্ট প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে। যাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তাঁহারা স্বতঃতৃপ্ত, সুতরাং প্রাকৃত-জনের ন্যায় তাঁহাদের দেহতর্পণেচ্ছা নাই অর্থাৎ কাম নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রেম আছে, কারণ তাঁহাদের স্বরূপ যে "সচ্চিদানন্দ," তাহার মধ্যে আনন্দের সার অংশই প্রেম। সেই প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রিয়জনের তর্পণে প্রেমিক ব্যক্তির নিজের সুখ হয়। এইজন্য কৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই গোপীগণের উদ্দেশ্য এবং গোপীগণকে সুখ দেওয়াই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের কাহারও নিজ-দেহ-তর্পণেচ্ছা নাই। কিন্তু কামের স্বভাব কেবল দেহ-

কৃষ্ণ ও গোপী উভয়েই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; সুতরাং স্বতঃতৃপ্ত। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের কাম বা নিজ দেহ-তর্পণেচ্ছা থাকিতে পারে না।

প্রেম তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেরই অংশ।

তর্পণ, সুতরাং কাম ঘৃণিত বস্তু। এইজন্যই শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (১) বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সময় শ্রীরাধার সহিত গোপনে বিহার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কামীরা কত দীন এবং কামিনীরা কত দুরাত্মা। শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; তাঁহার এরূপ প্রেম যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন এবং নিজের আত্মারামতাকেও তুচ্ছ করিয়া প্রেমবশ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতাদৃশ প্রেম স্বীয় মহিমা দ্বারা দেহতর্পণপরায়ণ কামী ও কামিনীদের ভাবকে তিরস্কৃত ও লজ্জিত করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটী এই—

রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যংস্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং॥

কাম ও প্রেম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত প্রবল॥

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩০।৩০ শ্লোক ও শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজা আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ অধ্যায়)

গোপীর নিজ দেহে যত্ন কেবল কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য।

গোপীগণ তাঁহাদের দেহকে নিজেদের বলিয়াই মনে করেন না, সেই দেহসুখের বাঞ্ছা ত দূরের কথা। তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণের ভোগের সামগ্রী মনে করিয়া তাহার যত্নাদি করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥

এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

তাঁহারা যে কাম পীড়াদির কথা বলেন, তাহা কৃষ্ণের সৌরতসুখ উদ্দীপনার্থ। প্রেম বাঙ্নিষ্ঠ হইলে লঘু হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা প্রেমকে হৃদয়-অভ্যন্তরে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন ও কাম বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

মহা প্রেমবতী গোপীদের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত আয়াসই কৃষ্ণের সুখের জন্য। তাঁহারা যে নিজেদের রূপ যৌবন এবং কামপীড়ার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কৃষ্ণেরই সৌরতসুখ উদ্দীপনার্থ। এই সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। (১) তিনি বলিতেছেন যে, পরম বিদগ্ধাগণ প্রেমকে প্রায়ই বাঙ্নিষ্ঠ করিয়া লঘু করেন না; যেমন কোনও ব্যক্তি তাহার প্রিয়মিত্রকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইবার অভিলাষে নানাবিধ মিষ্টান্নসাধনে প্রযতমান হইলে যদি সেই মিত্র বলে যে, "কাহার জন্য এ সব প্রস্তুত করিতেছ?" তাহা হইলে সে তাহার উত্তর দেয় যে, "আমারই জন্য করিতেছি", এবং এইরূপ বলিয়া অবশেষে যখন সেই সমস্ত দ্রব্য সেই মিত্রকে ভোজন করায়, তখন বুঝা যায় যে, তাহার ভালবাসা কত গম্ভীর ও গুরু; কিন্তু তাহার ভালবাসার এতাদৃশ গুরুত্ব থাকিত না যদি সে বলিত যে, "আমার এই সমস্ত আয়াস তোমার সুখের জন্য, আমার নিজের জন্য নহে।" এরূপ বলিলে তাহার প্রেম লঘু হইয়া যাইত, কারণ বাঙ্নিষ্ঠ হইলে প্রেম লঘু

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩১।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

হইয়া যায়। প্রেম হৃদয়-আগারের অভ্যন্তরে প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল ভাবে দেদীপ্যমান থাকে ; কিন্তু যদি বদনরূপ দ্বার দিয়া সেই দীপকে বাহিরে আনা হয়, তাহা হইলে হয় তাহা শীঘ্র নিভিয়া যায় কিম্বা লঘু হইয়া যায়।

প্রেমাদ্বয়ো রসিকয়োরয়ি দীপ এব
হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি।
দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চে—
ন্নির্ব্বাতি শীঘ্র মথবা লঘুতামুপৈতি ॥

(প্রেমসম্পুট)

কিন্তু বিরহের দুঃখের সময় তাঁহাদের অন্তরের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

এইজন্য গোপীরা তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গভীর প্রেমকে গোপন করিয়া কাম অর্থাৎ নিজের সুখার্থ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন তাঁহারা রাসরাত্রিতে কৃষ্ণকে হারাইয়া বনে বনে বহু অনুসন্ধান করিয়াও না পাইয়া নিরাশ হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের মনের পীড়া যে কি তাহা বলিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে,—"হে কৃষ্ণ, কমল অপেক্ষাও কোমল তোমার চরণযুগল আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া আমরা আমাদের হৃদয়ে যখন ধারণ করিতে যাই, তখন হৃদয় কঠিন বলিয়া স্তনের উপর ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ধারণ করি পাছে তোমায় ব্যথা লাগে, কারণ আমাদের স্তনও অতি কর্কশ। কিন্তু তুমি তাদৃশ চরণকমল লইয়া কেমন করিয়া কণ্টকপ্রস্তরাকীর্ণ বনে রাত্রিকালে ভ্রমণ করি-

তেছ? নিশ্চয় তোমার চরণযুগলে অত্যন্ত ব্যথা পাইতেছ। তুমি কি জাননা যে, তুমিই আমাদের আয়ুঃ, তুমিই আমাদের প্রাণ, সুতরাং তোমার চরণের ব্যথা আমাদের মনে সংক্রমিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা উৎপন্ন করিবে? অতএব তোমার বনে বনে ভ্রমণই আমাদের হৃৎপীড়া। তোমার চরণসেবাই সেই পীড়ার প্রশমন করিবে। তুমি শীঘ্র সেই চরণসেবা আমাদিগকে দাও।—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসিতদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ:
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধী র্ভবদায়ুষাং নঃ॥ (১)

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।১৯

৪ গোপীপ্রেমে কামগন্ধ থাকিলে তাহা শ্রীশুক উদ্ধবাদির বরণীয় হইত না।

শ্রীব্রজগোপীদের প্রেমে যদি কামের গন্ধ থাকিত, তাহা হইলে পরমনৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীশুকদেব তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে এত প্রশংসা করিতেন না এবং বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীউদ্ধব স্বীয় মস্তকে গোপীদের পদরেণু লাভের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গুল্মলতাওষধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেন না। শ্রীউদ্ধব বলিয়াছিলেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।

(১) শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্ব ২৫শ পূরণে ব্যাখ্যাত

১২ (ভূ)

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৫৪

§ গোপীতত্ত্ব : গোপী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ কৃষ্ণেরই অংশ, তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের রমণ আত্মার সহিত রমণ।

শ্রীব্রজদেবীদের তত্ত্ব কি তাহা জানিলে এই বিষয় আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি আত্মারাম অর্থাৎ আপনার সহিতই তিনি রমণ করেন আর কাহারও সহিত নহে। ব্রজের যে **গোপীগণ,** দ্বারকার যে **মহিষীগণ** এবং পরব্যোমে বৈকুণ্ঠের যে **লক্ষ্মীগণের** সহিত তিনি রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিজের অর্থাৎ আত্মাব অংশ। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ (সৎ+চিৎ+আনন্দ)। সদংশে তাঁহার শক্তিকে সন্ধিনী বলে, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী বলে। সন্ধিনী এবং সম্বিৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে হ্লাদিনী সম্বন্ধেই কিছু বলা হইবে। এই শক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দ দ্বারা মত্ত করান। এই শক্তি দ্বারা ভগবানে স্বরূপানন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ইহারই দ্বারা ভগবান্ সেই সেই আনন্দ ভক্তগণকেও অনুভব করান। প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ বলিতেছেন,—"যা চৈব ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি", আরও "যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ বিশেষী ভবতি যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তি।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন,—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

হ্লাদিনীর সারাৎসারা মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা। অন্য গোপীগণ তাঁহারই কায়ব্যূহ।

হ্লাদিনীর সারকে প্রেম বলে, প্রেমের সারকে ভাব বলে, এবং ভাবের পরাকাষ্ঠাকে মহাভাব বলে। সেই শক্তি রূপ ধরিয়া কৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন। **শ্রীমতী রাধা** সেই মহাভাব-স্বরূপিনী। তিনি **কৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তি**; তাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমময়। **অন্য গোপীগণ তাঁহারই কায়ব্যূহ** বা দেহবিস্তার। দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার অংশস্বরূপ। এই তত্ত্ব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতাপিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিনগণের বিস্তার ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গবিভূতি।
বিম্বপ্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ।
আকার স্বরূপভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপগত হ্লাদিনীশক্তি তাঁহার লীলাবিশেষের জন্য রূপ ধরিয়া গোপীগণ হইয়াছেন এবং তাঁহার ক্রীড়ার সহায়তা করিতেছেন। **শক্তির দুই**

শক্তির দুই বৃত্তি,—ভেদ ও অভেদ। হ্লাদিনীশক্তি তাঁহার ভেদবৃত্তির দ্বারা কৃষ্ণ হইতে পৃথক হইয়া গোপী প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রকার বৃত্তি আছে—ভেদ এবং অভেদ। হ্লাদিনী শক্তি অভেদবৃত্তির দ্বারা শক্তিমান্ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়া আছেন, এবং ভেদবৃত্তিদ্বারা লীলার নিমিত্ত তাঁহা হইতে পৃথকরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রেমময়ী গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মীগণ নাম্নী তাঁহার কান্তা সকল হইয়াছেন। অতএব শক্তি বলিয়া কান্তাগণের ভেদাভেদরূপ উভয় প্রকার বৃত্তি থাকিলেও লীলার্থ পৃথকরূপে আবির্ভূত হওয়ায় ভেদবৃত্তিই তাঁহাদের প্রধান। সেইজন্য তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী, এবং কৃষ্ণেরও তাঁহাদের প্রতি অতি চমৎকার প্রেমরস জন্মিয়া থাকে। (১) সেই প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণ এবং কান্তাগণ উভয়েই মুগ্ধ হইয়া রসবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান থাকে না যে, কান্তাগণ কৃষ্ণেরই আত্মা। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন,—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

কান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও তাঁহার প্রতি

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫৯।৩২ শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য।

§ কান্তাপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ নহে। কিন্তু সাধকগণ সাধনভক্তির অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ ভাবভক্তি ও ভক্তিরস লাভ করেন।

§ ভাব ও রস।

তাঁহাদের যে অতি চমৎকার প্রেমবিশেষের উদয় হয় সেই **প্রেমের রহস্য** অতি দুর্গম। সেই প্রেম তাঁহাদের পক্ষে সাধনসিদ্ধ নহে, স্বতঃসিদ্ধ। সাধকগণ সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমশঃ ভাবভক্তি লাভ করেন। যখন ভাবভক্তির উদয় হয়, তখন কৃষ্ণের জন্য লিপ্সা ও প্রীতি বা উল্লাস হয়। এই লিপ্সা ও উল্লাসই ভাব-ভক্তির ধর্ম্ম। ক্রমে যখন ভাবভক্তি স্থায়ী হয়, তখন তাহাকে **স্থায়ীভাব** বলে। ভাবসকল একপ্রকার ও একজাতীয় নহে। কান্তাগণের কান্তের প্রতি যে প্রকার ও যে জাতীয় ভাব তাহাকে প্রিয়তা বলে। সেইরূপ সখাগণের সখার প্রতি ভাবকে সখ্য, পিতামাতার পুত্রের প্রতি ভাবকে বাৎসল্য, দাসের প্রভুর প্রতি ভাবকে প্রীতি বলে ইত্যাদি। এই প্রকার ভেদ অনুসারে স্থায়ীভাব প্রধানতঃ **পাঁচ প্রকার**, শান্তি, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রিয়তা। এই সকল স্থায়ীভাব যখন অন্য কতকগুলি ভাবের সহিত যুক্ত হয়, তখনই তাহারা আস্বাদ্য বা মিষ্ট হয়। সেই সকল ভাবের নাম **বিভাব, অনুভাব** এবং **সঞ্চারীভাব।** স্থায়ীভাব যখন ঐরূপে আস্বাদ্য হয়, তখন তাহাকে **রস** বা **ভক্তিরস** বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ীভাব স্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে ভক্তিরস বলে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ীভাব হইতে উৎপন্ন **রসের ভিন্ন ভিন্ন নাম** আছে; শান্তিভাব যখন স্বাদযুক্ত হয়, তখন তাহাকে **শান্তরস** বলে, শান্তিভাবের স্বভাব জ্ঞানময়। প্রীতি বা দাস্যভাবের

স্বভাব গৌরবময়; ইহা হইতে **প্রীতরস** উৎপন্ন হয়। সখ্যভাবের স্বভাব নিজের তুল্য মনে করা; ইহা হইতে উৎপন্ন রসকে **সখ্যরস** বা **প্রেয়রস** বলে। বাৎসল্যভাবের স্বভাব কৃপাময়; ইহা হইতে উৎপন্ন রসকে **বৎসলরস** বলে। প্রিয়তাভাবের স্বভাব বল্লভভাবময়। ইহা হইতে উৎপন্ন রসকে **মধুর রস** বলে। সুতরাং ভক্তিরস বিভিন্ন প্রকার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্থায়ীভাবকে আস্বাদ্য করে অন্য কতকগুলি ভাব যাহাদের নাম বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারীভাব। এইগুলি কি তাহা বিস্তারিত রূপে বলা এখানে সম্ভবপর নহে। তথাপি তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিতেছি।

বিভাব কি?

বিভাব:—যাহা বিশেষরূপে রসকে উৎপন্ন করে তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার—**আলম্বন** বিভাব এবং **উদ্দীপন** বিভাব। আলম্বনবিভাব আবার দুই প্রকার—**বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন**। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণ। শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকারের নায়ক, এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি নানা প্রকারের নায়িকা। নায়কনায়িকার প্রকারভেদে প্রিয়তানামক স্থায়ীভাব নানাপ্রকারে স্বাদ্যত্ব লাভ করিয়া যে মধুররস উৎপন্ন করে, তাহা বিবিধ প্রকারে আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ময়ূর-পুচ্ছ, বনমালা, বংশী প্রভৃতি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় পদার্থসকল ভক্তের মনে নানাভাব উদ্দীপন করে। উহাদিগকে

উদ্দীপন বিভাব বলে। অতএব আলম্বন এবং উদ্দীপন নামক বিভাবের যোগে প্রিয়তা নামক স্থায়ীভাব সুমিষ্টরূপে আস্বাদিত হয়।

অনুভাব কি?

অনুভাব ঃ—যে সকল চিহ্ন রসকে জ্ঞাপন (অনুভাবন) করে তাহাদিগকে অনুভাব বলে। অনুভাব দুই প্রকার—সাত্ত্বিক এবং আঙ্গিক। পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ এবং মূর্চ্ছাকে **সাত্ত্বিক অনুভাব** এবং সাত্ত্বিক বিকারও বলে। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গান, শ্বাস, হাস্য প্রভৃতিকে **আঙ্গিক অনুভাব** বলে। ভিতরে রসের আস্বাদন হইলে বাহিরে এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সঞ্চারীভাব কি?

সঞ্চারীভাব ঃ—যে সকল ভাব রসে সম্যক্‌রূপ বিচরণ করে তাহাদিগকে সঞ্চারীভাব বলে। সমুদ্রের জল হইতে তরঙ্গ সকল উঠিয়া যেমন জলের উপর সঞ্চরণ করে এবং অবশেষে সেই জলেতেই লীন হয়, সেইরূপ সঞ্চারীভাবগুলি প্রিয়তা প্রভৃতি স্থায়ীভাব হইতে উত্থিত হইয়া সেই স্থায়ীভাবের উপর তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং অবশেষে তাহাতেই লুপ্ত হয়। ইহাদিগের অপর নাম **ব্যভিচারী** ভাব। নির্ব্বেদ (আত্মধিক্‌কার), বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, বেগ, উন্মত্ততা, অপস্মৃতি, স্মরণ, লজ্জা, অবহিত্থা (ভাবগোপন), চিন্তা, ঔৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চারীভাব আছে। ইহারা প্রিয়তা প্রভৃতি স্থায়ীভাবের উপর

তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিয়া সেই স্থায়ীভাবকে অতিশয় আস্বাদনীয় করিয়া থাকে।

এই সমস্ত সঞ্চারীভাব উঠিয়া স্থায়ীভাবকে বর্দ্ধিত ও সুমিষ্ট করে। স্থায়ীভাবের ধর্ম্ম লিপ্সা এবং প্রীতিকে ইহারাই উজ্জল এবং উদ্বেলিত করিয়া তুলে। কিন্তু তরঙ্গনিচয়ের আশ্রয় যেমন সমুদ্রের জল, সেইরূপ ইহাদের আশ্রয় স্থায়ীভাব। ইহারা স্থায়ীভাব হইতেই উত্থিত হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাতেই লুপ্ত হয়। যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাবের সহিত যোগ হয়, ততক্ষণ প্রিয়তা প্রভৃতি স্থায়ী-ভাবের স্বাদ্যত্ব থাকে না; এবং যাহার স্বাদ্যত্ব নাই তাহাকে রস বলে না।

স্থায়ীভাব যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। সঞ্চারীভাব যেন তাহা হইতে উত্থিত তরঙ্গ। সঞ্চারী প্রভৃতি ভাবই স্থায়ীভাবের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে আস্বাদ্য করে। স্থায়ীভাব গাঢ় হইয়া রতি, প্রেম প্রভৃতি নামে অভি-হিত হয়।

প্রিয়তানামক স্থায়ীভাব ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া রতি, প্রেম, স্নেহ, প্রণয় মান, রাগ, অনুরাগ এবং মহা-ভাব নামে অভিহিত হয়। (১)

যাঁহারা **সাধক ভক্ত** তাঁহাদেরই এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভাব, রতি, প্রেম প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু **কৃষ্ণকান্তাগণের** যে চমৎকার প্রেমরসের কথা বলিয়াছি তাহা **স্বতঃসিদ্ধ** এবং **স্বাভাবিক।** তাঁহাদের প্রেম, বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারীভাবসমূহ-রূপ লহরীদ্বারা তরঙ্গিত হইয়া, স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া অনন্ত-মাধুরী-লীলা-কল্লোল-বারিধিরূপ শ্রীকৃষ্ণে

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৩।১৪ শ্লোকের শ্রীজীব-গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য।

মিলিত হয়। **সেই প্রেমের মাহাত্ম্য, গতি এবং বিলাস অতি দুর্ব্বোধ।** **ইহাই** শ্রীভগবানের **মাধুর্য্যকে** আবিষ্কার করে; যাহার যত প্রেম অধিক তাহার কাছে সেই অসীম, অনন্ত মাধুর্য্যময়ের তত মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয় এবং সে তত অধিক সুখে নিমগ্ন হয়। কেবল তাহা নহে। যিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, ব্রহ্মারুদ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আদেশ সতত পালন করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদিদেবগণ সভয়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, সকলেই যাঁহার অধীন, সেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও সেই প্রেমই **প্রেয়সীদের অধীন ও বশীভূত করে, সর্ব্বজ্ঞতা আবৃত** করিয়া মুগ্ধ করে এবং **ঐশ্বর্য্য ছাড়াইয়া** প্রাকৃত গোপবালকের ন্যায় লীলা করায়। প্রেমাতিশয়ের নিকট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বজ্ঞতা লুকাইয়া যায়।

§ কৃষ্ণকান্তাগণের প্রেমের মাহাত্ম্য, গতি এবং বিলাস অতি দুর্ব্বোধ।

কিন্তু **সকল কান্তাদের প্রেম সমান নহে।** শ্রীবৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবং শ্রীদ্বারকার মহিষীদের প্রেম অপেক্ষা **ব্রজের গোপীদের প্রেম অনেক উৎকৃষ্ট** এবং **অধিক**। কারণ, **ঐশ্বর্য্য** প্রেমকে **শিথিল** করে এবং বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। ঐশ্বর্য্য, গৌরব সম্ভ্রম ও ভয় উৎপন্ন করে; ইহারা প্রেমের সঙ্কোচক বলিয়া হানিকর। বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্যপ্রধান স্থান, সেখানে শ্রীভগবানের পরম ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়া আছে, মাধুর্য্য

§ সকল কান্তাগণের প্রেম সমান নহে, গোপীদের প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৈকুণ্ঠাদিতে কান্তাপ্রেম ঐশ্বর্য্যশিথিল। ঐশ্বর্য্য প্রেমের সঙ্কোচক।

তাহার ভিতর লুকাইয়া আছে। শ্রীদ্বারকা বৈকুণ্ঠেরই গূঢ় প্রদেশ। (১)

অতএব লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণ স্বয়ং ঐশ্বর্য্যবতী হইয়া শ্রীভগবান্‌কে পরমৈশ্বর্য্যবান্ বা পরমেশ্বররূপে সেবা করেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রেম ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরব, সম্ভ্রম এবং শঙ্কা দ্বারা সঙ্কুচিত। **কিন্তু দৈন্য অর্থাৎ দীনবৎ ব্যবহার প্রেমের পরম অনুকূল এবং মহাপুষ্টিকর।** ইহা প্রেমকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করে। **ব্রজের গোপগোপীগণ** পূর্ণ ভগবানের পরিকর হইলেও অত্যন্ত দৈন্যসমন্বিত। তাঁহাদের মাধুর্য্যই প্রধান। সেই মাধুর্য্যের অন্তরালে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া থাকে। তাঁহারা নিজেদের পরম ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া পার্থিব গোপগোপীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরব-শঙ্কাদির বাধা নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রেম অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও সমৃদ্ধ হয়। অপরদিকে ভক্তের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করাই শ্রীভগবানের একমাত্র অপেক্ষিত বস্তু। তাদৃশ প্রেমনিষ্ঠ ব্রজবাসীদের অভীষ্ট তিনি পরমেশ্বররূপে পূরণ করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য দেখিলে তাঁহারা গৌরবসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক চরণে প্রণত হইয়া ঈশ্বরোচিত পূজা করিবেন, পতি প্রভৃতি লৌকিক বান্ধবরূপে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার প্রেমসেবা করিতে

দৈন্য প্রেমের মহাপুষ্টিকর। গোপীপ্রেম পরম দৈন্যময় বলিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেই প্রেমের জন্য শ্রীভগবান্‌কে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া পরম মাধুর্য্য আবিষ্কার করিতে হয়।

---

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।৭১ এবং ২।৫।৮৬ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

করিতে পারিবেন না। ইহাতে তাঁহাদের প্রেম পুষ্টির পরিবর্ত্তে সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইবে; অতএব তাঁহারও তাঁহাদের প্রতি যে বিষয়জাতীয় প্রেম আছে, তাহাও বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। কিন্তু তিনি যদি তাঁহাদের সহিত পতিপুত্র প্রভৃতিরূপ লৌকিক বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে উৎকৃষ্টরূপে প্রেমের বিস্তার হইবে; গৌরব, ভয়, সঙ্কোচ প্রভৃতিরূপ বাধার অভাবে সেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ও বিলাস দেখা যাইবে। এইরূপে সেই সকল পরম প্রেমিক ভক্তের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ হইবে। সেইজন্য শ্রীভগবান্‌কে নিজ পারমৈশ্বর্য্যাদি লুকাইয়া তাঁহাদের সহিত লীলা করিতে হয়, এবং সেই গ্রাম্য জনবৎ লীলাসমূহ অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে সমর্থ হয়। তাঁহার সেই লৌকিক বন্ধুবৎ ব্যবহার কেবল যে গোপী প্রভৃতির তাঁহার প্রতি প্রেমকে, অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় প্রেমকে, বর্দ্ধন করে তাহা নহে, গোপী প্রভৃতির প্রতি তাঁহারও যে বিষয়জাতীয় প্রেম আছে তাহাকেও বর্দ্ধন করে। গোপীপ্রভৃতির প্রেম পরম দৈন্যময়। তাঁহাদের প্রেমের মহিমায় শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় পারমৈশ্বর্য্য লুকাইয়া দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক গ্রাম্য গোপবালকের ন্যায় লীলা করিতে হয়। (১) তিনি তাঁহাদের সহিত গ্রাম্যজনবৎ লীলা করিয়া যে সুখ আস্বাদন করেন তাহার

লক্ষ্মী ও মহিষীগণের ঐশ্বর্য্য-সঙ্কুচিত প্রেম অপেক্ষা গোপাগণের প্রেম ভগবান্‌কে কোটিগুণ সুখ দেয়।

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতের ২।৫।৭১ হইতে ২।৫।৭৬ শ্লোক এবং ২।৫।৮২ ও ২।৫।৮৫ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

তুলনা নাই। যে প্রেম ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সঙ্কুচিত তদপেক্ষা তিনি কোটিগুণ সুখ গোপী প্রভৃতির সহিত লৌকিক বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

§ বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্যময় স্থানে ব্রজবাসীর উৎকৃষ্ট প্রেম বিকশিত হইতে পারে না। সেই জন্য সর্ব্বোচ্চ ধাম গোলোক ব্যবস্থাপিত। ব্রজভূমির বৈভব গোলোক।

ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে গোপী প্রভৃতি ব্রজবাসীদের পরম দৈন্যময় প্রেম বিকশিত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে পারে না। তাঁহাদের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবাধিত প্রেমের বিকাশ ও বিলাসের জন্য তাঁহাদের লীলা-

বৃন্দাবনে কেবলই মাধুর্য্য। সেখানে ভগবান্ ও তাঁহার পরিকরগণ, নরাকার গোপগোপীরূপে ক্রীড়া করেন। তথাকার প্রেমকে কেবল-প্রেম বলে। ব্রজধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও দুর্লভ।

ভূমি **শ্রীগোলোক শ্রীবৈকুণ্ঠের উপরে সর্ব্বোচ্চ স্থানে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।** সেই গোলোক ব্রজভূমির বৈভব। ব্রজভূমি মাধুর্য্য-প্রধান স্থান এবং গোলোকের সারভূত মর্ম্মতরাংশ (১)। সেখানে বাহিরে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ নাই, কিন্তু মাধুর্য্যের অন্তরালে পরম ঐশ্বর্য্য বিরাজিত। সেই সর্ব্বোচ্চতম প্রেমের ধামে শ্রীভগবান্ নিত্যকিশোর নরাকার গোপবালকবেশে শৃঙ্গ, বংশী বেত্রধারণ পূর্ব্বক বয়স্য গোপবালকগণের সহিত বনে বনে গোচারণ করিয়া খেলা করিয়া বেড়ান। তাঁহার পরিকরগণ সকলেই মানুষের ন্যায় গোপগোপী। এই ব্রজভূমিই গোপ-গোপীগণের স্বীয় ধাম (গোপানাং স্বং লোকং)।

বৎসৈর্ব্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥

স্কন্দ পুরাণ।

তথায় কিশোরী গোপীদের সহিত সেই রসময়ের যে অপূর্ব্ব বিহার তাহার তুলনা নাই। শৃঙ্গারাদি সমস্ত রস সেখানেই পরম পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় পরমমাধুর্য্যময় বিলাসাদি প্রকাশ করে। সেখানে কেবলই মাধুর্য্য। (২) সেখানকার অধিবাসীগণের যে প্রেমাতিশয় আছে তাহা ঐশ্বর্য্য সহিতে পারে

---

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।৮৫ ও ৮৬ শ্লোক ও টীকা এবং ২।৫।৭৯ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

(২) উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখ।

না, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও মানিতে চায় না। সে প্রেমকে **কেবল** প্রেম বলে, উহা বৈকুণ্ঠবাসীদের ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত নহে। যাঁহাদের প্রেম জ্ঞানাদি-গন্ধরহিত এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমের সদৃশ তাঁহারাই সেই ধাম লাভ করিতে পারেন, অপর কেহই পারে না। (১) সুতরাং ব্রজধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও দুর্ল্ভ।

পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥

চৈঃ চঃ মধ্য। ১৯শ অধ্যায়

প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভগবানের মাধুর্য্য-প্রকাশের তারতম্য হয়। ব্রজের প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য-প্রকাশ।

সেখানে শ্রীভগবানের রূপ এবং লীলার মাধুর্য্য শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অনেক উৎকৃষ্ট। প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে আবিষ্কার করে। যেখানে যত প্রেম সেখানে মাধুর্য্যবারিধিরূপ কৃষ্ণের তত মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়। যেখানে প্রেম নাই সেখানে তাঁহার মাধুর্য্যের প্রকাশ নাই। যেখানে প্রেম সঙ্কুচিত সেখানে তাঁহার সম্পূর্ণ মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় না। যেখানে প্রেম অসীম ও অবাধিত সেখানে তিনি অসীম মাধুর্য্য প্রকাশিত করিয়া প্রেমিককে সুখ প্রদান করেন। বৃন্দাবনে প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব সেখানে তাঁহার রূপ

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।৮১ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

ও লীলাদির সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য প্রকটিত করেন। ঐশ্বর্য্য-সঙ্কুচিত প্রেমের স্থান বৈকুণ্ঠে তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য বাহিরে প্রকটিত থাকিলেও তথায় তাঁহার মাধুর্য্যবিকাশ ব্রজধাম অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর রূপ ও লীলামাধুর্য্য শ্রীবৈকুণ্ঠবিহারী বা শ্রীদ্বারকাবিহারীর অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্য বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে। তথায় লৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্য বিশেষরূপে মিশ্রিত। তাহা কিরূপ?

ঐশ্বর্য্য সেই মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীবৃন্দাবনে বাহিরে প্রকটিত না থাকিলেও মাধুর্য্যের অধীনে থাকিয়া নিয়ত তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তথায় **ঐশ্বর্য্য এবং লৌকিকত্ব উভয়েই বিশেষরূপে মিশ্রিত আছে।** (১) শ্রীভগবান্ মানুষের রূপে গোপগোপীদের সহিত মানুষের মত ভোজন, পান, ক্রীড়া, বিহার প্রভৃতি রূপ প্রীতির ব্যবহার করেন। ইহা তাঁহার লৌকিকত্ব। আবার তিনি যে স্তন্যপায়ী শিশু হইয়া পূতনার ন্যায় মহারাক্ষসীর স্তন্যপানছলে অলক্ষিতভাবে প্রাণশোষণ করেন, একটিমাত্র অস্ত্র ধারণ না করিয়া যে মহা মহা অসুরগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করেন, বালক হইয়া গোবর্দ্ধনগিরিকে উত্তোলনপূর্ব্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন, কালীয়ের ন্যায় ভীষণ নাগকে মস্তকের উপর নাচিতে নাচিতে দমিত করেন এবং লীলাসকলের মধ্যে মধুরিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, ইহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য। এইরূপে ব্রজধামে তাঁহার মধুর লীলানিচয়ের মধ্য দিয়া যে তিনি কত ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করেন তাহার সীমা নাই।

---

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।৮৪ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রজবাসীদের এরূপ প্রেম যে তাঁহারা স্বচক্ষে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাহা **মানিতে চান না।** তাঁহাদের কৃষ্ণকে তাঁহারা মধুর লীলাবিশিষ্ট সামান্য গোপবালক বলিয়াই মনে করেন। সেখানে যেমন শ্রীভগবানের লৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্য বিশেষরূপে মিশ্রিত সেইরূপ আবার ভক্ত গোপগোপী-গণেরও। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইয়াও নরাকার সামান্য গোপগোপীদের ন্যায় ব্যবহার করেন। ইহা তাঁহাদের লৌকিকত্ব। আবার তাঁহারা শ্রীভগবানের লীলায় সর্ব্বতোভাবে অনুসরণে যে পরম বৈদগ্ধ্যাদি প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য। আবার সেখানে শ্রীভগবানের এবং ভক্তগণের পরস্পর সৌহৃদ্য লৌকিকের ন্যায় বোধ হইলেও অলৌকিক। কৃষ্ণের কথা স্মরণমাত্রেই মাতা যশোদার যেরূপ স্তন্যধারা ক্ষরিত হয়, পিতা নন্দের যেরূপ অশ্রুধারা বর্ষিত হয়, তাঁহার ক্ষণকালমাত্র অদর্শন বয়স্য গোপকুমারগণের যেরূপ অসহনীয় হয়, তাঁহার বিচ্ছেদে, অভিসরণে এবং সংযোগেও গোপীগণ নিরন্তর যে সকল মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশাপ্রাপ্ত হন, বিরহের সময় শীতল জ্যোৎস্না, চন্দন ও মলয়ানিলও গোপীদের শ্রীঅঙ্গকে যেরূপ তাপদগ্ধ করে, নিমেষকালও যেরূপ যুগের ন্যায় দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়, এমন কি সংযোগের সময়ও কখনও কখনও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা "কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া যেরূপ বিরহযন্ত্রণায় বিহ্বলা হন, কৃষ্ণের অনুসন্ধানকালে বিরহ-বিধুরা গোপীগণ যে অচেতন বৃক্ষাদিকে সচেতন ভাবিয়া

প্রশ্ন করেন, মহাভাবের প্রভাবে যে অচেতন বংশী এবং বনমালাকে ঈর্ষা করেন—এই সমস্তই লোকাতীত। লৌকিক সৌহৃদ্যের মধ্যে এরূপ ঘটিতে পারে না। কিন্তু লৌকিক প্রেমের মধ্যে দেখা যায় না বলিয়া ইহাদিগকে মিথ্যা ও কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। যাহা অলৌকিক তাহা আমরা লৌকিক বুদ্ধিতে বুঝিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করিয়া থাকি।

প্রেম ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাকেও আবৃত করে।

প্রেম যে কেবল শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করাইয়া বৃন্দাবনে তাঁহাকে নরাকার গোপবালকের ন্যায় করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক **সর্ব্বজ্ঞতাকেও আবৃত** করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করে। নিরতিশয় প্রেমের সমীপে তাঁহার জ্ঞান থাকে না যে তিনি পরমেশ্বর। যদি সে জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে প্রেমের লীলায় তাঁহার আনন্দাতিশয় হইত না, এবং লীলারসের পরিপূর্ণ আস্বাদন হইত না। তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্যই তাঁহারই চিচ্ছক্তির সারবৃত্তি প্রেম তাঁহার জ্ঞানকে আবৃত করেন। "শ্রীকৃষ্ণম্ আনন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনু ভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি।(১) প্রেম লীলার সময় সর্ব্বজ্ঞতা আবৃত হয় বলিয়াই তিনি দামবন্ধনলীলায় জননীর ভয়ে অশ্রুপাত করেন, এবং মধুররসের লীলায় শ্রীরাধার বিরহে পরম বিক্লবতা প্রাপ্ত হন। প্রেমের দ্বারা মুগ্ধ হন বলিয়াই তিনি লীলার আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন, তখন সর্ব্বজ্ঞতা থাকিলে

(১) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ২য় প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

তাদৃশ সুখ হইতে পারে না। প্রেমবশতঃই তিনি ব্রহ্মমোহন লীলার সময় ক্ষণকালের জন্য নিরবধান হইয়া ব্রহ্মার মায়া জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যেখানে প্রেমের সম্পর্ক নাই সেখানে তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে, সর্ব্বজ্ঞতা কিছুমাত্র আবৃত হয় না। (১) তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে **একই সময়ে তিনি মুগ্ধ এবং সর্ব্বজ্ঞ**—প্রেমিকের প্রতি মুগ্ধ, অন্যের প্রতি সর্ব্বজ্ঞ। আবার যখন মুগ্ধ হইয়া কোনও প্রেমের লীলা-বিশেষে মগ্ন থাকেন, তখনও সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ সাধকভক্তদের পরিচর্য্যাও গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। আবার যেখানে প্রেম অত্যন্ত অধিক সেখানে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ। শ্রীদ্বারকাপুরে প্রেম ঐশ্বর্য্য-শিথিল বলিয়া তিনি নরাকারে তথায় লীলা করিলেও প্রায়ই তাঁহার ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। (২)

কিন্তু যেখানে প্রেম নাই, সেখানেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা চির জাগ্রত।

গোপীদের প্রেম পরম বিশুদ্ধ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান মিশ্রিত নয়) বলিয়া অন্যান্য কৃষ্ণকান্তাদের প্রেম অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। গোপীপ্রেম অতি গভীর, তাহার বেগ অতি প্রবল এবং বিলাস অতি বিচিত্রতাময়। সেই প্রেম যে পরমসুখ আস্বাদন করায় তাহা সর্ব্বাতিশয় এবং সর্ব্ববিলক্ষণ। নিদাঘের স্রোতস্বিনী যেরূপ স্বীয় তটসীমা অতিক্রম না করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ অন্য কান্তাদের

§ অন্য কান্তাপ্রেম *ধীরগতিবিশিষ্ট, গোপী*-প্রেম সর্ব্ববাধাবিধ্বংসী, এবং যত বাধা পায় তত প্রবুদ্ধ, উজ্জ্বল ও স্বাদবিশিষ্ট হয়।

---

(১) শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্ব ১১শ পূরণ দ্রষ্টব্য।

(২) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ২য় প্রকরণ।

৪৭

মহাভাবে তাহার পর্য্যাপ্তি। মহিষী-প্রেমের সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত।

প্রেম কুলের সীমা প্রভৃতি অতিক্রম না করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে কৃষ্ণসমুদ্রে মিলিত হয়। কিন্তু গোপীপ্রেম প্রাবৃটের খরস্রোতা নদীর ন্যায় তটসীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুকুল ভাঙ্গিয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত মাধুর্য্যলীলার বারিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হয়। নিদাঘের নদীর হিল্লোল আছে বটে কিন্তু কল্লোল নাই; অন্য কান্তাপ্রেমে যে সকল বিভাব অনুভাব উদিত হয় এবং সঞ্চারীভাবনিচয় তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করে তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু। কিন্তু গোপীপ্রেমরূপ বর্ষার নদীর উপর সঞ্চারী প্রভৃতি ভাবনিচয় মহা মহা তরঙ্গরূপে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে, এবং সেই নৃত্য অতি বিচিত্র ও উল্লাসময়। গোপীপ্রেম কোন বাধা মানে না, যতই বাধা পায় ততই তাহার উৎকণ্ঠাবেগ প্রবৃদ্ধ হইয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধাসকল অতিক্রমপূর্ব্বক বহু ক্লেশের পর অবশেষে সেই কৃষ্ণরূপ কল্লোলময় বিচিত্র মাধুর্য্যলীলাসাগরের যে সঙ্গমসুখ আস্বাদন করে তাহা পরমদীপ্তিময় এবং সুখের পরাকাষ্ঠা। (১) গোপীপ্রেম দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধাসকল উল্লঙ্ঘন করিলে এক অভিনব রসবিশেষে পরিণত হইয়া পরমস্বাদুতা ও উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হয় এবং সেই প্রেমের বিলাস বা লীলা সকল অতি বিচিত্র মাধুর্য্যময় হইয়া থাকে। সুতরাং গোপীদের বাধাযুক্ত বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেমের যেরূপ উল্লাস ও বিলাস হয় সেরূপ অন্য কান্তাদের প্রেমের হয়

(১) শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্ব ১৬ পূরণ দ্রষ্টব্য।

না—গোপীপ্রেম মহাভাব নামক অবিচিন্ত্য চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্য কান্তাপ্রেম ততদূর যাইতে পারে না। দ্বারকায় মহিষীদের প্রেম অনুরাগনামক অবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া নিরস্ত হয়। (১)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোপীপ্রেমের মাধুর্য্য জীবগণকে জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রতি কল্পে একবার করিয়া ভূমণ্ডলে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হন। বাস্তবিক ভৌম ব্রজ-ভূমি গোলোক হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তাহার সার বা মর্ম্মতর অংশ।

যে গোপীপ্রেম শ্রীভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, লীলাদি প্রকাশ করাইয়া সুখের চরম সীমায় **মজ্জিত করে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লভ্য বস্তু বা পুরুষার্থ আমাদের আর কিছুই নাই**। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ জগতে মানবগণকে সেই মহানিধিপ্রদানের দ্বারা সুখসাগরে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত প্রতিকল্পে একবার করিয়া কোনও দ্বাপর-যুগের শেষে ভূমণ্ডলে শ্রীব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সেই প্রেমলীলা প্রকটিত করেন। প্রকৃত পক্ষে ভূমণ্ডলস্থ **ব্রজভূমি সর্ব্বোচ্চধাম শ্রীগোলোক হইতে পৃথক্ নহে।** সেই শ্রীবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমিই গোলোকের সার বা মর্ম্মতরাংশ। (২) সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্ গো-গোপ-গোপীগণকে লইয়া মাধুর্য্যের বিচিত্র লীলা করিতেছেন। সেই সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তিমান্ ধাম প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। উহা গোপগোপীদের নিজের বাসস্থান এবং বিভুত্বগুণ-সম্পন্ন। কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বীয় **আবরণীশক্তির**

কিন্তু ভৌম ব্রজভূমি শ্রীভগবানের আবরণী শক্তির দ্বারা আবৃত। সেই আবরণের অপসারণপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার স্বরূপাদি সাধারণ জীবের নিকট প্রকটিত করেন, তখন বলা হয় যে তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬০।২৯ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৫।৭৯ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

দ্বারা উহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া ভৌম ব্রজভূমিতে উহার স্বরূপ দেখা যায় না এবং ইহাকে ঠিক প্রাকৃত দেশ বলিয়া মনে হয়। যবনিকা সরাইয়া দিলে যেমন ভিতরকার বিচিত্র চিত্র দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার আবরণীশক্তিকে সরাইয়া দেন, তখনই ভৌম ব্রজভূমিতে অপ্রাকৃত গোলোকধাম ও তত্রত্য লীলাসমূহ দৃষ্ট হয়। শ্রীগোলোক সর্ব্বোপরিস্থিত অপ্রাকৃত ধাম হইলেও বিভূত্ব গুণ বশতঃ ভৌমব্রজভূমিতেও বিরাজ করিতেছে। (১) যখন শ্রীভগবান্ যবনিকা সরাইয়া দেন তখনই ভৌম ব্রজভূমিতে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমলীলা **প্রাকৃত জনগণের নয়নগোচর হয়।** সাধারণ ভাষায় বলা হয় যে তখন তিনি **অবতীর্ণ** হন। ভৌম ব্রজভূমি হইতে সেই আবরণীশক্তির অপসারণ প্রতিকল্পে কোনও দ্বাপর যুগান্তে একবার করিয়া হইয়া থাকে। তখন শ্রীভগবানের নিত্যলীলা সাধারণের নয়নগোচর হয়। কিন্তু অন্য সময়ে তাহা হয় না। অন্য সময়ে কখনও কখনও কোনও কোনও পরম ঐকান্তিক ভক্তই যবনিকার ভিতরকার লীলা দর্শন করিতে পান। বস্তুতঃ শ্রীগোলোক ও ভৌমব্রজভূমি ভিন্ন ভিন্ন স্থান নহে। একই অপ্রাকৃত ধাম বিভূত্ব বশতঃ উচ্চ এবং অধোদেশে বিরাজিত। (২)

---

(১) শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্ব ২০শ পূরণ।

(২) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৫।১৬৮ এবং ১৬৯ শ্লোক ও টীকা এবং ২।৫।৭৮ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

§ স্বয়ং ভগবানের অবতরণের প্রধান কারণ অস্থর-মারণ নহে, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্য দেখাইয়া জগদ্বাসিগণকে লুব্ধ করিয়া তল্লাভসাধনে প্রবর্ত্তিত করাই অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভৌমব্রজভূমিতে শ্রীভগবানের অবতরণের **প্রকৃত কারণ অস্থর-মারণ নহে।** অস্থর-মারণ তাঁহার কোনও অংশাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য পূর্ণ ভগবান্‌কে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হয় না। যে বস্তু তিনি স্বয়ং ব্যতীত অপর কেহ দিতে সমর্থ নহেন, তাহাই জগতের লোককে দান করিবার নিমিত্ত তিনি প্রতিকল্পে একবার করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জগতের লোকের অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে ভজন করেন। যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারাও সেইরূপ করেন। ইঁহাদের সকলের ভক্তিই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। তাদৃশ ভজনের ফলে তাঁহারা নিজ নিজ অভীষ্ট সকল লাভ করেন এবং পরিশেষে ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিজ পতি-পুত্র-সখা প্রভৃতি পরম আত্মীয় লৌকিক বান্ধব মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে সহজভাবে ভালবাসিয়া তাঁহার ভজন করেন না। যে ভালবাসা বা প্রেম গৌরব, সম্ভ্রম, ভয় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কুচিত, তাহা কখনও পরম সুখ দিতে পারে না, এবং কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় বিলাসকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে পারে না। তাদৃশ প্রেমে কৃষ্ণের তেমন প্রীতি নাই। পতিপুত্রাদি আত্মীয়রূপে যে সহজ নিঃসঙ্কোচ ভালবাসা তাহাতেই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি হয়, এবং যাহারা সেইভাবে ভালবাসে তিনি তাহাদিগের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য প্রকাশিত করিয়া বিচিত্র লীলার দ্বারা তাহাদিগকে পরমসুখে নিমগ্ন করেন,

যে লীলাসুখ বৈকুণ্ঠেও দুর্ল্লভ। গোলোকবাসীদের দৈন্য-মূলক নিঃসঙ্কোচ সহজ ভালবাসাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ব্রজগোপীদের বিশুদ্ধ সহজ প্রেম অপেক্ষা প্রিয় বস্তু তাঁহার আর কিছুই নাই। তাঁহার সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তুর মাধুর্য্য, বিলাস, আস্বাদ ও সুখ যে কিরূপ তাহা প্রাকৃত জগদ্বাসিগণ ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের নিজেদের মধ্যে যে স্নেহ ভালবাসার স্বাদ বা রস অনুভূত হয়, তাহা তাহাদের চক্ষে উৎকৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ বিরসমাত্র (১), কারণ প্রেমরূপ শ্রেষ্ঠ রসের উপযুক্ত পাত্র একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্; কৃমিবিষ্ঠাপরিণামী অতিনশ্বর ভৌতিকদেহযুক্ত প্রাকৃত জীবরূপ পাত্রের ক্ষণকালমাত্র স্পর্শ হইলে তাহা পিত্তলাদি ধাতুপাত্রে রক্ষিত অম্লরসের ন্যায় বৈরস্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রেমের এরূপ মধুরতা এবং মাদকতা যে অপাত্রে পড়িয়া বিরস হইয়া যাইলেও তাহার মধুরতা ও মাদকতার আভাস থাকে। এই জন্য তাহাতেই জগদ্বাসিগণ মুগ্ধ ও মত্ত হয়। যাহা হউক জগদ্বাসিগণকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্রজবাসীদের প্রেম, **বিশেষতঃ গোপীগণের সর্ব্বাতিশয় প্রেমমাধুর্য্য, দেখাইয়া লুব্ধ করাইয়া তাহাদিগকে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত করানই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।** ইহাই পরিপূর্ণতম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৌম ব্রজমণ্ডলে

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

রাগমার্গে ভজনই সেই প্রেমের সাধন।

প্রকটিত হইবার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত **রাগমার্গে ভজনই ইহার সাধন।** ইহা ব্যতীত শ্রীব্রজধামলাভের অন্য উপায় নাই। (১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেম রস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন॥
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
এই সব নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম।

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

ব্রজবাসীদের প্রেম কিরূপ এবং তাহার বিচিত্র বিলাস

---

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৫।৮১ ও ৮২ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

§ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পাইয়া গোপীপ্রেম যে পরম উজ্জ্বল আকার ধারণ করে, তাহারই মাধুর্য্য জগতের জীবকে দেখাইয়া তজ্জন্য লুব্ধ করিতে শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইল, সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া এক বিরাট্ ভ্রমজাল বিস্তার করিলেন।

ও সুখ কিরূপ তাহা জগৎবাসীকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবান্ দ্বাপরান্তে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে **গোপীপ্রেমকে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আকারে** দেখাইয়া তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বিলাস সকল প্রকটিত করিবেন। গোপীপ্রেম স্বভাবতঃই উজ্জ্বল, কিন্তু **যদি বাধাবিশেষ প্রাপ্ত হয়** তাহা হইলে তাহার গতি ও বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করে এবং তাহার বিলাস সকলকে অত্যন্ত বৈচিত্রীময় এবং মাধুর্য্যময় করে। অতএব যোগমায়া শ্রীভগবানের উক্তপ্রকার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ব্রজে প্রকটিত গোপীপ্রেমকে **দুর্লঙ্ঘ্য বাধানিচয়ের দ্বারা বেষ্টিত** করিলেন। গোপীগণ ভিন্ন ভিন্ন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমের পূর্ব্বরাগ উত্তরোত্তর বিকসিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যোগমায়া বাধার উপর বাধার সৃজন করিয়া তাহাদের প্রেমের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে ত দিলেনই না, পরন্তু যাহাতে তাঁহাদের বিবাহ অসম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। সকলে দেখিল যে **অন্য গোপগণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল**। শ্রীরাধার বিবাহ জটিলার পুত্র অভিমন্যুর সহিত, শ্রীচন্দ্রাবলীর

বিবাহ গোবর্দ্ধন মল্লের সহিত হইয়া গেল, এইরূপে অন্যান্য গোপীগণের বিবাহ অন্যান্য গোপগণের সহিত হইয়া গেল। বিবাহের কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে পতিগৃহে যাইতে হইল। এ কি ভয়ানক কথা? যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী তাঁহাদিগকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হইতে হইবে?

§ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অন্য গোপগণের সহিত বিবাহ সত্য নহে—ভ্রমমাত্র। সেই বিবাহের রহস্য।

না, যোগমায়ার আচরণ বিরোধীর ন্যায় মনে হইলেও তাহা বাস্তবিক বিরোধী নহে। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ কখনও অন্য কাহারও শয্যাসঙ্গিনী হইতে পারেন না। যাহাতে উজ্জলতম মূর্ত্তি ধরিয়া গোপীপ্রেম প্রকটিত হয় তাহারই উপায় করিবার জন্য তিনি এইরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নসকলের ব্যবস্থা করিতেছেন মাত্র। গোপীগণকে কাহারও সহিত পতিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে না, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণব্যতীত কোন পুরুষ স্পর্শ করিতে পারিবে না। যোগমায়া এই যে বিবাহগুলি ঘটাইলেন তাহা সত্য নহে। অঘটনঘটনপটীয়সী তিনি একটি **বিরাট ভ্রমের জাল** বিস্তার করিলেন। সত্য না হইলেও তাঁহার মায়াপ্রভাবে লোকে **বিশ্বাস** করিল যে ঐ সকল গোপের সহিত শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের বিবাহ হইয়া গেল। অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণও তাহাই বিশ্বাস করিল। কেহই জানিতে পারিল না যে এই বিবাহ ব্যাপারটি যোগমায়ারচিত ভ্রমজাল মাত্র। বিবাহের সময় তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণকে মূর্চ্ছিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঠিক তাঁহাদের

ন্যায় কতকগুলি **মায়াগোপী** সৃজন করিয়া সেই মায়াগোপীদের সহিত অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের বিবাহ ঘটাইয়া ছিলেন। সেই গোপগণ বিশ্বাস করিল যে শ্রীরাধা প্রভৃতি বাস্তব গোপীগণের সহিতই তাঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইল। ব্রজের সাধারণ লোকেরও সেই বিশ্বাস হইল। গোপীগণ বিবাহের সময় মূর্চ্ছিত ও লুক্কায়িত ছিলেন বলিয়া বিবাহঘটনার বিষয় কিছুই জানিতেন না। পরে সকলের নিকট শুনিলেন যে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহরহস্য তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। সকলের মুখে শুনিয়া সেই বালিকাগণও বিশ্বাস করিলেন যে তাঁহাদের বিবাহ ঐ সকল গোপদের সহিত হইয়া গিয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণেরও সেই বিশ্বাস হইল।** এই ভ্রমজনিত বিশ্বাস হইতেই পরকীয়া-ভাবের উৎপত্তি।

এই ভ্রম হইতে পরকীয়া-ভাবের উৎপত্তি।

> যো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
> যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
> আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
> দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
>
> চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ অধ্যায়।

যোগমায়া শ্রীভগবানেরই চিচ্ছক্তিবৃত্তি। একমাত্র তিনিই শ্রীভগবানের অভীপ্সিতলীলা করাইবার নিমিত্ত তাঁহার এবং তাঁহার পরিকরগণের উপরও ভ্রমজাল বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি লীলাসহায়ার্থ বৃন্দাবনে একটি নিভৃত পর্ণশালায় বৃদ্ধা তপস্বিনীরূপে বাস করিতেন। তাঁহার নাম পৌর্ণমাসী। জগন্মোহিনী মহামায়া সেই

ব্রজের পৌর্ণমাসী দেবীই সেই ভ্রমজাল বিস্তারিণী যোগমায়া।

যোগমায়ারই প্রকাশান্তর। এইরূপে যোগমায়ার প্রভাবে সকলেরই বিশ্বাস হইল যে অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, যদিও তাহাদের সহিত বিবাহ সত্য নহে। সুতরাং অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের **বাস্তবিক পতি নহে,** কিন্তু পতিম্মন্য। শ্রীরাধা

তিনি গোপীগণের পতিগৃহবাসের ব্যবস্থা কিরূপ করিলেন ?

প্রভৃতি গোপীগণকে যখন বিবাহের পর পতিম্মন্যদের গৃহে বাস করিতে হইল তখন যোগমায়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, গোপীরা যখন কৃষ্ণের নিকট গমন করিবেন তখন মায়া-গোপীগণ পতিম্মন্যদের গৃহে থাকিবেন এবং গোপীগণ যখন কৃষ্ণের নিকট হইতে পতিম্মন্যদের গৃহে ফিরিয়া আসিবেন তখন মায়াগোপীগণ অন্তর্দ্ধান করিবেন। গোপ-গণ কখনও কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। মায়াগোপীদের সহিতই তাহাদের পতিরূপ ব্যবহার।(১) যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রেয়সী তাঁহাদিগকে অন্য কেহ কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। যে সীতা দেবীকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, তিনিও প্রকৃত সীতা নহেন, কিন্তু **মায়াসীতা**। রাবণ আসিবামাত্র প্রকৃত সীতা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন এবং মায়াসীতা রচিত হইয়াছিলেন। (২)

যাহা হউক গোপীদের স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণভাব স্বয়ং

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭ শ্লোক শ্রীজীবগোস্বামীর ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা এবং শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্ব ১৬শ পূরণ ও ৩৩ পূরণ দ্রষ্টব্য।

(২) কূর্ম্মপুরাণ এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম অধ্যায়।

উৎপন্ন হইয়া প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যৌবনারম্ভে যেমন কামদেব স্বয়ং সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, সেইরূপ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত দম্পতীভাবে মিলনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠা হইল। সে উৎকণ্ঠা অতিশয় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় যোগমায়া-রচিত ভ্রমজালোদ্ভূত উক্তরূপ বিবাহসম্বন্ধীয় বিশ্বাস কৃষ্ণমিলনের পক্ষে মহা বাধা হইয়া দাঁড়াইল। গোপীরা ভাবিলেন যে তাঁহারা দৈবহত হইয়াছেন, তাই এই সব দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; গোপগণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ অনিচ্ছাসত্ত্বে হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহারা এখন কুলবধূ; এখন তাঁহাদের কৃষ্ণমিলনের উৎকণ্ঠাকে চারিদিকে যে সকল বাধাবিশেষ আসিয়া নিরুদ্ধ করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করা অসম্ভব; কেমন করিয়া তাঁহারা কুলের বাধা, ধর্ম্মের বাধা, গুরুজনের বাধা, লোকনিন্দার বাধা লঙ্ঘন করিবেন।

§ গোপীদের স্বভাব-সিদ্ধ কৃষ্ণভাব বাধা-সমূহের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া প্রবলবেগে বাড়িতে বাড়িতে সকল বাধা ভাঙ্গিয়া বর্ষার খরস্রোতা নদীর ন্যায় কৃষ্ণসমুদ্রে মিলিত হইল।

এদিকে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠাও অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল, এমন কি নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইল। তিনি অর্দ্ধ রাত্রিতে বনে যাইয়া বংশীবাদন অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গোপী-দের হৃদয়ের ভিতর কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের অত্যন্ত স্ফূরণ হইতে লাগিল। মন্ত্র যেমন মোহন এবং আকর্ষণ করে, সেইরূপ বংশীগানের দ্বারা গোপীদের পক্ষে ঐ দুই কার্য্যই সাধিত হইতে লাগিল। বংশী শুনিতে শুনিতে গোপীদের উৎকণ্ঠা

বাড়িয়া বাড়িয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া ফেলিত। বংশী কৃষ্ণের অধরসুধা পান করে, মকরকুণ্ডল তাঁহার গণ্ডস্থল সর্ব্বদা চুম্বন করে, বনমালা তাঁহার বক্ষঃকে আলিঙ্গন করে, এই ভাবিয়া গোপ্রীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা উন্মত্তের ন্যায় এই সকল অচেতন বস্তুর প্রতিও ঈর্ষান্বিতা হইতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহাদের পরস্পরের যে দূর হইতে দর্শন ও কটাক্ষপাত হইত, তাহা তাঁহাদের উৎকণ্ঠাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিতে লাগিল। বাধাসমূহের দ্বারা যে পরিমাণে নিরোধ হইতে লাগিল সেই পরিমাণে তাঁহাদের অনিবার্য্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর "স্বধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত" এই বিচার গোপীদের হরিসঙ্গলাভেচ্ছাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। (১) বর্ষার নদীর ন্যায় তাঁহাদের প্রেমোৎকণ্ঠা-কল্লোলিনী এখন সবলে কুল ভাঙ্গিল, ধর্ম্মের সেতু ভাঙ্গিল, গুরুজনরূপ পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করিল, এবং ভীষণ বেগে ছুটিতে ছুটিতে কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইল। গোপীদের এখন আর কুলের ভয় নাই, ধর্ম্মের ভয় নাই, গুরুজনের ভয় নাই, লোকনিন্দার ভয় নাই। এখন গোপী গাহিতেছেন,—

এখন গোপীদের আর কুলের ও ধর্ম্মাদির ভয় নাই।

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

(১) গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ১৭শ পূরণ দ্রষ্টব্য।

পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়ায়েছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনুটি ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কয়— পীরিতি এমতি হয়,
ত'ার গুণ তিন লোকে গায় ॥

§ গোপীপ্রেম এক অনির্ব্বচনীয় দশায় উপনীত হয়, তাহার নাম মহাভাব। প্রেম-বিবর্ত্তময় এই মহাভাবই সুখের পরাকাষ্ঠা।

§ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময়ী গোপীদের নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যময়

কান্তাপ্রেম বাধাবিশেষ পাইয়া এই যে পরম উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তাহা একমাত্র ব্রজভূমিতেই দেখা গিয়াছিল। গোপীপ্রেমের উজ্জ্বলতার ও মাধুর্য্যের অবধি নাই। ইহা বাড়িতে বাড়িতে কোনও একটি অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় দশায় উপনীত হয়, যাহার নাম **মহাভাব।** তাহাতে সঞ্চারী প্রভৃতি ভাবশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট আকারে উত্তুঙ্গ তরঙ্গাবলীর ন্যায় উত্থিত হইয়া যে আলোড়ন ও সুখ উৎপন্ন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রেম-বিবর্ত্তময় এই মহাভাবই **সুখের পরাকাষ্ঠা।** প্রেমিককে সুখ দেওয়াই শ্রীভগবানের নিজের সর্ব্বাতিশয় সুখ। যাহার যত প্রেম অধিক তাহার নিকট তিনি **তত অধিক মাধুর্য্য আবিষ্কার** করেন এবং তত অধিক সুখ দিয়া থাকেন। প্রেমিক শিরোমণি গোপীদের প্রেমের অবধি নাই। সেইজন্য কৃষ্ণ তাঁহাদের

স্বরূপ এবং বিলাস প্রকাশ করেন।

নিকট যে মাধুর্য্য প্রকাশ করেন তাহার সীমা নাই। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমিকদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ দেওয়াই তাঁহার নিজের সুখ। তাঁহাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ দিবার জন্যই তিনি **সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যময় রাসলীলা** করিয়া থাকেন। তিনিই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে সুখ দিবার যত বস্তু আছে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য সৌরভ্য সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধী প্রভৃতি, সেই সমস্ত বস্তুরই পরম আশ্রয়। সীমাহীন অন্তহীন সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদি একত্রে মিলিত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহার সুস্বর ও গানের এবং নৃত্যকৌতুকাদি-বিদগ্ধতার তুলনা নাই। তাঁহার সৌরভ সকল সৌরভকে পরাস্ত করে এবং সুকুমার অঙ্গস্পর্শ পরম সুখে নিমগ্ন করে। রাসলীলায় তিনি পরম মোহন, পরম মাধুর্য্যময় রূপ প্রকাশ করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি পরিপূর্ণ-রূপে আস্বাদন করাইয়া গোপীগণকে পরম সুখে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন; এবং গোপীগণের পরম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা স্বয়ং আস্বাদন করেন। এ প্রকার রূপ মাধুর্য্য তিনি কাহাকেও পূর্ব্বে কখনও দেখান নাই। সাক্ষাৎ মন্মথগণ যে রূপ গুণ বিশেষ আংশিকরূপে প্রকাশ করিয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করেন, সেই সমস্ত রূপগুণ কৃষ্ণ গোপী-দের নিকট যুগপৎ রাসের সময় প্রকাশ করেন। (১) এইরূপে পরস্পরের অসীম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি

তাঁহাদের প্রেম-অনুরূপ সুখ দিবার জন্যই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যময়ী রাস-লীলা।

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবগত ১০।৩২।২ শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য।

আস্বাদনই তাঁহাদের রমণ (১); তাঁহাদের তাদৃশ রমণ-সুখ বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মীও কামনা করেন। তিনি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃসঙ্গিনী ও নিতান্ত অনুরক্তা; নারায়ণ কৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ, তাঁহাতে সংসক্তা থাকিলেও তাঁহার প্রতি ভগবানের এতটা প্রসাদ নিশ্চয় হয় না, যেরূপ প্রসাদ রাসে ব্রজসুন্দরীদের প্রতি প্রকটিত হইয়া থাকে।

গোপীকৃষ্ণের পরস্পরের অসীম সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্যাদি-আস্বাদনই রমণ।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধা-শিষাং য উদগাদ্‌ব্রজ-সুন্দরীণাং॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৫৩

§ মধুর রসের দুইটি সংস্থান—স্বকীয়া ও পরকীয়া।

মধুর রসের দুইটি সংস্থান আছে, স্বকীয়া ও পরকীয়া। তন্মধ্যে লক্ষ্মী এবং মহিষীগণের ভাবকে স্বকীয়া বলে; ব্রজগোপীগণের ভাবকে পরকীয়া বলে। পরকীয়া-ভাবে সেই রস অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মধুর হয় এবং তাহার বিলাস অত্যন্ত বিচিত্র হয়। সেই জন্য পরকীয়া-ভাবে মধুর রসের বিশিষ্ট প্রকার উৎকর্ষ আছে।

পরকীয়া-ভাবেই মধুর রসের বিশিষ্ট প্রকার উৎকর্ষ।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়ারূপে দ্বিবিধ-সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।১ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা।

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস আস্বাদ কারণ॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ অধ্যায়।

§ গোপীদের পরকীয়া-ভাব অতি নির্ম্মল। সাধারণ পরকীয়া-ভাবের হেয় অংশ ইহাতে নাই। এই ভাবটি আরোপমাত্র। বাস্তবিক গোপীরা পূর্ব্বাপর কৃষ্ণেরই প্রেয়সী। অতএব তাঁহারা পরদার ও দ্বিচারিণী নহেন। কৃষ্ণও পরমাত্মা; তিনি কখনও জারপদবাচ্য নহেন।

এই যে **ব্রজগোপীদের পরকীয়া-ভাব ইহা অতিশয়** নির্ম্মল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এই ভাবটি যোগমায়ার বিস্তারিত ভ্রমজাল হইতে উত্থিত। বাস্তবিক শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের সহিত বিবাহই হয় নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও তাহাই আছেন। কেবল তাঁহাদের একটা ভ্রমজনিত বিশ্বাস হইয়াছে যে, অপর গোপগণ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ যে কখন হইল তাহা তাঁহারা জানেন না; সকলের নিকট শুনিয়াছেন যে বিবাহ হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল গোপকে তাঁহারা কখনও পতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহাদের সহিত কখনও তাঁহাদের দাম্পত্য-ব্যবহার হয় নাই, তাহারা কখনও তাঁহাদিগকে স্পর্শমাত্র করিতে পায় নাই। একমাত্র কৃষ্ণকেই তাঁহারা পূর্ব্বাপর পতি ও প্রিয়তম বলিয়া জানেন। গোপগণকে কেবল তাঁহারা নিজপতি কৃষ্ণের সহিত মিলনের দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা বলিয়াই মনে করেন, যে বাধা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। লোকে, যে সকল নারী স্বীয় পতিকে বঞ্চিত করিয়া পরপুরুষে অনুরক্তা হয়, তাহাদের ভাবকে পরকীয়া-

ভাব বলে। সে সকল নারী দ্বিচারিণী। বাস্তবিক সে ভাব অতিশয় হেয়। কিন্তু কৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের পরপুরুষ নহেন, বরং পরমাত্মীয়; তিনিই অনাদিকাল হইতে তাঁহাদের প্রাণকোটি অপেক্ষা প্রিয়তম পতি; গোপগণকে কখনও তাঁহারা পতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাহাদের সহিত তাঁহাদের পতিভাব নাই। অতএব তাঁহাদিগকে কখনও লৌকিক পরকীয়ার ন্যায় দ্বিচারিণী বলা যায় না। আরও, যে অনুরাগবশতঃ গোপীরা লোক-ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় প্রশস্ত। কারণ তাঁহাদের ব্যবহার কামমূলক নহে, কিন্তু প্রেমমূলক। লৌকিক পরকীয়াদের ভাব কামমূলক, নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই তাহারা পরপুরুষে আসক্ত হয়। কিন্তু গোপীদের ভাব কামগন্ধহীন। তাঁহারা পরম প্রেমময়ী, তাঁহাদের যাবতীয় আচরণ কেবল কৃষ্ণের প্রীতির জন্য। অতএব লৌকিক পরকীয়াদের জারভাবের হেয় অংশটুকুর লেশমাত্র ব্রজগোপীদের নাই। আরও, যিনি পরমাত্মা তিনি কখনও কাহারও জারপদবাচ্য হইতে পারেন না। (১) যে গোপীরা কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী তাঁহাদেরই সহিত ব্রজে তাঁহার কোন বিশিষ্ট পরমোৎকৃষ্ট রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত যোগমায়ার দ্বারা পরকীয়া-ভাব স্বপ্নের ন্যায় কল্পিত হয়। (২) এই

§ তাঁহাদের পরকীয়া-ভাব স্বপ্নবৎ কল্পিতমাত্র; অথচ ইহা প্রেমকে সমুজ্জ্বল, অতিমধুর এবং অতি বিলাস বৈচিত্রীময় করিয়া দেয়।

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।১০ শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্ব ১৬শ পূরণে শ্রীবৃন্দার প্রতি

পরকীয়া-ভাব তাঁহাদের অনাদি-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমকে অত্যুজ্জ্বল, অতি মধুর এবং অতি বিলাস বৈচিত্রীময় করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কান্তা-প্রেমস্বরূপে প্রকাশ করে। সেই প্রেম অতি নির্ম্মল।

পূর্ব্বোক্ত গোপী-গণ নিত্যসিদ্ধা। অন্য গোপী আছেন, তাঁহারা সাধন-সিদ্ধা। ঋষিচরী গোপীগণ সাধন-সিদ্ধাদের অন্য-তম। তাঁহাদের পরকীয়াভাব সম্বন্ধে আলোচনা।

এপর্য্যন্ত যে সকল ব্রজগোপীদের বিষয় বলিয়াছি, তাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী এবং নিত্যসিদ্ধা। ব্রজে আরও কতকগুলি গোপী আছেন তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা নহেন,কিন্তু সাধন-সিদ্ধা। সেই সাধন-সিদ্ধা গোপী অনেক প্রকার আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ঋষিচরী। ইঁহারা পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহারা শ্রীগোপালের উপাসনা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের অসামান্য সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিজ উপাস্য শ্রীগোপালের স্ফূরণ হইল এবং তাঁহাকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় পরে সিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহে সেই মহর্ষিগণের **রাগময় ভক্তিতে নিষ্ঠা** হয় এবং সেই ভক্তির যে সকল ভূমিকা আছে তাহাদের মধ্যে আসক্তি নামক ভূমিকাতে তাঁহারা আরূঢ়া হন। যদিও তাঁহাদের চিত্তের কষায় (মলিনতা) তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয় নাই, তথাপি যোগমায়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের অবতার কালে ব্রজভূমিতে আনিয়া গোপী-গর্ভে

পৌর্ণমাসীর উক্তি এবং ৩৩ পূরণে শ্রীনন্দযশোদার প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি দ্রষ্টব্য।

কন্যকারূপে জন্মগ্রহণ করান। ইহারাই ঋষিচরী গোপী। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীরাধা প্রভৃতি **নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গলাভ** করায় তৎ প্রভাবে তাঁহাদের কষায় সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রেম স্নেহ প্রভৃতি নামক ভূমিকায় আরূঢ়া হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও গোপগণের পরিণীতা ভার্য্যা ছিলেন, তথাপি যোগমায়ার কৃপায় তাঁহাদের অঙ্গে **পতিস্পর্শ হয় নাই,** এবং প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাবে তাঁহাদের দেহ প্রাকৃতত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় হইয়াছিল। সেই চিন্ময় দেহে তাঁহারা রাসোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন যোগমায়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে মায়াগোপী সৃজন করিয়াছিলেন। সেই মায়াগোপী-গণকে পাইয়া গোপগণ মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের পত্নীগণ তাহাদের পার্শ্বেই রহিয়াছে। কিন্তু গোপগণের সহিত পরিণয়ের সময় সেই গোপীদের যে দেহ ছিল, কৃষ্ণের সহিত মিলনের সময় সেই দেহের অস্তিত্ব ছিল না; কারণ পূর্ব্বে প্রেমের প্রভাবে সেই প্রাকৃত দেহ নষ্ট হইয়া চিন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সেই চিন্ময় দেহের সহিত পতিদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যে সকল ঋষিচরী গোপী **নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা** প্রেম নামক ভূমিতে আরূঢ়া হইতে না পারায় তাঁহাদের কষায় সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের দেহ **পত্যুপভুক্ত** হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহারা নিত্য-

সিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগের উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত ও পতিভুক্ত ছিল বলিয়া সেই দেহ কৃষ্ণসঙ্গের অযোগ্য ছিল। সেই দেহে তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাসের সময় গৃহমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণকে অতিশয় ধ্যান করতঃ সেই স্বামীভুক্ত **প্রাকৃত গুণময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।** পতিপরিণীত দেহ লইয়া তাঁহারা কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ পান নাই। যে দেহ কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছিল তাহাতে পতির অধিকার ছিল না। সুতরাং এই সাধনসিদ্ধা গোপীদের যে দেহগুলি কৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়াছিল তাহারা পরদার ছিল না। যে দেহ-গুলি পরদার ছিল তাহারা পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছিল (১)।

অতএব গোপী-কৃষ্ণের লীলায় কাম গন্ধ নাই। সুতরাং উহার শ্রবণাদি হৃদ্‌রোগ-নাশক।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে সন্দেহ থাকিবে না যে শ্রীব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের লীলাগুলি কামের লীলা নহে, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমের বিলাসমাত্র। সেইজন্যই ঐ সকল লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, কাম প্রভৃতি হৃদ্‌রোগনাশক। যে সকল শস্যবীজ গ্রীষ্মের প্রখর তাপে দগ্ধ হইয়া ক্ষেত্রের শুষ্ক ও কঠিন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মৃতপ্রায় হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে,

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।৮ শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

বর্ষারম্ভে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া যখন মৃত্তিকাকে সিক্ত করিয়া সেই বীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন তদভ্যন্তরস্থ মৃতপ্রায় পদার্থগুলি অকস্মাৎ অঙ্কুরিত হইয়া সবুজ আকার ধারণ করিয়া বীজকোষ ভেদপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া মুক্ত আকাশে উদার আলোক বাতাস পাইয়া পরমসুখে নৃত্য করে এবং দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠে। মেঘবর্ষিত জলের এমনই গুণ আছে, কিন্তু অন্য জলের তাদৃশ গুণ নাই। তাই বহুদিন অন্য জল সেচন করিয়াও যাহা হয় না, একদিন মাত্র বৃষ্টি হইলে অকস্মাৎ সেই অঙ্কুর উদ্গত হয়। সেইরূপ কৃষ্ণ যখন প্রকট হইয়া লীলামৃত বর্ষণ করেন, সেই **লীলামৃতের এমনই গুণ** যে সংসারতাপদগ্ধ মৃতপ্রায় মানবগণের হৃদয়মধ্যে যদি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে বিদীর্ণ করিয়া কোনও এক অপ্রাকৃত সুখের রাজ্যে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবকে উৎকৃষ্ট প্রেমের লীলা দেখাইয়া সেই প্রেমের জন্য লুব্ধ এবং তাহার সাধনে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কৃষ্ণ প্রতিকল্পে একবার করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া লীলামৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার নাম, ধাম, লীলা প্রভৃতিও সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং লীলার যে **অচিন্ত্য শক্তি** থাকিবে তাহা বিচিত্র কি? শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিতে করিতে ভক্তের হৃদয়ে লীলাবিশেষের স্ফুরণ হইয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়া

§ কৃষ্ণলীলামৃতের অচিন্ত্য প্রভাবে সংসার-তাপ-দগ্ধ মৃতপ্রায় জীব অচিরে অপ্রাকৃত সুখের রাজ্যে উপনীত হয়।

ফেলে। তাঁহার লীলা তিনি না দেখাইলে লোকে তাহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবে কিরূপে ?

কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার।

চৈঃ চঃ মধ্য ২১ অধ্যায়।

তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন না করিলে রাগমার্গে ভজন করা সম্ভবপর হইত না; সুতরাং ভক্তগণ **শ্রীবৃন্দাবন-লাভে** বঞ্চিত হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার অচিন্ত্য শক্তিশালী গোপী-কৃষ্ণের নিভৃত লীলা, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী এই "বিদগ্ধ মাধব" নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন।

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের নিভৃতলীলার যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তি আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটক খানিতে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ সেই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তগণ বিদিত আছেন যে তিনি নিত্য ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিজ পরিকরের মধ্যে একজন। শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের সময় তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে ভক্তিগ্রন্থ ও লীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়া নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ইহা বিচারিত আস্বাদিত ও অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছিল।

অনন্তর তিনি এই নাটকখানি রচনা করিবার পর, শ্রীপুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমক্ষে এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গগণ সেই পুস্তক শ্রীরূপগোস্বামীর নিজ মুখে শ্রবণ

করিয়া সেই বিচার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই স্বনামপ্রসিদ্ধ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, পরম প্রেমিক ও রসিক-শিরোমণি। সেই শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখেই পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপূর্ব্ব রসতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়াছিলেন, যাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আর সেই পরম রসজ্ঞ ও পণ্ডিত শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপাদ পাঠ করিয়া অনুমোদন না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাহারও রচিত কোনও গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। এতাদৃশ মহদ্ব্যক্তিগণ এই নাটকখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমক্ষে একত্রে বসিয়া বিচার করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই বিচার-বিবরণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বিচারান্তে শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীরূপগোস্বামীপাদকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কবিত্ব অমৃতের ধারা।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম অধ্যায়॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিল শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥

চৈঃ চঃ ঐ।

আবার,—

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্রবদনে॥

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥
তোমা শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥
প্রভু কহে আমা সনে হইল মিলন।
ঞিহার গুণে ইহাঁয় আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহাঁর কাব্য অলঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম অঃ।

পরবর্ত্তীকালে প্রেমিক-শিরোমণি বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সেই নাটকখানির একটি প্রসিদ্ধ টীকা লিখিয়াছিলেন। সেও আজ দুই শত বৎসরের অধিক হইল। মূলগ্রন্থের সুললিত সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতির মধ্যে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরস নিহিত আছে তাহা টীকার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া তিনি সকলকে আস্বাদ করাইয়াছেন। সেই টীকা অবলম্বনে আমি এই মর্ম্মানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছি এবং মূলগ্রন্থের ভিতরকার বিচিত্র রসগুলি যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বুঝিবার সুবিধার জন্য অনেকস্থলে পাদটীকা দিয়াছি। আরও মূলগ্রন্থের পদ্যাংশগুলি পদ্যে এবং গদ্যাংশগুলি গদ্যে অনুবাদ করিয়াছি।

ইহার টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার টীকাই বর্ত্তমান মর্ম্মানুবাদের প্রধান অবলম্বন।

এই গ্রন্থখানি যে কেবল ভক্তবৈষ্ণবগণের পরম আস্বাদনীয়

তাহা নহে। কাব্য হিসাবেও ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সুতরাং ইহা কাব্যসেবীগণেরও অতিশয় আস্বাদনীয়। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ অনেকেই বিদিত নহেন যে, আমাদের দেশীয় পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে এরূপ মহামূল্য রত্নের আকর ও উজ্জ্বল রসের প্রস্রবণ আছে।

উপরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত লীলাসম্বন্ধে যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি তাহা স্মরণ রাখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশুদ্ধ রসের আস্বাদন এবং চমৎকারিতার উপলব্ধি হইবে।

সন ১৩৪৩ সাল
করুণাকুটীর,
২নং, সাউথ এণ্ড পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

গ্রন্থকার।

নাটকোক্ত নায়ক ও নায়িকাগণ

শ্রীকৃষ্ণ
বলরাম—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ
মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য
সুবল— " নর্ম্ম সখা
নন্দ " পিতা
অভিমন্যু—শ্রীরাধার পতিম্মন্য
সখাগণ (শ্রীদামাদি)

শ্রীরাধা
ললিতা—শ্রীরাধার নর্ম্মসখী
বিশাখা— " "
বৃন্দা—বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী
চন্দ্রাবলী—অপর যূথেশ্বরী
পদ্মা—চন্দ্রাবলীর সখী
শৈব্যা— " "
যশোদা—শ্রীকৃষ্ণের মাতা
মুখরা—যশোদা-ধাত্রী
ও শ্রীরাধার মাতামহী
পৌর্ণমাসী—তপস্বিনী
জটিলা—শ্রীরাধার শাশুড়ী
করালা—চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী
সারঙ্গী—বালিকা গোপী

সুরঙ্গ (হরিণ), রঙ্গিনী (হরিণী), কক্‌খটি (বানরী),
তাণ্ডবিক (ময়ূর), শুক, শারী (পক্ষীদ্বয়)।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বিদগ্ধ মাধব নাটক।

স্থান—রঙ্গভূমি

আসীন—সূত্রধার।

সূত্রধার।—

নান্দী। (১)

যুগ যুগান্তর ধরি
আসা যাওয়া জীবনে মরণে,
বার বার কতবার
নাহি লেখা না পাই গণনে।

---

(১) সমস্ত নাটকের আদিতে সূত্রধার নান্দীপাঠ করিয়া থাকেন। নান্দীতে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার কিংবা বস্তুনির্দ্দেশ এই তিনটির মধ্যে একটি থাকে। শুভজনক ও বিঘ্ননাশক বলিয়া নান্দীপাঠ করা হয়। নান্দী-পাঠের পর প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তাহার নাম প্রস্তাবনা। এই নাটকে রাধামাধবের সম্ভোগরূপ প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এখানে সূত্রধার শ্রীরূপ গোস্বামী স্বয়ং।

এইরূপে চলিয়াছ

ওহে জীব ! অবিরাম গতি,

দেবে নরে জন্মান্তরে

আপনারি কর্ম্ম পরিণতি।

স্থাবরে জঙ্গমে কভু—

উচ্চ নীচ এ সংসারপথে,

কভু উঠি কভু নামি

খিন্ন স্বিন্ন ভগ্ন মনোরথে।

চারিভিত হ'তে উঠে

সন্তাপের সুচণ্ডিম শিখা,

দহে দেহ মর্ম্ম মন

অবিরত কত মরীচিকা।

ক্লান্ত নিতান্ত তুমি

তৃষাতুর পর্য্যটন শ্রমে,

হরিলীলা সে তৃষায়

হ'রি নি'ক অবলীলা ক্রমে।—

হরিলীলা-শিখরিণী (১)

কি করিব ইহার বাখান,

তিনি প্রথম দুইটি শ্লোকের দ্বারা নান্দীপাঠ করিলেন। প্রথম শ্লোকের দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(১) শিখরিণী—অতি সুস্বাদু, শীতল, সুগন্ধ, তৃপ্তিপ্রদ পানীয় বিশেষ।

দময়ে চাঁদিনী-সুধা-
মধুরিমা-গর্ব্ব-অভিমান।
একে হরি দুঃখহারী
চিত্তহারী কামের কামান,
চারু ভুরু দিঠিমিঠি
হাসি বাঁশী ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
অপরূপ রসকূপ
বিদগধ বস্তুবিভাষ,
তাহে তা'র লীলাখেলা
নিত্যনব কৌতুক বিলাস,
সেই লীলা সুরভিত
গোপীজন-প্রণয়-কপূরে,
পান করি প্রাণ ভরি
ক্লান্ত জীব শ্রান্তি কর দূরে।

কিন্তু সেই শিখরিণী
আস্বাদিতে কেবা পারে কভু,
হিয়ায় দয়ায় হায়
স্ফুরে নাহি যদি মহাপ্রভু?
তাই আশীর্ব্বাদ করি
যেন সেই শচীর নন্দন,
তোমা সবাকার হৃদে
কৃপা করি হউন স্ফুরণ,

সমুজ্জ্বল রসসার
 প্রেমভক্তি সেই আপনার,
সঁপিবারে করুণায়
 কলিযুগে যাঁর অবতার,
সেই প্রেমা কে জানিত
 কিবা হেম অরুণ উজ্জ্বল,
গোপিকার বক্ষে গূঢ়
 পিরীতির পরিপক্ব ফল ?
উন্নত উজ্জ্বল রস
 কেবা কবে দেছে আনি তা'য় ?—
কপিল জননী-পাশে
 গূঢ় করি অন্তরে লুকায়।
নারদ সারদ-বীণা
 সেথা মূক তুলিবারে তান,
সে সব কি কব কথা,
 শৃঙ্গারের রস মূর্তিমান্,
অবতরি দ্বাপরেতে
 কুঞ্জ মাঝে একা আস্বাদিল—
কি জানি কার প্রেরণায়
 কলিজীবে করুণা জাগিল,
নামি এল পাখালিতে
 কৃপণতা কলঙ্কের কালি,
পীরিতি সুরভি সার
 দীপ্তরসে দিলা সবে ডালি,

যাচি যাচি যথা তথা,
করুণার কি কহিব সীমা,
কাঁদি ফিরি দ্বারে দ্বারে
সঁপিদিল ভকতি সুষমা।
লাখবাণ হেম-আভা-
পুঞ্জে মঞ্জু সমুদ্দীপ্তিমান্,
সে হরি কেশরী তব
হৃদয়-কন্দরে অবিরাম,
জাগুক উজল ভাতি
মথিবারে মত্ত তমো হাতী,
কায় মন বাক্যে জীব!
এ আশীষ র'ল সবা প্রতি।

আর অধিক বিস্তার করবার আবশ্যক নাই।

মহোদয়গণ,

শ্রবণ করুন—ব্রহ্মকুণ্ডতীরস্থিত গোপীশ্বর নামে অভিহিত ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব আজ আমায় স্বপ্নে আদেশ ক'রেচেন যে, "ওহে নাট্যকলায় সুপণ্ডিত! সম্প্রতি বৃন্দাবন-পরিদর্শনের উৎকণ্ঠা নিয়ে নানা দিগ্দেশ থেকে রসিক-সম্প্রদায় কেশীতীর্থের সমীপে এসে উপস্থিত হ'য়েচেন। আহা নন্দনন্দনের প্রতি প্রেমভরে তাঁ'দের হৃদয় আকৃষ্ট। তা' না হবে কেন? কৃষ্ণের যে চারটি (১) অসাধারণ গুণ প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল গুণের মাধুর্য্যে কে না আকৃষ্ট হয়? প্রথমতঃ তিনি অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিতা প্রিয়ামণ্ডলের দ্বারা পরিবৃত—এই

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ ১ম লহরী ১৭-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপীদের চিত্তবৃত্তিরূপ মকরীগণ এই কৃষ্ণরূপ সমুদ্রে বিহার করেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁ'র বেণুমাধুর্য্য ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করে—যাঁ'রা বেদাঙ্গমতে নির্দ্দোষ বেণুবাদন-বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে সিদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁ'দের সকলেরই তিনি প্রথম অধ্যাপক। তৃতীয়তঃ, তিনি সমস্ত অদ্ভুত চমৎকার লীলাকল্লোলের বারিধিস্বরূপ হ'য়ে এই শ্রীবৃন্দাবনে অতিশয় বিশিষ্ট প্রকার লীলা ক'রে থাকেন—এখানে সুগন্ধ পুষ্পাবলি-সৌন্দর্য্যে-শোভিত যমুনাতীরে যে সকল বনশ্রেণী বিরাজ ক'র্‌চে, সেখানে তিনি মত্ত পুংস্কোকিলের ন্যায় লীলা ক'র্‌চেন। চতুর্থতঃ, তাঁহার অনুপম রূপমাধুর্য্য চরাচরকে বিস্মাপিত করে—সেই কিশোর-শিরোমণি পরমানন্দবর্দ্ধনকারী গোবর্দ্ধন-শৈলের নিতম্বপ্রদেশে পূর্ণ নবমেঘের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করেন।

এই রসিক-সম্প্রদায় ধন্য, কারণ,—

"গোকুল-পতির লাগি বরজ-কামিনী
হইয়া বিহ্বলা হায়,
হেথা বুঝি খুঁজেছিলা তাঁরে।
এথা হ'য়েছিল রাস কালিন্দী কিনারে
মণ্ডল বেষ্টনী মাঝে;
কোথা তা'রা কোথা আজি রাজে?
বাজে ব্যথা ফাটে না পরাণ,
হায় দগ্ধ অন্ধ আঁখি হৃদয় পাষাণ,"—
শুনি শুনি এই সব চরিত কাহিনী,
বিলাপিয়া কাঁদি লুঠি বৃন্দাবন মাঝ,
হেনমতে কোনও রূপে গোঞায় দিবস,
ধন্য ধন্য রসিক-সমাজ।

এই ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আজ মুকুন্দ-বিরহাগ্নি উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেচে। তাঁ'দের প্রাণ বাহির হ'বার উপক্রম হ'য়েচে। সেই মুকুন্দেরই কোনও কেলিসুধারূপ স্রোতস্বিনীকে আবির্ভূত ক'রে তাঁ'দের প্রাণকে তুমি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। আমার কৃপাই তোমার তাদৃশ লীলাগ্রন্থকে সর্ব্ব উপকরণে পূর্ণ ক'রে তুলবে।"

গোপীশ্বর জগদ্‌গুরুর এই আদেশ আজ আমি পালন করি।

(পারিপার্শ্বিকের (১) প্রবেশ)

পারি পা।— মান্যবর! আপনার গ্রথিত বিদগ্ধমাধব নামক নবীন নাটকে যেমন ভাবে আপনি প্রয়োগ ক'রেচেন সেইমত ভূমিকা নিয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবার জন্য আপনার অনুজ্ঞা অপেক্ষা ক'রচেন।

সূত্রধার।— মারিষ! (২) উপযুক্ত বেশভূষায় নটনটীদি'কে পরিপাটিরূপে সাজান হ'য়েচে ত? (ক্ষণিক চিন্তা করিয়া)

প্রবন্ধ এ মম কবিতায় না হো'ক ললিত
মোহিবারে সবাকার চিত,
তবু, হরিগন্ধে হরিয়া মানস
বুধগণে মধুপানে করিবে সরস।
বারি যবে হয়রে সরস,
উগারি গরিমা, চরণ-অমৃত-রূপে

(১) সূত্রধারের শিষ্যরূপ নটকে পারিপার্শ্বিক বলে।

(২) শিষ্যরূপ কিছু ন্যূন নটকে সম্বোধন করিতে 'মারিষ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

শালগ্রাম-স্নানে,
কূপজ বলিয়া অবনত শিরে,
নাহি পিয়ে কবে কোথা
কোন সুধী নরে ?

পারি। মান্যবর! রঙ্গলক্ষ্মী-কৌশল আমাদের নাই বটে, তথাপি স্তুতিবাক্যে সভ্যগণকে প্রার্থনা ক'রব যেন তাঁ'রা সেই কৌশল স্বীকার ক'রে লন। যেহেতু সভ্যগণ বিদ্যাদিতে দেবগণকেও তিরস্কৃত করেন, আমরা ত নট।

সূত্র। মারিষ! স্তুতিবাদে সাধুরা নিরপেক্ষ। ইহা অন্যের বস্তু। একের ধর্ম্ম অন্যের প্রতি আরোপ করা বৃথা।

সাধুজন নিজশ্রম না করি গণন,
প্রীতিভরে পরহিত করে আচরণ ;
দুরিত-উদ্গমে তা'রা যত লাজ পায়,
তেমতি লজ্জিত অতি নিজ-প্রশংসায় ;
বিদ্যা ধন কুল আদি বাড়ে যা'র যত,
তাহা সনে হয় তা'রা তত অবনত ;
কিবা হেন সাধুদের স্বাভাবিক রীতি,
জয় লভে সর্ব্ব ঠাঁই, রমণীয় অতি।

(চারিদিকে চাহিয়া সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে)

হে কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তগণ! যদিও আপনারা ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞগোষ্ঠির গুরু তথাপি আপনাদিগকে কিছু ব'লতে ইচ্ছা ক'রে এই নট নির্লজ্জের পদবী-আরোহণের উপক্রম ক'রচে, অতএব এই চপলতা ক্ষমা করুন।

(প্রণামপূর্ব্বক সভ্যগণকে দেখিতে দেখিতে)

অভিব্যক্ত এ প্রবন্ধ যদি
প্রকৃতিতে লঘু-রূপ এ জন হইতে,
তবু এ হরির গুণ বহি মনোরম,
পারিবে হে বুধগণ ! অভীষ্ট সাধিতে।
পুলিন্দ (১) অবর জাতি,
সমিধ-সংঘর্ষে যদি
অনলেরে করে পরকাশ,
করে না কি নাশ তাহা
হিরণ্য-অন্তর-দেশে কলুষ-আভাস ?

অতএব এইবার অভীষ্টদেব শ্রীভগবান্কে স্মরণ ক'রে নৃত্যকলা আরম্ভ করি।

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

সনাতন তনু (২), মোরে প্রসাদ বিথার,
নিরঙ্কুশ করুণার তুমি হে পাথার ;
মধুর মথুরা-ভূমে তব পরকাশ,
প্রপন্ন পরাণে ঢাল মধুরাখ্য রস ; (৩)
বরজবিহাররঙ্গী নিতি বৃন্দাবনে,

(১) পুলিন্দ—নীচ জাতি বিশেষ।

(২) সনাতন তনু—এক অর্থে শ্রীসনাতন গোস্বামী, যিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগুরু। অন্য অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার দেহ সনাতন বা নিত্য।

(৩) মধুরাখ্যরস—শৃঙ্গার রস।

বিস্ফুরিত সুশোভন নিকুঞ্জ-বিতানে,
মণ্ডপমণ্ডলী মাঝে বদ্ধ স্থিতি তব,
লীলামগ্ন সদা প্রভু কুঞ্জে নব নব।

পারি। মান্যবর! দেখুন দেখুন,—

রসিক-সমাজ, আহা
আগলবিহীন মতি,
বিকিরয় অকৃত্রিম সমুজ্জ্বল ভাতি;
তাহে পুন এ প্রবন্ধ,
গোপবধূবঁধুয়ার সুশীল সুছন্দে
ধরিয়াছে পল্লব-বিততি;
তাহাতে আবার,
এই বৃন্দাবনে রাসস্থলী
হইয়াছে তাণ্ডব-অঙ্গন;
লয় মন,
এইবার উঠিবে বিকাশি,
মো সবার পরিপক্ক পুণ্য রাশি রাশি।

অতএব রসমাধুরী পরিবেশনে বিলম্ব ক'রবেন না।

সূত্র। মারিষ! পাছে নীরস ব্যক্তিরা মুখ ফিরায় সেই আশঙ্কায় যেন মন্থর হ'চ্চি!

পারি। মান্য! শঙ্কার প্রয়োজন নাই।

রসের মর্ম্মী নয় গো যা'রা
উদাস যদি হয় তা' হো'ক,
তোমার শিল্পে স্ফূর্ত্তি পাবে,
ওই যে যত রসিক লোক।

উষ্ট্র যদি না চায় ফিরে
চূতমুকুলে অবহেলে,
কোকিল ফিরে পরম সুখে
ফুল্ল চূতের ডালে ডালে।

অতএব গান্ধর্ব্ব ব্রহ্মবিদ্যা আরম্ভ করুন; সামাজিকদের চিত্ত চমকিত হো'ক।

সূত্র। মারিষ! দেখ দেখ,—

উপজিল এই সেই বসন্ত সময়,
এইবার অবসরে নিশি পৌর্ণমাসী (১)
উপনীতা আসি, গূঢ় করি গ্রহযূথে (২)—
মিলাইতে স্বরুচিরা রাধার (৩) সনাথে
নব অনুরাগময় (৪) পূর্ণ তমীশ্বরে (৫);
অন্তরে জেগেছে সাধ
নব নব রঙ্গের (৬) প্রসারে।

(১) পৌর্ণমাসী—এক অর্থে পূর্ণিমা তিথি; অন্য অর্থে দেবী পৌর্ণমাসী। দেবী পৌর্ণমাসী স্বরূপে যোগমায়া। ইনি বৃদ্ধা তপস্বিনী-বেশে বৃন্দাবনে এক নিভৃত পর্ণকুটীরে বাস করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা করাইয়া কৃতার্থ হইতেন। সান্দীপনি মুনি ইঁহার পুত্র। কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গল ইঁহার পৌত্র। ইনি নারদের শিষ্যা।

(২) গ্রহ—এক অর্থে নবগ্রহ, অন্য অর্থে আগ্রহ।

(৩) রাধা—এক অর্থে অনুরাধা নক্ষত্র, অন্য অর্থে শ্রীমতী রাধিকা।

(৪) অনুরাগ—এক অর্থে রক্তিমাভা, অন্য অর্থে প্রেমবিশেষ।

(৫) তমীশ্বর—এক অর্থে নিশানাথ চন্দ্র, অন্য অর্থে কৃষ্ণ।

(৬) রঙ্গ—এক অর্থে বর্ণ, অন্য অর্থে কৌতুক।

—আহা মরি
কিবা এ বাসন্তী নিশায়
পূর্ণিমা উদিল
নবগ্রহে করিয়া নিগূঢ় ;
রক্তিমাভা ধরিয়াছে রাকা নিশানাথ।
শোভিতে তাহারে, তিথি পৌর্ণমাসী,
মিলাইল আসি,
শোভনা সে অনুরাধা নক্ষত্রে আনিয়া।—
অনুরূপ ঘটনা হেথায়—
বসন্তের পূর্ণিমা নিশায়,
কতমতে নবীন আগ্রহ
ধরি হৃদে দেবী পৌর্ণমাসী,
আনিল কানুরে হেথা মিলাতে রাধার সনে ;
—আহা সে বালায় নব অনুরাগী,
কান্তা তা'র সুরুচিরা সর্ব্বকান্তিময়ী—
যোগ্য সনে লভিবে সঙ্গম
পসারিতে কৌতুকবিলাস।

নেপথ্যে। ওহে নর্ত্তকমণ্ডলীর সার্ব্বভৌম, কেমন ক'রে তোমার কর্ণপুরীতে এই গূঢ় কথা প্রবেশ ক'রল যে আমি রাধার সঙ্গে সেই ঈশ্বরকে সঙ্গমিত ক'রবো ?

সূত্র। (বিস্ময়ে নেপথ্যপানে চাহিয়া) ওহো ভগবতী পৌর্ণমাসী এখানে আসচেন যে। দেখ দেখ,—

ওযে, সান্দীপনি মুনির জননী,
পরিধানে আরক্ত অম্বর, কেশগুচ্ছে

স্থশোভন পাণ্ডুর বরণ,
রুচিতায় সাবিত্রী উপমা,
স্থরঋষি (১)-অনুগতা ;
পরিজন সনে, নন্দের সদন হ'তে
যায় এই পথে মন্থর গামিনী ;
অনুমানি পশিতেছে উটজের (২) পথে।

তবে চল আমরা উভয়ে গিয়ে দেখি নটনটীদের রঙ্গভূমিতে অগ্রসর করবার পূর্ব্বে তা'দের বেশ-বিন্যাসাদি ঠিক হ'য়েছে কিনা।

("ওহে নর্ত্তকমণ্ডলীর সার্ব্বভৌম কেমন ক'রে তোমার কর্ণপুরীতে প্রবেশ ক'রল যে আমি রাধার সঙ্গে সেই ঈশ্বরকে সঙ্গমিত ক'রব"—বলিতে বলিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ) (পরে নান্দীমুখীর প্রবেশ)

পৌর্ণ। আহা বৎসে নান্দীমুখি! নটেন্দ্র কি কমনীয় গান ক'রলে; শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল।

——:০:——

(১) স্থরঋষি—নারদ। (২) উটজ—পর্ণশালা।

প্রথম অঙ্ক

(প্রস্তাবনা)

১ম দৃশ্য—স্থান—কুটীর পথ

সময়—প্রাতঃকাল।

আসীন—পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখী।

নান্দী। ভগবতি, এ কথা কি যথার্থ?

পৌর্ণ। বরোরু! এতাবধি ভাগ্যতরু মম
ধরে নাই পরিপুষ্টমূল,
ফল তা'য় কেমনে সম্ভবে, যাহে যোগ্য হব
জুড়ি দিতে নবীন সঙ্গমে
সুভগ সুভগা সনে?—আহা,
যোগ্যতম সে নবদম্পতী
শৃঙ্গারের মঙ্গল লীলায়।

নান্দী। ভগবতি! বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকাকে যদি কানুর সঙ্গে মিলাবেন তবে মিলনের অনুকুল স্থান গোকুল ছেড়ে সন্তনুবাস নামে ভানুতীর্থে তা'কে লুকিয়ে রেখেচেন কেন?

পৌর্ণ। বৎসে! নৃশংস কংস রাজার ভয়ে।

নান্দী। ভগবতি, তবুও রাজা কি ক'রে রাধাকে জানতে পারলেন?

পৌর্ণ। রাধার সৌন্দর্য্যরাশিই বিজ্ঞাপনের হেতু। কারণ,—

নিগূঢ় বস্তুরে
অলৌকিক গুণচ্ছটা দেয় বিকশিয়া,
গন্ধ যথা ব্যক্ত করে প্রচ্ছন্ন-কস্তুরী।

নান্দী। ভগবতি, মুখরা যশোদার ধাত্রী হ'য়ে আপনার নাতনীকে গোকুলে এনে কিনা জটিলার পুত্র অভিমন্যুর হাতে স'পে দিলে! এ ত' বড় অসদৃশ ব্যাপার উপস্থিত যে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষ তা'দের করস্পর্শ করবে! তবু কেন আপনাকে নিশ্চিন্তের মত দেখছি?

পৌর্ণ। সেই জন্যেই ত।

নান্দী। কি ক'রে?

পৌর্ণ। (হাসিয়া) তা'দিকে বঞ্চনা করবার জন্যে স্বয়ং যোগমায়া তা'দের মিথ্যা বিবাহকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করিয়েছেন। তা'রা ত কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীই আছে।

নান্দী। (সহর্ষে) তাই আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন; আজ আবার যে তা'কে গোকুলে আনা হয়েচে।

পৌর্ণ। বৎসে সত্য বলেছ। কংসের ভয় আমার এক রকম শিথিল হ'য়েছে, কিন্তু দেখছি সম্প্রতি দুষ্ট অভিমন্যু হ'তে আর এক ভয় জন্মেছে।

নান্দী। সে আবার কি?

পৌর্ণ। কৃষ্ণরূপ ভৃঙ্গকে গোপীরূপ বনলতাগুলিতে আসক্ত জেনে সে মাৎসর্য্যবশতঃ সোণার পদ্মিনী রাধিকাকে আর এক বনে (মথুরায়) নিয়ে যেতে চায়।

নান্দী। এরও সমাধান যোগমায়া ক'রে দেবেন।

পৌর্ণ। পুত্রি, তিনি স্বতন্ত্রা, কা'রও অধীন ন'ন। তাঁ'র নিজের যা' ইচ্ছে তাই করেন। তাঁর চরিত্র কে জানে? কারণ, দেখ না— এ রকম ব্যাপারে তিনি উদাসিনী হ'য়ে আছেন।

নান্দী। এ বিষয়ে আর কি উপায় আছে, যা'তে এর প্রতিবন্ধক হয় ?

পৌর্ণ। বৎসে, আমি প্রতিভূ (জামিন্) হ'য়ে, সুন্দর মনোহর যুক্তিযুক্ত বচনের আগল বাঁধে তা'কে বাধা দিয়ে বারণ ক'রে রেখেছি—সে স্বভাবতঃই হাল্‌কা বুদ্ধি।

নান্দী। (সহর্ষে) ভগবতি, কংসের গোপমণ্ডলের অধ্যক্ষ গোবর্দ্ধন, চন্দ্রাবলীকে কানুর অনুরত জেনেও তা'র চরিতে রাগ ক'রলে না কেন ?

পৌর্ণ।— পুত্রি, সে রাজকুলের নিকট পাওয়া গৌরবে গর্ব্বিত হ'য়ে আছে তাই সে কথা ব্যক্ত হ'লেও বিশ্বাস করে না।

নান্দী।— কানুর সঙ্গে চন্দ্রার প্রথম সঙ্গম ঘ'টল কি ক'রে ?

পৌর্ণ।— তা'দের সঙ্গমে নিশ্চয় গাঢ় অনুরাগই দূতী হ'য়েছিল ; আমার যে সব উদ্যম তা' কেবল পিষ্টেরই পেষণ বই ত নয়।

নান্দী।— আর্য্যে আপনারই বা কেমন ক'রে এমনতর বিশেষ ভাব ঘ'টল যা'র ফলে গাঢ় অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ায় আপনার অভীষ্টদেব কৃষ্ণ এখানে জন্মাতে না জন্মাতে উজ্জয়িনী ছেড়ে প্রথমেই গোকুলে এসে উপস্থিত হ'লেন ?

পৌর্ণ।— পুত্রি, শ্রীগুরু-চরণের উপদেশ-প্রসাদে।

নান্দী।— মহাভাগ সান্দীপনী জানেন ত যে আপনি এখানে এসে বাস ক'রচেন ?

পৌর্ণ।— হাঁ, জানেন বৈকি। সেই জন্য তিনি মধুমঙ্গল নামে নিজের পুত্রটিকে আমার পরিচর্য্যার জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নান্দী।—মধুমঙ্গল আপনার নিতান্ত অনুগ্রহলাভ ক'রেচে ব'লতে

হবে, যেহেতু সে নন্দের নয়নরূপ ইন্দীবরের যিনি চন্দ্র তাঁরই সহচরস্বরূপ মহান্ উৎসবে নিযুক্ত হ'য়েছে !

পৌর্ণ।— পুত্রি, তোমাকেও নিযুক্ত করা হবে, আমার সর্ব্বস্ব-রূপা রাধার, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বিস্তারের জন্য।

নান্দী।— (সানন্দে) ভগবতি, কানুর প্রতি তার অনুরাগ এখন থেকেই সীমা অতিক্রম ক'রেছে।

পৌর্ণ।— কেমন ক'রে তা' লক্ষ্য ক'রলে ?

নান্দী।—যখনই সে কথাপ্রসঙ্গে 'কৃষ্ণ' এই নাম শুনে তখনই সে রোমাঞ্চিতা হ'য়ে কি এক ভাব প্রাপ্ত হয়।

পৌর্ণ।— পুত্রি, তা' হবারই কথা।—

কতযে অমিয়া দিয়া,　　　না জানি গ'ড়েছে কে,
　　'কৃষ্ণ' এই দুইটি আঁখর ;
নাচে যবে তুণ্ড (১) মাঝে,　　　লালসা বাড়ায় সে,
　　কোটি তুণ্ড-লাভে নিরন্তর।
শ্রবণ-কুহর-দেশে,　　　অঙ্কুর হ'তে না হ'তে,
　　কোটিকর্ণ তরে জাগে সাধ ;
হিয়ার মাঝারে যবে,　　　সহচরী হয় সে,
　　ইন্দ্রিয়ের ঘটে পরমাদ।—
কীর্ত্তন করিলে মুখে,　　　শুনিলে বা শ্রুতিপুটে,
　　স্মরণ করিলে কিবা মনে,
মরম-মাঝারে পশি,　　　বিকাশি মাধুরী তা'র,
　　যা'র নাম মিশে তা'রই সনে।

(১) তুণ্ড—অর্থে মুখ।

স্ফুরে সে মাধুর্য্য-পার, কিশোর শেখর কালা,
শৃঙ্গারের মূর্ত্তি রসরাজ ;
ক্ষণে ক্ষণে নব নব, বিকাশি মাধুরী-রাশি,
অপরূপ ত্রিভুবন মাঝ ।
ভুবন-মোহন হাসি, চপল অপাঙ্গ-ভঙ্গে,
বরষিয়া অনঙ্গের বাণ,
চিত-উনমত-করা, বাঁশরী বাজায়ে গো,
হাবভাবে বিকলয়ে প্রাণ।
অবশে জাগয়ে কাম, অবিরাম নাচাইতে,
কোটীমুখে তা'রি সেই নাম ;
কোটি শ্রবণ-পুটে, শুনিতে শুনিতে শুধু
সেই দুই বর্ণ অভিরাম।

নান্দী।— আর্য্যে ! শ্রীরাধা, ললিতা আর বিশাখার সঙ্গে সূর্য্য-আরাধনা করে। আর চন্দ্রাবলী, পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতিকে নিয়ে চণ্ডিকা দেবীর সেবা করে। তাই মনে হয় যে এদের কানুর প্রতি অনুরাগ দেবতার প্রসাদেই হ'য়েছে।

পৌর্ণ।— এদের দেবতার আরাধনা কেবল বনে যাবার ছলমাত্র। ব্রজসুন্দরীদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম স্বাভাবিক ; তা' জাগ্রতই আছে।

নান্দী।— সত্য, রাধার প্রেম স্বাভাবিকই ; তবু সখীদের কৌশল সেটার উদ্দীপনা করে।

পৌর্ণ।— পুত্রি, আমার নাম ক'রে চিত্র-বিদ্যা-নিপুণ বিশাখাকে বলগে যেন সে তা'র সখীর পদ্মের মতন নয়ন দুটিকে আনন্দ দিবার জন্য নন্দ-নন্দনের একখানি ছবি আঁকে।

নান্দী।— ভগবতীর যা' আদেশ।

পৌর্ণ।— আমিও মিষ্টান্ন দিবার ছলে বৃন্দাবনের মধ্যে গিয়ে 'রাধা' এই মঙ্গলময় অক্ষর দুটির মাধুর্য্যে মাধবের কাণ দুটিকে আনন্দিত করিগে।

নান্দী।— আর্য্যে, দেখুন দেখুন ওই যে রাম, মধুমঙ্গল, শ্রীদাম এই সব সখাদের সঙ্গে গোকুল হ'তে নির্গত হ'য়ে বৃন্দাবন যেতে যেতে, কৃষ্ণ তাঁ'র মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের কাছে কত স্নেহে লালিত হ'চ্ছেন!

পৌর্ণ।— (দেখিয়া সহর্ষে)

মরি মরি কিবা দ্যুতি,　　　হরিণ্মণি-মনোহর,
উজলিছে হরির শ্রীঅঙ্গ!
পুণ্ডরীক বর জাতি,　　　দণ্ডিছে তাহার ভাতি
নয়নের জোছনা-তরঙ্গ।
নবীন কুঙ্কুম-কাঁতি,　　　বিড়ম্বিছে তারে অতি,
পীত অম্বর কটিমাঝ,
দেবের আদৃত বেশ,　　　দমিত হ'য়েছে আহা,
হেরি ওই অরণ্যজ সাজ!

তবে আমি মোদক প্রস্তুতের জন্য চলি, আর তুমি যাও বিশাখার কাছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক (১)।

২য় দৃশ্য—গোকুলের বহির্দ্দেশে বৃন্দাবন-

অভিমুখী পথ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

আসীন—গোচারণ-উপযোগী বেশে শ্রীবলদেব, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল এবং রাখাল বালকগণ। শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোমতী-স্নেহে লালিত। উভয়ে গৃহ হইতে কিছু দূরপথে আসিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ।— (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া)

মরি মরি, কিবা দৃশ্য চারু
হেরি ওই গোকুল-বাহিরে।
সারি সারি ধেনু-তনু-শোভা,
সোপান-আবলীক্রমে
নামিয়াছে উপর হইতে ;
প্রতি বপু গণ্ড শৈল যেন
স্ফটিকে গঠিত ;
তা' সবার পাণ্ডুকান্তি ছলে
মনে হয় মন্দাকিনী

(১) যাহা হইয়াছে ও হইবে তাহার আংশিক সূচনাকে বিষ্কম্ভক বলে।

নামিয়াছে ইন্দ্রপুর হ'তে
লভিতে পরম সুখ যমুনা-সেবার ;
জানি' পূর্ব্ব হ'তে, কত ধন্য
সেই বৃন্দারণ্য-বিহারিণী—কিবা গুণ তা'র !

নন্দ।— বৎস, বেশ বর্ণনা ক'রলে। কিন্তু গোষ্ঠের শোভাটিও একবার পিছন ফিরে দেখ।

(পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া)

হের হের—শিখর মালায় শোভি
বিশাল গোশাল-শ্রেণী
শাখার বিস্তারে, গোষ্ঠের সন্নিধিদেশ
রেখেছে সঙ্কীর্ণ করি ঘন সমাবেশে
গহন অম্ভোধি সম।
গোবর্দ্ধন-কটি হ'তে যাবৎ কালিয়,
ধরিয়া বিপুল শোভা সমৃদ্ধি-বর্দ্ধন
হাসে এই গোষ্ঠশ্রী তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ।— সখে মধুমঙ্গল, পিতা আমার পিছনে পিছনে অনেক দূর এসেছেন। অবিলম্বে মায়ের সঙ্গে গোষ্ঠে প্রবেশ কর।

যশোদা।— বৎস, এ কি বল দেখি, বেলা শেষ হ'য়ে গেলেও তোমার গোষ্ঠে ফিরতে মনে থাকে না ? আমি রোজই কত যত্নে মিষ্টি তৈরী ক'রে রাখি, রোজই ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

মধুমঙ্গল।— গোকুলেশ্বরি ! শোন।

গাভীর শপথে কহি
নাহি দোষ কোনই ইহার।—

(এই বলিয়া বচনের উপক্রম করিলে কৃষ্ণ ইহার প্রতি সস্নেহে চাহিলেন)

অধিক কেলির আশে
হ'য়ে সমুৎসুক, কুঞ্জমধ্যে—

(বাক্য অসমাপ্তি)

শ্রীকৃষ্ণ — (সলজ্জে স্বগত) এই মূর্খ এখনই স্পষ্ট ক'রে গোপীদের নাম ক'রে ফেলবে। অতএব একে ইঙ্গিতে বারণ করি।

(বক্রভাবে শিরশ্চালন করিলেন)

মধু।— বয়স্য, আমাকে বারণ ক'রচ কেন? আজ আমি নিশ্চয়ই আর্য্যদের কাছে সব ব'লে দিব।

শ্রীকৃষ্ণ।— (স্বগত) হায় হায় মূর্খ আমায় লজ্জায় ফেললে।

মধু।— (পূর্ব্ব পদ্যের সমাপ্তি) মাতঃ!

পীতাম্বরে ল'য়ে যায় টানি
সেই সবে সুহৃদ্-মণ্ডলী। (১)

শ্রীকৃষ্ণ।— (সানন্দে স্বগত)

একি এর হৃদয়ের ভাব বদলে গেল কি ক'রে?

যশোদা।— বৎস মধুমঙ্গল, সত্যি সত্যি; ললিতা ও আর আর গোপ-বালিকারাও আমাকে এই কথাই বলে। অপগণ্ডদের জ্বালায় গেলাম।

নন্দ।— গৃহিণি! গোকুলে বৎসের উপযুক্ত কোন বালিকা দেখেছ কি যা'র সঙ্গে তা'র বিয়ে দিতে পারি?

যশোদা।— আর্য্য, বাছা আমার দুগ্ধমুখ, এখন তা'র কি বিয়ের সময় হ'য়েচে?

---

(১) সুহৃদ্—এক অর্থে বয়স্যগণ, অপর অর্থে যাহাদের বক্ষ শোভিত (সু+হৃদ্) সেই গোপীগণ।

মধু।— (জনান্তিকে) বয়স্য, সত্যই তুমি দুগ্ধমুখ ; কারণ দুধের লোভে সহস্র সহস্র গোপকিশোরী তোমার মুখামৃত পান করে।

শ্রীকৃষ্ণ।— (মৃদু হাস্য করিলেন)

নন্দ।— হের হের বৎস, জননী তোমার,
বিনিহিত করি আঁখি-যুগ
পদ্মগন্ধি তব মুখ-শশীশোভা-কূলে
চাহি রয় অপলক আঁখি।
রে মুকুন্দ, কত সুখ দেয় তব মুখ
কহিতে না পারি। তাই, জননী রে তোর
পলে পলে অতি হর্ষ ভরে,

তিতিয়া অম্বর-তট,
বরিষয়ে স্নেহ-ক্ষীর-ধারা।

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে)

মহান্ উৎসব মম তোর পরশনে ;
হয় মনে, উৎস তার যেন বহি আনে
শীতলমাধুরী-ধারা সর্ব্ব অঙ্গে মম।
সে শৈত্যমাধুরী, জিনিয়াছে
ইন্দীবর-চন্দন-বীরণ-
চন্দ্রিকা-কর্পূরপুরে। (১)

শ্রীকৃষ্ণ।— পিতঃ, গাভীরা ক্ষুধায় কাতর হ'লেও আমার প্রতীক্ষায় স্বয়ং স্তম্ভিত হ'য়ে আছে, তবে আপনারা দুজনে গৃহে যান।

---

(১) পদ্ম, চন্দন, বীরণ মূল (বেণামূল), জ্যোৎস্না ও কর্পূরচূর্ণ— এইগুলির শৈত্যমাধুরী আছে।

নন্দ।— আচ্ছা বৎস।

(সস্নেহে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া যশোদা সহ প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—বৃন্দাবনের একাংশ, অদূরে
গাভীগণ চরিতেছে।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন অতীতপ্রায়।

আসীন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, মধুমঙ্গল, শ্রীদাম ও সুবল।

শ্রীকৃষ্ণ।— (পুরোভাগে অবলোকন করিয়া)
মধুমঙ্গল, নেহার সম্মুখে,—
রসাল-মুকুল হ'তে সুগন্ধি-মধুর
ঝরি মকরন্দ, বন্দী করে মুহুর্মুহু
এই সব মধুপ-নিকরে ;
মলয় অচল হ'তে মন্দানিল বহি,
দুলাইয়া এ বৃন্দাবিপিনে,
অতুল আনন্দ মম করিছে বর্দ্ধন।

শ্রীরাম।— হেররে শ্রীদাম হের—
বৃন্দাবনে বেড়িয়াছে বালা দিব্যলতা,
লতামুখে ফুটিয়াছে বিবিধ কুসুম,
কুসুম গর্ব্বিত মধু-ব্রত-উপচারে,
মধুব্রত হরে শ্রুতি গীতি-গুঞ্জরণে ।

শ্রীকৃষ্ণ।— সখে মধুমঙ্গল, তোমাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে বাঁশী বাজিয়ে বৃন্দাবনবাসীদি'কে আনন্দ দি'।

(অধরে বেণুবিন্যাস করিলেন)

শ্রীরাম।— কি আশ্চর্য্য, দেখ দেখ, বস্তু সকলের স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হ'লেও তা'দের ধর্ম্মবিপর্য্যয় হ'ল!

বংশীর চুম্বন মাত্রে পুলিন-বিহারী,
হের সবে হের কিবা কঠিন মূরতি
ধ'রেছে তটিনী-বারি স্তম্ভন-কারণে!
দ্রবিত প্রস্তরে হের মূর্ত্ত (১) মার্দ্দবতা!
কাঁপিছে স্থাবর-কুল স্থিরতা পাসরি!
জড়িমতা জঙ্গমে বিরাজে!

মধু।— তাইত আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!

দরদর বহাইয়া ক্ষীর-কল্লোলিনী,
নবপুষ্পলতাদলে করি নিসিঞ্চন,
পীযূষ-পূরিত মধুর পিয়া বেণুধ্বনি,
স্তম্ভিত সুখের ভরে শোভে ধেনুগণ।

(শ্রীকৃষ্ণকে হস্তদ্বারা চালনা করিয়া অর্থাৎ ঠেলিয়া)

প্রিয় বয়স্য! তুমি যে বড় গর্ব্বিত হ'চ্ছ? এ ত বেণুজাতেরই পাগলকরা স্বভাব! তুমি ত নিমিত্তমাত্র হে।

(অন্তরীক্ষে বীণাযোগে গান)

বাঁশী ছুটেছে বাঁশী ছুটেছে,
দিকে দিকে বাঁশী ছুটেছে।

(১) মূর্ত্ত—মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ

মর্ত্ত্যে, নীরদে রেখেছে রুধিয়া
স্বর্গে, তুম্বুরু (১)-তানে জিনিয়া
তাল ঠমকে থমকে গমকে
চমকিত করি রেখেছে।
জনলোকে, ধ্যানচ্যুত সনন্দন (২)
সত্যলোকে, বিস্মিত চতুরানন,
সুতলে, চঞ্চল বলি (৩) 'একি একি', বলি
'কোথাকার বাঁশী বেজেছে'!
পাতালে, অনন্ত (৪) ধীর ঘূর্ণিত-শির,
ব্রহ্মঅণ্ড ফেটেছে।

শ্রীরাম। (হর্ষভরে উর্দ্ধে চাহিয়া স্বগত)

একি! দেবর্ষি যে; মেঘের আড়ালে থেকে বীণা বাজিয়ে এই গানটি ক'রলেন; সর্ব্বলোকেই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রে থাকেন।

(অন্তরীক্ষে পুনরায় কলধ্বনি)

মধু।— (উর্দ্ধদৃষ্টিতে সভয়ে) অবধ্য অবধ্য, বামুনের ছেলে, বামুনের ছেলে; মেরোনা বাবা মেরোনা; পালাই বাবা পালাই।

শ্রীদাম। ওরে বাতুল, তুই অনর্গল প্রলাপ ব'কচিস্ কেন?

মধু।— আরে মুখ্যু গয়লা, দেখছিস্‌নে এই যে একটা কি জানি যক্ষ না রাক্ষস, চার চারটে মুখ নিয়ে হাঁসের পিঠে চ'ড়ে, আর একটা সাপ হাতে-করা দিগম্বর বেতালের সঙ্গে সঙ্গে আসচে?

---

(১) তুম্বুরু—নামক গন্ধর্ব্ব, নারদের শিষ্য।

(২) সনন্দন—ব্রহ্মার পুত্র। (৩) বলি—বলিরাজা, প্রহ্লাদের পৌত্র। (৪) অনন্ত—শেষদেব, যাঁহার শিরস্থ ফণার উপর ভূমণ্ডল অবস্থিত।

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) এইরে, এই বুঝি আরও কতকগুলা অসুর, সারা গায়ে চোখে ভরা কে একটা দানবকে আগে ক'রে এসে,আকাশটা আক্রমণ করচে! এরা সেই হতভাগা কংসের কিঙ্কর নাকি!

(ত্রাসে শ্রীকৃষ্ণের বাহুমূলে মস্তকগোপন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) একি, দিক্‌পতিরা বেণুনাদের মাধুরীতে আকৃষ্ট হ'য়ে মেঘপথে নেমে আসচেন যে!

(পুনরায় বেণুবাদন)

মধু— (বিশেষরূপে দেখিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত স্বগত) এই যে সেই দুষ্ট দানবগুলা বয়স্যের বেণুর শব্দ শুনামাত্রে বেভোলা হ'য়ে ভয়ে মুগ্ধ হয়েচে দেখচি। আ—ঃ, বাঁচলাম।

(দর্পভরে পদচারণা করিতে করিতে প্রকাশ্যে) তবেরে দুষ্ট অসুরের দল—দাঁড়া, দাঁড়া। এই যে আমি শাপে অথবা চাপে (ধনুর দ্বারা) তোদের মুণ্ডুগুলা খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি।

(লাঠি তুলিয়া বারবার লাফাইতে লাগিলেন)

শ্রীরাম। (উচ্চহাস্যে) বয়স্য এ রকম ব'লতে নেই। এঁরা দুজন ভগবান্ হর ও বিরিঞ্চি। এঁদের বাঁ দিকে দেবতারা।

মধু— (ভাল করিয়া আশ্বাস পাইয়া—) আরে, তা' আর আমি জানিনে? পরিহাস করছিনু যে। তা যাই হোক' ভীরু তোমরাই ত, রাক্ষস ভেবে পলাচ্ছিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) পশু, তোমার নিজের মুর্খতা আমাদের উপর চাপাচ্চ কেন?

শ্রীরাম। হের হের,—

বেণুর কাকলী নব, অষ্টশ্রুতিপুটে

পশি, নাশিবারে চায় শতেক ধীরতা
শতধৃতি বিরিঞ্চির হৃদে—
তাই লুঠে মরাল-পৃষ্ঠেতে
বার বার উলটি পালটি।

(অন্তরীক্ষে পুনর্ব্বার বীণাগীতি)

হরির বয়ান-শশী উদয়ে,
বেণুনাদ সুধা ঝরয়ে ;
রুদ্র-সাগর (১) হায়,
বেলা লঙ্ঘিতে চায়,
সম্ভ্রম-বাধা নাহি মানয়ে।

শ্রীরাম :— (উৎকণ্ঠিত ভাবে)

এ কি !
ঘুরে তনু, শ্রবণ-কুহর-স্পর্শী
মুরলিকা-কলার নিবহে,
এ সুরপতির ;
সহস্র নয়ন হ'তে ঝরে অশ্রু
ভূমির উপরে ; কি বিচিত্র,
বারিধর বিনা, একি ধারা আজি
তরতরি নামি, দেবামাতৃ (২)-ভূমি-প্রায়
করিল এ সারা বৃন্দাটবী !

---

(১) পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সাগর বর্দ্ধিত ও উচ্ছ্বসিত হয়।

(২) দেবমাতৃকভূমি—যে দেশের শস্য বৃষ্টির জলে পালিত হয় তাহাকে দেবমাতৃকভূমি বলে।

শ্রীকৃষ্ণ।— (স্বগত) এ সমস্ত প্রাচীনদের সম্মুখে বিহার ক'রতে আমার মন সঙ্কুচিত হ'চ্চে। তবে অগ্রসর হই।

(তরুদলের অন্তরালে গিয়া)

(মধুমঙ্গলের প্রতি) সখে মধুমঙ্গল, দেখ দেখ বসন্তে বনের মাধুরী কি রকম,—

কোথাও ভ্রমরীগীতি,
শিশিরতা ভঙ্গিম-অনিলে,
কোথাও বল্লরীলাস্য (১),
মল্লিকার শুদ্ধ পরিমল,
কোথাও ঝরিছে ধারা
রসভরা দাড়িম্ব-নিকরে,
মাতিল ইন্দ্রিয়-বৃন্দ
হেন বৃন্দা-বিপিন-মাঝারে।

মধু।— তা'তে আমার কি বয়স্য? তোমার বৃন্দাবনকে দুষ্ট ভ্রমরগুলো ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেচে, এখানে আমার কি আনন্দ হবে? তা'র চেয়ে গোকুলেশ্বরীর পাকশালা দেখতে পেলে আমার মনে খুব আনন্দ হয়, যেখানে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অন্নগুলি সকল ইন্দ্রিয়কে হরণ করে।

শ্রীকৃষ্ণ।— বয়স্য, বৃন্দাটবীকে বন্দনা কর। এর প্রাচীন বল্লরীগুলি ও তোমার অভীষ্টফল ঠিক দিতে পারেন।

মধু।— বয়স্য হে, সকলেই তোমায় সত্যবাদী বলে; আচ্ছা, তোমার এই কথাটা আমি একবার পরখ ক'রে নেবো।

(অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে)

---

(১) লাস্য—নৃত্য।

ওগো প্রাচীন লতারা, তোমাদের বন্দনা ক'রচি; আমার বয়স্যের বড় খিদে পেয়েচে, তা'কে লাড়ু খেতে দাও।

(মোদক-পূর্ণ পাত্র-হস্তে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণ।— চন্দ্রানন কৃষ্ণ, এই লও মোদক। এতে রসজ্ঞ রসনার আমোদ হবে।

শ্রীরাম।— (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বয়স্য, দেখলে ত বৃদ্ধা বল্লরীর (১) বদান্যতা?

পৌর্ণ।— সঙ্কর্ষণ, বৃদ্ধাবল্লবীর (২) বদান্যতা বল।

শ্রীকৃষ্ণ।— আর্য্যে, কে সে বৃদ্ধা বল্লবী? 4794D

পৌর্ণ।— চন্দ্রমুখ, সে মুখরা।

শ্রীকৃষ্ণ।— হঠাৎ কেন লড্ডূকগুলি প্রদান ক'রল?

পৌর্ণ।— এই মুখরা, আপনার নাতনীকে অভিমন্যুর হাতে সমর্পণ ক'রেচে, তা'রি উৎসবানুরূপ আচার অনুসরণ ক'রেচে।

শ্রীকৃষ্ণ।— কে সে নাতনী?

পৌর্ণ।— কোন এক আনন্দ-কৌমুদী, নাম তা'র রাধা।

শ্রীকৃষ্ণ।— (রোমাঞ্চিত ও স্বগত) মায়েদের কথা-প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই তা'র সৌষ্ঠবের কথা শুনেছি।

(লজ্জাজনিত কম্প)

(বলরাম বামদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন)

পৌর্ণ।— (স্বগত) কৃষ্ণকে লজ্জিত দেখেই ঠিক বলরাম কোনও ছলে বামদিকে স'রে যাচ্চে।

---

(১) বল্লরী—লতা।

(২) বল্লবী—গোপী।

শ্রীকৃষ্ণ।— (স্বগত) চিত্তের এই বিকার গোপন ক'রতে অন্য প্রসঙ্গ আনা যা'ক।

(প্রকাশ্যে) আর্য্যে, আজ বসন্তের দিনে আপনিও কোনও মহোৎসব-লক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত করুন, দেখুন—এই সব প্রাচীন লতারা পুষ্পিত ও পল্লবিত হ'য়েচে।

পৌর্ণ।— (মৃদু হাসিলেন) নাগর, তোমারই মহোৎসবগুলির এইবার অবসর হ'য়েচে। কারণ পুষ্প ও পল্লবের তৃষ্ণায় গোপ-বিলাসিনীরা এখানে আসবে।

শ্রীকৃষ্ণ।— (স্মিতহাস্যে বক্রদৃষ্টিতে) আর্য্যে, তা'তে কি হ'য়েচে ?

পৌর্ণ।— (উচ্চহাস্যে) বিলাসি ! নিজের বাসনা-অনুযায়ী অন্য কিছু মনে ক'র না, আমি ব'লতে চাই এই যে তারপর তা'দের শূন্য গৃহে তোমার সখারা গব্য হরণ ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ।— ধূর্ত্তে, পরিহাস ক'রচেন কেন ? দেখুন গোপীরা কোমল মঞ্জরী তুলতে গিয়ে আমার বৃন্দাবনের গাছগুলিকে ছিঁড়ে দিয়েচে। অতএব আপনার, এদিগে নিবারণ করা উচিত।

পৌর্ণ।— মোহন, তোমারই নবীন পুষ্পস্তবকের শিরোভূষণ দেখে বল্লবীদের কুসুমে সুরাগ উদ্দীপিত হ'য়েচে।

(স্বগত) বাস্তবিক তা'দের 'কুসুমেষুরাগ' ফুলের প্রতি অনুরাগ নয় ত, ইহা কুসুমেষুর অর্থাৎ পুষ্পশর মদনের আবেশ।

(প্রকাশ্যে) তা'দিকে তুমি এখানে আসতে নিবারণ ক'রচ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ।— (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনার কেশ বকশ্রেণীর ন্যায় শুভ্রবর্ণ হ'য়েচে, তথাপি কথার উপক্রমে আপনি বাঁকাপথে আরোহণ ক'রচেন। যে সব বল্লবী অপরাধিকা তা'দের প্রতিও আপনার পক্ষপাত ছাড়চেন না।

পৌর্ণ।— সুন্দর! বল্লবীরা অপরাধিকা হবে কেন? রাধা ত এখন তা'দের সঙ্গেই আছে—রাধা যা'দের কাছ থেকে অপগত হয় তারাইত অপরাধিকা। তাই বলচি, তা'রা তোমার প্রিয় পুন্নাগের সুমনসও (১) জো'র ক'রে চুরি করে নেবে। (স্বগত) তুমিইত পুন্নাগ, কারণ পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমারই শোভন মন পুন্নাগের সুমনস্।

শ্রীকৃষ্ণ।— (স্বগত) হায়, কেন দৈবক্রমে ঘুরে ফিরে সেই রাধারই কথা আসচে, আমার মনকে হরণ ক'রে নিতে?

মধু।— (স্বগত) হায়রে এ আবার কি হ'ল? রাধার নাম মাত্রেই যে এ উন্মনা হ'চ্চে।

(প্রকাশ্যে) বয়স্য হে বলি শুন,—তা'র উপর তৃষ্ণার বাড়াবাড়িটা ক'রো না।

শ্রীকৃষ্ণ।— ধিক্ বাচাল, ক'ার উপর আমি সতৃষ্ণ?

মধু।— রাগ ক'রোনা। আমি বলচি যে সরস মনোহরা নামক লাড্ডূর উপর।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, তুমি ভ্রান্ত। এগুলি ত মনোহরা নয়, এই লাড়ূ-গুলির নাম যে মৌক্তিক।

মধু। (উচ্চহাস্যে) প্রিয়বয়স্য, আমি ত তোমার মত রাধাচক্রে পড়িনি যে ভ্রান্ত হব, ঘুরপাক খাব।

(স্বগত) যে রাধাচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র আকাশে ঘুরচে এ সে রাধাচক্র নয়। শ্রীরাধাই চাকার মত বয়স্যকে ঘুরাচ্চে, সেজন্য তা'কেই রাধাচক্র বলচি। বয়স্য আমার কথার ভাব ঠিক বুঝেচে।

---

(১) পুন্নাগের সুমনস্—পুন্নাগ অর্থে বৃক্ষ বিশেষ এবং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ। সুমনস্ অর্থে পুষ্প এবং সুন্দর মন।

পৌর্ণ। (স্বগত) এই বটু সত্য পরিহাসই ক'রচে। কারণ কৃষ্ণের চিত্তে ভাব উদিত হওয়াতে বৈলক্ষণ্য দেখা যা'চ্চে। অতএব আমি আজ পূর্ণকাম হ'লাম।

(প্রকাশ্যে) সুন্দর! উৎকণ্ঠার আবশ্যক নেই। যে রাধা বিষ্ণুপদে সঞ্চরণ করে তা'কে নৃলোকে কি পাওয়া যায়?

(স্বগত) রাধা নামক নক্ষত্র বিষ্ণুপদে অর্থাৎ আকাশপথে ভ্রমণ করে। তা'কে মানুষে পাবে কেন? শ্রীরাধা বিষ্ণুর পদে অর্থাৎ কৃষ্ণের পদে সঞ্চরণ করে, অভিমন্যু মানুষ হ'য়ে তা'কে পাবে কেন? সে বিবাহমাত্র ক'রেচে বটে, কিন্তু সম্ভোগ কৃষ্ণেরই। অতএব এর উৎকণ্ঠা বৃথা।

শ্রীকৃষ্ণ। (মন্দহাস্যে আকাশপথে দৃষ্টিপাত করিয়া রামের নিকট গিয়া) আর্য্য, মধ্যাহ্ন অতীত, তবে কালিন্দীতীরে নেমে গাভীদের জলতৃষ্ণা মিটান, আর সুস্বাদু মিষ্টান্ন আস্বাদ করুন। আমি সুহৃত্তম শ্রীদাম ও সুবলকে নিয়ে মুহূর্ত্তেক ওইখানে বিশ্রাম করিগে।

(শ্রীদাম ও সুবল ব্যতীত সখাগণের সহিত শ্রীরামের প্রস্থান)

পৌর্ণ। আমিও যাই, দেখি চিত্রপট আঁকা শেষ হ'ল কিনা।

(শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন করিয়া প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্থানান্তরে অবস্থান করিয়া)

সখে শ্রীদাম, জগতে যে রূপ কখন কেউ দেখেনি, এমন অপূর্ব্ব রূপবতী রাধাকে পূর্ব্বে দেখেছ কি?

শ্রীদাম। (লজ্জিত ভাবে অবনত মুখে অস্ফুট হাস্য)

সুবল। বয়স্য, "পূর্ব্বে দেখেছ কি" একথা কেন বলচ? সে যে এর ভগ্নী।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে এস কদম্বসঙ্কুল যমুনার তীরে কিছুক্ষণ ব'সে রাধার চিন্তায় উদ্বিগ্ন মনকে বাঁশী বাজিয়ে অন্যদিকে নিক্ষেপ করি।

(সকলের প্রস্থান)

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণ। (অগ্রে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সানন্দে)

এই যে এইখানেই বাছা আমার রাধিকা, সখীদের সঙ্গে হাসতে হাসতে খেলা ক'রচে।

(লতান্তরে থাকিয়া)

আহা! কি বিচিত্র
হেন রাধা-রূপের বিলাস!
নয়ন-সুষমা যেন
করে গ্রাস নব কুবলয়ে;
বদন-উল্লাসে, প্রফুল্ল কমল-বন
উল্লঙ্ঘিত হেরি ; বররুচি-পাশে,
উপজিল হৈমকান্তি অন্তিম দশায়।

থাক, এদের নির্ম্মল নর্ম্ম-আলাপে বাধা না দিয়ে লতাচ্ছন্নপথে বিশাখার কাছে যাই।

(প্রস্থান)

(ললিতার সহিত হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি ললিতে, আর্য্যা (১) কি ক'রচেন ?

---

(১) আর্য্যা—জটিলা।

ললিতা। সই, তোর সূর্য্যপূজার জন্যে তমালতলায় বেদী-নির্ম্মাণ ক'রচেন।

শ্রীরাধা। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া)

সখি ললিতে, এই না সেই বৃন্দাবন যা'র মাধুরীর কথা বার বার আমার কাছে বর্ণনা করিস্ ?

ললিতা। হ্যাঁলো, এই সেই কৃষ্ণের খেলা করবার কানন।

শ্রীরাধা। (উৎসুক ভাবে স্বগত)

আহা কত মধু এ দু'টি অক্ষরে !

(প্রকাশ্যে) সই ! কা'র বললি ?

ললিতা। (গূঢ় অভিপ্রায়সূচক মন্দহাস্যে)

বলচি ত লো—কৃষ্ণের।

শ্রীরাধা। (স্বগত) হায়, যা'র নামই শুধু বামাদের মনকে এমন ভাবে মুগ্ধ করে, তবে যা'র নাম সেজন কেমন !

(ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে)

চল সই, ওই নিকুঞ্জের উপর রাশি রাশি গুঞ্জাফল র'য়েছে, তুলি গে।

(যাইতে উদ্যতা)

ললিতা। (পরিহাস করিয়া)

কৌতূহল-চঞ্চলাক্ষি !

তনু তব লাবণ্যের বিলাস-আস্পদ,

সুবিরল ভুবন মাঝারে—করি মানা,

পশিও না লতিকার জালে ;

দেবতা আছয়ে সেথা নিকুঞ্জবিহারী

মঞ্জুরুচি অঞ্জন-নিকর সম ;

কান্তিপুঞ্জ-বিমণ্ডিতা নবীনা কান্তায়,
নিঃশঙ্কে সে লবে টানি এ বিপিন মাঝে।

শ্রীরাধা। (যেন একটু ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া পরিহাসছলে মৃদু হাসিতে হাসিতে) সই ললিতা, তো'কে ভাই ঠিক সে দেবতা টেনেছিল, নইলে জানলি কেমন ক'রে ?

ললিতা। (উচ্চহাস্যে) আমায় কেন সে টানতে যাবে লো, আমি ত আর তোর মতন রূপসী নই।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

শ্রীরাধা। (শুনিয়া চমকিত হইয়া স্বগত)

এ কি ! এ শব্দ কি মোহন !

(বিবশতা)

ললিতা। (দেখিয়া স্বগত) হু, এই যে, কোমলাঙ্গী হরিণীই প্রথমে জালে প'ড়ল।

শ্রীরাধা। (অনেক কষ্টে সামলাইয়া স্বগত)

হায়, যে বাঁশীর শব্দে অমৃত উদ্গীরণ ক'রচে তা'কে কি দেখতে পাবো ?

ললিতা। (নিকটে গিয়া) হাঁ রাই, আমার উপরে তোর বিশ্বাস আছে কি ?

শ্রীরাধা। একথা কেন জিজ্ঞেস ক'রচিস্ ? তুইই তা' বল না ভাই।

ললিতা। বল দেখি, প্রিয়সখি, অকারণে এমন বিবশ হ'য়ে প'ড়লি কেন ?

শ্রীরাধা। (সলজ্জে)

না জানি, কি অপরূপ ধ্বনি,

বাহিরিয়া কদম্ববিটপী হ'তে
পশিল এ শ্রুতিপুটে মম ;
হায় সখি, তা'রি তরে আজি,
লভিলাম কি এ দশা
গর্হণীয় কুল-গৃহিণীর।

ললিতা। সখি, এ ত বাঁশীর শব্দ।

শ্রীরাধা। এবা কোন্ মুরলী-নিস্বন ?—
হিম নহে, কাঁপায় যে বপু ;
শস্ত্র নহে, বিঁধে প্রাণ মন,
তাপ নাই, দগ্ধ করে তবু।

(উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন)

হ্যাঁলো আমি আর মুরলীর শব্দ জানি নে ? তবে আমায় বঞ্চনা ক'রে ফল কি ? স্পষ্টই বুঝা যাচ্চে যে কে একজন মহানাগর মোহন মন্ত্র প'ড়চে।

(চিত্রপটহস্তে বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। (শ্রীরাধার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বগত) এখন আবার একে আর এক রকম দেখচি। কানুর বংশী একে দংশন ক'রে থাকবে। যা' হো'ক জিজ্ঞেস ক'রেই দেখি না।

(নিকটে যাইয়া প্রকাশ্যে)

সখি, এ কি হেরি আজি ?—
পঙ্কজ-রুচির তোর আঁখিযুগ হ'তে
দরদর বহি অশ্রুধার
ধরণীরে করিছে পঙ্কিল,
পাণ্ডুরিমা ঘিরেছে বদনে,

দূর হ'তে বহি ঘন শ্বাস
নাচাইছে বক্ষের বসন,
বিপুল পুলক-পুঞ্জ চৌদিকে তোমার
কণ্টকিত করিছে মূরতি ;—
অনুমানি, মাধবের মধুর কাহিনী
পশিয়াছে শ্রুতিপুটে তব।

শ্রীরাধা। (যেন শুনেন নাই এরূপ ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে) ও ললিতে, আবার সেই কি এক শব্দ—ওঃ—কি তা'র বিক্রম !

ললিতা। লো কৃশাঙ্গি !
ধ্বনি এই নহে সাধারণ ;
মুরলী-বদন হ'তে নিকশিয়া এ যে
কালিন্দীর তটে তটে ছুটিয়া বেড়ায় ;
বিক্রমে সে বিহঙ্গেশ (১)-প্রায়
দলিবারে রণে, স্থৈর্য্যভুজঙ্গমগণে কুল-যুবতীর ;
নারীর চরম ব্যাধি সরম বিনাশে
সে যে হায় ধন্বন্তরি ;
অগস্ত্য (২) সে গণ্ডুষে গিলিতে
সাধ্বী-গর্ব্বভর-অম্বুরাশি ।

শ্রীরাধা। সই, আমার বুকে কি একটা গুরুতর বেদনা হ'য়েচে, যাই শুইগে।

---

(১) বিহঙ্গেশ—গরুড়।

(২) অগস্ত্যমুনি এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন।

বিশাখা। সই, তোর বেদনা জুড়াবার একটা ওষুধ আমার হাতে আছে, এই নে সেবন কর।

শ্রীরাধা। আয় সই, উঠানের কাছে কর্ণিকার গাছে ফুল ফুটেচে, তা'র ছায়ায় ব'সে দেখিগে চ।

(সকলের প্রস্থান)

(ইতি বেণুনাদবিলাস নামক প্রথম অঙ্ক)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য—পৌর্ণমাসীর কুটীর-পথ।

সময়—মধ্যাহ্নের পর।

কুটীর হইতে আসিতেছেন নান্দীমুখী।

নান্দী। দেবী পৌর্ণমাসী আমায় আদেশ ক'রেচেন যে,—'নান্দীমুখি, শুনেছি বাছা শ্রীরাধার শরীর বিষম অসুস্থ, তবে গিয়ে একবার জেনে এস, সে কেমন আছে'—তাই, মুখরার বাড়ী চ'লেছি।

(যাইতে যাইতে সম্মুখেই দেখিয়া)

এই যে এই দিকেই মুখরা কাঁদতে কাঁদতে আসচেন।

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। হায় ধিক্ ধিক্, ম'লাম আমি মন্দভাগিনী।

নান্দী। আর্য্যে, কাঁদচেন কেন?

মুখরা। (ভাল করিয়া দেখিয়া) বাছা, রাধার সন্তাপে।

নান্দী। কেন সে কি ক'রচে?

মুখরা। বাছা, সে বাতুলের মত কি সব প্রলাপ ব'কচে।

কিবা স্বপ্নে কিবা জাগরণে

দিবা রাতি গোঁঙায় গ্লানিতে,

ছল ছল দু'নয়ন জলজ উপমা;

মুখে শুনি শুধু কটু ভাষা; কহে,—

"ক্রূর অলিকুলে ম্লান

কাজ নাই মোর এই মালা,
দূরে যাও এ অঙ্গন হ'তে,
নর্ম্মভূমি নহি তব আমি কুলবালা।"—
আরও কত কিবা কব
সবা-পাশে এ হেন জল্পনা।

নান্দী। (স্বগত) এ রকম প্রলাপ কোন উপসর্গের দরুণ নয় নিশ্চয়ই, তবে ভাগ্যবলে কৃষ্ণ-বিলাসই বিক্রম প্রকাশ ক'রচে।

মুখরা। বাছা, আমি গিয়ে ভগবতীকে জানাইগে, তুমি বেতসীকুঞ্জে গিয়ে রাইকে দেখ।

২য় দৃশ্য—বেতসীকুঞ্জ

আসীনা—সখিদ্বয় কর্ত্তৃক শুশ্রূষিতা শ্রীরাধা।

শ্রীরাধা। (উদ্বেগ সহ স্বগত)

দগ্ধ হৃদয়! যা'র প্রতিচ্ছবিমাত্র দর্শন ক'রে তোর এ রকম দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'য়েচে, তা'র প্রতি আবার অনুরাগ বহন ক'রচিস্?

উভয় সখী। সখি রাধে, এই অসুখে প'ড়ে তোর বিলক্ষণ কষ্ট হ'চ্চে দেখচি; কি হ'য়েচে আমাদের বলচিস্‌নে কেন?

শ্রীরাধা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মুখ ফিরাইলেন)

বিশাখা। (সম্মুখে গিয়া)

সখি! কিবা চিন্তারাশি আজি
করিছে ছেদন অন্তরের ধৈরয তোমার?

কেন বা তিতিছে হেন অরুণ বসন
দরদর স্বেদ-অম্বু-ভরে ? চম্পকগৌরি !
কেন কম্প আসি গ্রাসিল সবলে
বপুর স্থিরতা তব ?
কহ সত্য করি, পরিজনে ভাবসংগোপন
মঙ্গল কারণ নহে।

শ্রীরাধা। (অসূয়াজনিত ক্রোধভঙ্গীতে) বিশাখা! নিষ্ঠুর ! তোর একথা জিজ্ঞেস্ ক'রতে লজ্জা হ'চ্চে না ?

বিশাখা। (সশঙ্কিতে)

কি অপরাধ ক'রেচি ভাই মনে প'ড়ছে না ত ?

শ্রীরাধা। তুই নির্দ্দয়, কেন একথা বলচিস মনে ক'রে দেখ।

বিশাখা। সই, এত ক'রে মনে ক'রচি স্মরণ ত হ'চ্ছে না।

শ্রীরাধা। উন্মত্তে, এই গহন অগ্নিকুণ্ডে তুইই-ত আমায় ফেলে দিলি।

বিশাখা। কেমন ক'রে ভাই ?

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত) ওলো ভণ্ড সরলা, ওলো সেই ছবির ভিতরকার ভুজঙ্গের সঙ্গিনি, রো'স, রো'স।

(বিবশতার সহিত)

মরকত-কান্তি-পুঞ্জের মাধুরী বিছুরি,
শিখিপিঞ্ছ ধরি, বাহিরিল পট হ'তে
যবে নব যুবা—

(এই অর্দ্ধোক্তির পর বাক্‌স্তম্ভ)

সখীদ্বয়। (পরস্পরের প্রতি ভ্রূভঙ্গের সহিত দর্শন)

শ্রীরাধা। হানিল কটাক্ষশর,
কোনও মতে জীবন ধরিনু

উন্মাদিত-মতি ; হায় হায়
এ কি বিপর্য্যয়—
শশী ভায় বহ্নি-সম, বহ্নি মম শশী !

ললিতা। ইঁ্যালা, একি স্বপ্ন-বিলাস ?

শ্রীরাধা। কেবা জানে সখি,
হেন বিলক্ষণ দশা
স্বপনের জাগরের কিবা ?
কিবা রাতি, অথবা কি দিবা,
উপজিল রসডালি ল'য়ে ?
শ্যামল চন্দ্রিকা ঝরি চৌদিকে আমার,
অন্তরের ক্ষোভরাশি কৈল সন্দীপিত ;
পরিব্যাপ্তা তাহে আমি,
না পারিনু কিছুই নির্ণিতে।

বিশাখা। (কোন অভিপ্রায়ের সহিত)
দেখ্ রাই, নিশ্চয়ই এ তোর ক্ষণিক চিত্ত-বিভ্রম।

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) অবিশ্বাসিনি ! থাম। নিজের দোষ কি ক'রে ঢাকতে যাচ্ছিস্ ?

কদম্বের তরুমূলে ছিলাম যখন,
আবার তখন, লুব্ধ সেই
সুচঞ্চল-মতি, লভিল আমায়
বিচিত্র কুঙ্কুম-চর্চ্চা বহিয়া বরাঙ্গে ;
বিলাপিনু কতনা আক্ষেপে
না-না--না বলি হায় ;
তবু মৃদু হাসি, দুর্লীল সবলে

ধরিল এ ভুজলতা মম।
তারপর সখি,—
কান্তি ধরি আধফুট নীলোৎপল সম,
করসরসিজে সদ্য
পরশিল যবে মোরে নিবিড় কৌতুকে,
অমনি তখন উপজিল ক্ষোভ রাশি ;
বহি তা'য়, এখনও না জানি
কোথা আমি, কেবা আমি
করিনু তখন কিবা !
(বিহ্বল হইয়া স্বগত) ওরে দুষ্টহৃদয় ! মর্কট !

কৃষ্ণ, বৈণবিক আর শ্যামলকিশোর—এই তিন পুরুষে রতি ক'রেও তোর লজ্জা নেই ? তবে এক্ষুণি আমি এই শরীর নষ্ট ক'রে পামর তো'কে হতাশ ক'রব।

ললিতা। হায় হায়, হতভাগা মদনের মন্ত্রী বসন্তের বিষে এ দেশ শুদ্ধ বিষময় হ'য়ে গেছে, এ স্থলে কে আশ্রয় হবে ?

শ্রীরাধা। সখি !
মলয়-অচল-সঙ্গী অনিল-নিচয়
মত্ত হো'ক বিশেষ লীলায় ;
ক্রীড়ারত পুংস্কোকিল
মৃদু হ'তে মৃদুতর তুলুক কাকলি ;
বিঁধুক আমার মন
শিলীমুখ (১) গুঞ্জন-নির্ঘোষে ;—
—মূরছিত করি মোরে,

(১) শিলীমুখ—ভ্রমর।

তা'রা হো'ক পরম সহায়
ঘুচাতে আমার ব্যথা।

সখিদ্বয়। (অশ্রুলোচনে) সই, কেন ভাই ঘোর চিন্তায় আকুল হচ্চিস্, আমাদের মনে হয় যে, তোর হৃদয় যা'কে চায় সে খুব দুর্লভ নয়।

শ্রীরাধা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)

সখি, বড়ই দুঃসাধ্য এই
রাধিকার হৃদয়-বেদনা ;
চিকিৎসাও তা'র
অপবাদে (১) লভিবে বিরাম।

—তাই বলচি, এই বেলা যদি একটা শক্ত লতাপাশ পাই, তবে তোদের স্নেহের ঋণ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করি।

সখিদ্বয়। (দুঃখের সহিত) বলিস্‌নে ভাই বলিস্‌নে ; এমন দারুণ কথা ব'লে, সই, আমাদিগে কি মেরে ফেলতে চাস ? এই দেখ্‌না, ঠিক ব'লচি তোর মনের সাধ মিটলো ব'লে।

শ্রীরাধা। সখি, তোদের এই মড়া রাধার হৃদয় কতখানি দুষ্ট তা' জানিস্‌নে, তাই এরকম ব'লচিস্।

সখিদ্বয়। সবই ত ব'লেচিস্ প্রিয়সখি !

শ্রীরাধা। না, না, বড়ই লজ্জার কথা, তাই ব'লতে পারি নি।

সখিদ্বয়। জানি সই, তোর নিজের চেয়েও তুই আমাদিগে অনেক বেশী স্নেহ করিস ; তবে আমাদের কাছে ব'লতে লজ্জার অনুরোধ কেন ? লজ্জা ত বাইরের জিনিষ।

---

(১) অপবাদ—চিকিৎসকের নিন্দা।

শ্রীরাধা। কি কহিব সখি, কেবা একজন,
ধরে নাম 'কৃষ্ণ' দু' আঁখর—
হায়, শুনামাত্রে লুপ্ত হ'ল মতি ;
আন কেবা ফুকারিল বাঁশী,—
উপজিল আসি
বারবার নিবিড় উন্মাদ ;
তারপর চিত্রপটে দরশ অবধি,
স্নিগ্ধঘনদ্যুতি এ মূরতি
চিত্তপটে লগ্ন হ'ল মোর ;
হায় ধিক্ আমি,
করিলাম রতি এ পুরুষ-ত্রয়ে,
এর চেয়ে মৃত্যু মম শ্রেয়ঃ।

সখিদ্বয়। (সহর্ষে) সখি, তোদের মতন গোকুলসুন্দরীদের গোকুলেন্দ্র-নন্দনকে ছেড়ে কি আর কারও উপর অনুরাগ হওয়া সম্ভব ? বলি শোন—একমাত্র কৃষ্ণই সেই মহানাগর।

শ্রীরাধা। (উচ্ছ্বাসের সহিত স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। এইবার তোমার জীবলোকে নিবাসলালসা জন্মাচ্চে।

সখিদ্বয়। সুতনু ! শুনলো বচন—
ধিক্ সে চম্পক,—
সৌরভ-তরঙ্গ তার দিগন্ত-প্রসার,
তবু ধরে বিফল জনম ; যাহে
অঙ্কে তা'র মধুনিসূদন (১),
মনসাধে লুটি মধু মাতে না বিভ্রম-মদে।

(১) মধুনিসূদন—এক অর্থে ভ্রমর, অন্য অর্থে কৃষ্ণ।

রাধে, চম্পকের প্রায়
তুমি যেন হ'য়ো না বিফলতনু।

(নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দী। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্বগত) এই যে রাই সুমুখে র'য়েচে। (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) রাই! প্রিয়সখি! জয় হো'ক্।

শ্রীরাধা। (ভাব গোপনপূর্ব্বক) সখি, তোমার কুশল ত?

নান্দী। তুমি ভাল থাকলেই—(শ্রীরাধার প্রতি চাহিয়া স্বগত) না দেখেই প্রথমে আমি এর মনোভাব বুঝেচি, তবু একবার জিজ্ঞেস করি।

(প্রকাশ্যে)　　মুগ্ধে! এতাবধি চিত্ত তব
নাহি জানে বৈদগ্ধি-গরিমা কিবা;
বালিকা-বয়স হেন দেহ হ'তে তব
লয়নি বিরাম;
তথাপি লো প্রকাশিছ
কিবা এক অন্তরের ক্ষোভ;
—সখি, জানিলাম—
বৃন্দাবন-মদনের এ হেন বিক্রম।

ললিতা। বৃথা সন্দেহ ক'রচ কেন ভাই? শীতল দক্ষিণ বাতাস দিচ্চে ব'লে রাই এর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে, তা' দেখেও মিথ্যে দোষ দিচ্চ কেন? সে নিন্দা যে সহ্য হয় না।

নান্দী। (স্মিত হাস্যে)

বামা তুমি, নাহি জান
দাক্ষিণ্য কাহারে বলে;
তাই বলি, ডারিও না ও কলঙ্ক
দক্ষিণ অনিলে। এতই কি

পরিচয়-বিহীনা আমরা
রোমাঞ্চের সাথে ?—কম্প যার হয় সহচর ;
বঞ্চিও না মোরে ;
এ যে সেই চঞ্চল বিলাস,
নয়নের প্রান্ত হ'তে
চক্রবর্ত্তী নাগররাজের—
সে বিলাস,
সম্ভ্রম-সম্ভার-ভরে কোটি মন্মথের,
সবিক্রমে ভ্রমিতেছে স্বভ্রুবা-অন্তরে।

সত্যি ক'রে বল, কবেই বা এর সেই গোকুলানন্দের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল !

বিশাখা। (কানে কানে বলিলেন) ব্যাপার এই।

নান্দী। বালা তুমি বান্ধব-বল্লভা,
কতটুকু বিচলিতা কৌমার হইতে !
লালিতা স্বজন-স্নেহে, থাক গেহে
ডালি সম স্বামী-সোহাগের ;
কিন্তু, কেমন মোহন সে !
ধরি কাম গোপরামা-পরে
তোমারেও করিল পাগল
এতখানি অন্তরে অন্তরে !

তবে যাই ভগবতীকে শীঘ্রি নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

শ্রীরাধা। (মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে)
তাইত, কল্যাণী সে ধর্ম্মশৈলী,

তাই, সেবে তায় কুলবতীগণে ;
আমিও কুলের বধূ, হায়,
কেমনে সহসা লঙ্ঘিব তাহারে
ঔদ্ধত্যের উদ্দাম উল্লাসে ?

(অর্দ্ধোক্তির পর পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত)

—কিন্তু হায় পাসরি কেমনে
নিপুণ এ জনে—নিরমাণে নয়নভঙ্গীতে
কত শত কলা ?—নাগর শেখর সে যে,
নাগরীবৃন্দের এই আভীর নগরে !

(পৌর্ণমাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নান্দীমুখী ও মুখরার প্রবেশ)

পৌর্ণ। মুখরে, তুমি কি মনে ক'রেছ শ্রীরাধার এই পীড়া দুঃসাধ্য নয় ?

মুখরা। শুন ভগবতি ! নাহি জানি
এ কেমন ব্যাধি ! হেরিতে
শিখির পাখা আঁখির সম্মুখে,
অমনি কম্পিত হয় থরথরথরি ;
বারেক পেখিলে গুঞ্জা, ফুকারি ফুকারি,
ধরিতে না পারে নেত্রবারি ;
নাহি জানি এবা কোন্ অভিনব গ্রহ,
বালিকার চিত্তভূমে পশিল নিশ্চয়—
চমকিত করি অহরহ
অদভূত নটন-লীলায় !

পৌর্ণ। (স্বগত) এ সেই মুকুন্দের নব অনুরাগরাশিরই কোন এক চণ্ডিমা।

(প্রকাশ্যে) মুখরে, ঠিক জানতে পেরেছ—এখানে ত দৈত্যবংশধর কংস প্রভৃতিরা রাধাকে খুঁজে বেড়াচ্চে, তাই কোন অঙ্গনাগ্রহের এই বালাতে আবেশ হ'য়েচে।

মুখরা। এর প্রতীকার কি ভগবতি ?

পৌর্ণ। শুধু দানবারির দৃষ্টিপাত।

মুখরা। ভগবতি, কুটিলা জটিলা ত একথা মানবে না।

পৌর্ণ। মুখরে, তুমি গিয়ে আমার এই কথাটি ঠিক জটিলাকে বল যে,—"জটিলা, ভয় নেই, আমি আত্মবিদ্যাবলেই কৃষ্ণের মিলন ঘটাব।"

মুখরা। (নমস্কার করিয়া প্রস্থান)

পৌর্ণ। (শ্রীরাধার নিকট অগ্রসর হইয়া) বৎসে, নিজের অভীষ্ট-লাভ ক'রে কৃতার্থ হও।

শ্রীরাধা (ভাব গোপন করিয়া প্রণাম করিলেন)

পৌর্ণ। (স্বগত)

আহা, কত যত্ন সরমের বেড়া
লুকাতে সে আড়ম্বর-ঘটা
সরসিজ-নয়নার সুতনু-মাঝারে !
তবু অধীরা এ তনুবনী (১)—
আমোদ-মধুরা কিবা অভিনব মদে (২)—

---

(১) তনুবনী—শ্রীরাধার দেহরূপ বন।

(২) মদে—হস্তীর গণ্ড স্রাবিত মদ অতি সুগন্ধ বস্তু। শ্রীরাধাপক্ষে মত্ততা।

কহিছে ফুকারি হায় হৃদিকুঞ্জে বিজয়-বারতা
কালিন্দী-পুলিনচারী কলভ (১)-ইন্দ্রের।

(পুনরায় দেখিয়া ভাব নিরূপণপূর্ব্বক জনান্তিকে)

হায়, নান্দীমুখি! শ্রীরাধা অতিশয় গভীর প্রেমোর্ম্মির দ্বারা মনঃক্ষুব্ধ হ'য়ে কি যেন কি ক'রচে। ঠিক জেনো, এ সেই অনুরাগ-বীরেরই কোন এক বিক্রম-বৈচিত্র্য। তার বিক্রম গভীর ও দুর্ব্বোধ্য।

তাই কহি,—

বিষয় হইতে টানি চঞ্চল মানসে
নিয়োজয় যেথা মুনি ক্ষণিকের তরে,
সেথা হ'তে কাড়িয়া মানস বালা
দিতে চায় বিষয়ের কূলে।
লভিতে স্ফুরণ যা'র হিয়ার মাঝারে
যোগীগণ সদা উৎকণ্ঠিত,
আকাঙ্ক্ষিত-চিতে মোহমুগ্ধা হের
তাহারি নিষ্ক্রান্তি চায় হৃদয় হইতে।

নান্দী। ভগবতি! এরকম ভাব বুঝবার শক্তি আমার নেই।

পৌর্ণ। বৎসে, সত্য ব'লেচ, এ অনুরাগ-বিকার বুদ্ধির দুর্গম।

শুন,—

পীড়া যা'র করে নির্ব্বাসিত
অভিনব কালকূটের কটুতা-গরব,
হর্ষের নিঃস্যন্দ যার করে সঙ্কোচন
মধুরিমা-অহঙ্কার সুধার মানসে,

---

(১) কলভেন্দ্র—হস্তিশাবকশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে কালিন্দীপুলিনচারী কলভেন্দ্র বলা হইয়াছে।

হেন প্রেম বিষামৃতের অপূর্ব্ব মিশ্রণ !
লো সুন্দরি, নন্দের নন্দনে প্রেম
জাগি রহে যাহার হিয়ায়,
সেই শুধু জানে স্ফুট,
আঁকি বাঁকি সুমধুর কোথা চলি যায় ?
যায় বা কেমনে প্রেম,
বিক্রম বা তাহার কেমন !

এস তবে রাধার ভাব পরীক্ষা করি।

(শ্রীরাধার নিকট অগ্রসর হইয়া)

বৎসে, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞেস ক'রব—
পতি তব অতি প্রেমবান্;
জন্ম তব নিষ্কলঙ্ক লক্ষ্মীবান্ কুলে;
এ গোকুলপুরে, কেবা আছে অবিদিত
সুচরিত-কাহিনী তোমার ?
সাহসিনি ! হেন মতি
কেবা কবে ক'রেছে হেথায় ?
রাধে ! লাজ কিবা নাহি বাধে
বান্ধব-সমাজে ?

শ্রীরাধা। (কাতরতা প্রকাশ করিয়া ললিতার কর্ণমূলে কি বলিলেন)

ললিতা। আর্য্যে, রাই আপনাকে জানাতে ব'লছে যে,—
'হায়, তুমি ও উগারি দোষ
দিতেছ ডারিয়া ব্যাকুলা আমার 'পরে !
ভগবতি ! পায়ে ধরি করিগো শপথ
সাধ্বী আমি নিরপরাধিনী ;

কিশলয়—কর্ণোৎপল—বলয়—নিকরে
যত আমি করিগো তাড়ন,
ধূর্ত্ত সেই শ্যামতনু
তত রঙ্গে মম আলিঙ্গন ছাড়েনা কখন।

পৌর্ণ। (ঈর্ষ্যান্বিতের ন্যায় দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক)

মুগ্ধে, কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধা হও কেন? প্রৌঢ়া রমণীর মত কোন তীব্র ব্যবহারের দ্বারা তা'কে দণ্ডিত ক'রতে পারো না কি?

শ্রীরাধা। (সরোষে)

মোর 'পরে যাহে রুষ অবিচারে মাতঃ,
চণ্ডী তুমি তাই। কি আর কহিব তোমা—
ফুকারিতে হইলে উদ্যতা,
বলাৎকারে অমনি ত্বরিতে
চাপি ধরে মুখ মম সে কর-পল্লবে;
ছুটি যেতে ভয়ে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে
করে পথরোধ পসারি দ্বিভুজ তা'র;
রোষভরে দংশিলে অধর মুহু,
বিলুণ্ঠিত হয় পদে
অব্জপদে দ্বিরেফ যেমতি।
কহ মাতঃ! অসহায়া আমি
আত্মরক্ষা করিগো কেমনে
শিখণ্ডমৌলি (১) * হ'তে?

পৌর্ণ। (স্বগত) এই প্রেমবৃক্ষটি নিষ্কম্পভাবে বদ্ধমূল হ'য়েচে।

(১) শিখণ্ডমৌলি—কৃষ্ণ।

(প্রকাশ্যে)

বাম (১) সে ত মধুরিপু
লগ্নবপু চিত্রের ফলকে ;
ক্রীড়াকুতুকিনি !
সুখের আশায় তা'য়
কেন তবে এনেছিলে নয়নের পথে ?
সেই হ'তে কটূকেলি তা'র,
তৃষানল-জ্বলিত-জ্বলনে
দহিছে তোমারে হায়, নলিনীরে হিমানী যেমতি।

শ্রীরাধা। (স্বগত শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার ছলে)

বিশ্বাসিয়া সখীর বচনে
চিত্রের ফলকে আঁকা ওরূপ-বিলাস
হেরিনু যখন—
শিশির নয়নে চাহিলে তখন তুমি ;
ভাবিলাম—হেরিলাম বুঝি
কোথাকার দিব্য এ কিশোর !
শিব শিব ! কেমনে জানিব তুমি
উগার দহন-মালা উগ্র বাড়বের ?
বাঁকা নাহি মোরা ত বঙ্কিম !

পৌর্ণ। (সস্নেহ অবলোকনে)

বৎসে, ক্ষণিক একান্তে ব'সে পুষ্পদলে একখানি পত্র লেখ, তোমার সখী দুজন গিয়ে কৃষ্ণকে সেখানি সমর্পণ করুক।

(শ্রীরাধা ও সখীদ্বয়ের প্রস্থান)

(১) বাম—প্রতিকূল অথবা মনোহর।

পৌর্ণ। নান্দীমুখি, কৃষ্ণ ত বেশী দূরে নেই। কেন না এই যে দক্ষিণে গরুদের হাম্বারবের ঘটা আকাশ ছেয়ে ফেলছে। তবে আমি স্নান ক'রতে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—বেতসীকুঞ্জের দক্ষিণভাগ।

আসীন—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ।　(উৎকণ্ঠিত ভাবে)

যে অবধি অকস্মাৎ হইল সাক্ষাৎ
নেত্র-বিমোহন নব বিজলীর ধাম—
কিয়ে অভিরাম,—
সেই হ'তে চিরতরে
মতি মম চিন্তাচক্রে ভ্রমে ;
যোগিনীর প্রায়, উপভোগ পরিহরি
ধায় শুধু বৈরাগ্যের পানে।

(অগ্রসর হইয়া)

হায়, বয়স্যকে রঙ্গণমালা আনতে পাঠালাম, কেন বিলম্ব ক'রছে ?

(মালা হস্তে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধু। (স্বগত) আজকে কেন প্রিয়বয়স্যকে এমন দুর্ম্মনা দেখ্‌ছি ? আচ্ছা, কথা পেড়ে একবার জানতে হ'চ্ছে।

(আসিতে আসিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া)

(স্বগত)

ওকি ! কম্পিত বয়স্য কেন
চম্পকলতায় চাহি ?—ফুটিয়াছে
পুষ্পরাশি যেথা বিকাশিয়া হিরণ বরণ ;
মনে হয়—সদ্য সুবিমল
কুঙ্কুমপঙ্কের প্রায় গৌরী সে রাধিকা
চিত্তের ফলকে এর হ'য়েছে তিলক।

(সরিয়া নিকটে গিয়া)

ওহে, এই নাও।

(মাল্য নিবেদন)

শ্রীকৃষ্ণ। (না শুনার মত)

কনকঅদ্রিতে জাতা কেতকীকলিকা সম
কলেবর-কিরণ (১) তাহার,
মিলি সে চপলা,
মেঘমালা-স্নিগ্ধবুকে হেন
করিবে কি ভূষিত আমায় ?

মধু। (স্বগত) যা' ভেবেছি ঠিক তাই ফ'লেচে।

(প্রকাশ্যে) বয়স্য হে, বলি তোমার সুমুখে আমি চেঁচিয়ে সারা হ'চ্চি, আমার দিকে চোখও ফেরাচ্চ না—এ আবার কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। (ভাব গোপন করিয়া) সখে, চম্পকলতার লাবণ্যে আকৃষ্ট হ'য়ে তোমায় দেখতে পাই নি।

মধু। সত্যই ব'লচ। কিন্তু সে চম্পকলতা চ'লে বেড়ায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, চম্পকলতার পক্ষে ত চ'লে বেড়ান অসম্ভব।

---

(১) কিরণ—দ্যুতি

মধু। দেখ বয়স্য, বেঁকে থাকাটা খানিক ক্ষণের জন্যে থামিয়ে রেখে একবার সোজাসুজিভাবে কথাটার উত্তর দাও দেখি; বলি, তুমি শূন্যহৃদয় হ'য়েচ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদু হাসিয়া)

সখে, মালা বিনা।

মধু। আরে "বালা" বল?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার আশঙ্কা বৃথা।

মধু। বৃথা বা কেমনে কহি?
শির হ'তে শিখিপুচ্ছ যত
সকলি পতিত, জাননা তা' সখে?
তোমারি সম্মুখে
কণ্ঠে তব নিবেদিনু মালা,
তা' ও জ্ঞানহারা?
করিনু নির্ণয়, সুনিশ্চয়
বৃন্দাবন-গুহাচারি হে লীলাকলভ,
ইহা কোন বিক্রমবিকাশ
রাধানেত্র-ভ্রমরবরের—
* দানগন্ধ-লুব্ধ যে ভ্রমর
গণ্ডে বসি করীন্দ্রেরে করে উত্তেজিত।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) ধূর্ত্ত কি ক'রে সমস্তই জানতে পারলে! তবে আর একে বঞ্চনা ক'রে কাজ নেই।

(প্রকাশ্যে) সখে যা' বলেচ তা' সত্য।

* দান—অর্থে মদস্রাব।

রাধা মম ফিরাইল (১) মন
নিসর্গ (২)-নিলয় হ'তে ;
জ্যৈষ্ঠ-পৌর্ণমাসী (৩) যথা
সহসা বহায়, প্রতিকূলে ভাগীরথীধারা।

মধু। তবে সে চোখে প'ড়েচে নিশ্চয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। প'ড়েছে বৈকি। সুবলের কাছ থেকে তা'র পরিচয় পেয়েছি।

(ঔৎসুক্যের সহিত)

ভ্রূলতা-বিভ্রম-সনে
দিশি দিশি অপাঙ্গবলনে (৪)
শিখাইতে দিঠি-ভঙ্গীকলা কুরঙ্গী-নিকরে,—
ওষ্ঠপুটে পক্ব-বিম্ব-আভা,
যবে তা'য় পেখিতে লাগিনু,
মনোভব (৫) দুর্বিজয় ক্রোধে
সাজাইল পুষ্পময় ধনু মম প্রতি।

মধু। দুজনে চোখচোখি হ'য়ে গেছে বোধ হয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। না—না সখে ;
দূর হ'তে মম আঁখি-পথে

(১) আমার মন যাহা প্রকৃতিস্থ ছিল তাহা অসুস্থ করিল।

(২) নিসর্গ-নিলয়—স্বাভাবিক অবস্থা।

(৩) অন্য পূর্ণিমা অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার সমুদ্র অত্যন্ত স্ফীত হওয়ায় প্রবল জোয়ার হইয়া গঙ্গার স্রোতকে বিপরীতগামী করে।

(৪) অপাঙ্গবলন অর্থে অপাঙ্গ-ঘূর্ণন।

(৫) মনোভব—কন্দর্প।

অধিরূঢ় হ'তে নাহি হ'তে
তুষার-ময়ুখ (১) সম মুখবিম্ব তা'র,
বার বার স্নেহের শপথে
ল'য়ে গেল জননী আমায় হায়রে ভবনে,
তখনি ভোজন লাগি।

মধু। বয়স্য, অনেক গোপী সুন্দরী আছে, তবুও তুমি কেন একা রাধার উপর এত বেশী অনুরক্ত হ'য়েছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, রাধাতে কি এক অসাধারণ মাধুরী আছে।

যে অবধি পশিল এ দিঠি মম
কমনীয়-মুখকান্তি-পরে,
আর সেই মনোহর নয়ন-যুগলে,
সত্য সত্য সে অবধি, স্মরি স্মরি ইন্দু ইন্দীবরে (২)
ঘৃণা আসি উপজয় কুটিলিয়া (৩) বদন আমার।

মধু। প্রথম দেখে অবধিই ত তোমার তা'র উপর অনুরাগ হ'য়েছে, সে আমি বুঝতে পেরেছি, তবে তা'র লাবণ্য যে খুব বেশী একথা ব'লে আর কি হবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, সত্যই ব'লেছ। তা'র প্রতি আমার চিত্তের অভিনিবেশ হ'তেই বিশ্বাস হ'চ্ছে যে তা'তে কোন মহিমার বিশেষত্ব আছে।

উত্তমের রতি যেথা আপনা হইতে,
সহজেই অনুমানি সেথা

(১) তুষার-ময়ুখ—চন্দ্র।

(২) ইন্দীবর—নীলপদ্ম। (৩) কুটিলিয়া—কুটিল করিয়া। চন্দ্র এবং পদ্মের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইয়া আমার মুখকে কুটিল করিয়া দিল।

আছে কোন পরম সামগ্রী ;
কৃষ্ণসার আপন ইচ্ছায়
ধায় কভু অনুদার দেশে ?

নেপথ্যে। সখি শারি, তুই কি নন্দ-নন্দনকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছিস্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, নিকটেই এই যে সুকুমারীর কণ্ঠধ্বনি পাওয়া যা'চ্ছে, তবে আমরা চুপ ক'রে থাকি।

(ললিতা ও বিশাখার প্রবেশ)

ললিতা। বিশাখা, আমাদের ভাগ্যি ভাল লো ; ওই ভ্যাখ, কানু সামনেই র'য়েছে ; চল ওর কাছে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণের নিকট উভয়ে অগ্রসর হইয়া)

উভয়ে। গোকুলানন্দের জয় হো'ক, জয় হো'ক।

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে ললিতা! মনোহর কুসুমপত্র (১) আদান ক'রতে বৃন্দাবনের ভিতর এসেছ নাকি ?

ললিতা। জেনেও তুমি একটা আকার দিয়ে ঠিক কথাটি গোপন ক'রছ—"দান করতে" না ব'লে "আদান ক'রতে" ব'লছ। তা' নাও, এই কর্ণিকারের কোরকপত্র (২) নাও।

(কৃষ্ণহস্তে অনঙ্গলেখা অর্পণ করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। এই পত্রখানি বোধ হয় তোমার অভীষ্ট বীজের অঙ্কুর।

---

(১) কুসুমপত্র—পুষ্প ও পত্রাদি।
(২) কোরক-পত্র—কুঁড়ির পাপ্‌ড়ি।

মধু। ললিতে, কতকগুলা আঁখর-ভরা এই পত্রে কি হবে, শর্করা-পত্র (১) দাও দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, পত্রখানা পাঠ কর ত। কদাচিৎ যদি এ আমাদের কর্ণরসায়নের পাত্র হয়।

মধু। বয়স্য, এই ত দেখা গেল তোমাদের গয়লা জাতের বদান্যতা। আমাদের এই বামুন জাতটাকেই বরং গর্ব্ব ক'রে প্রণাম ক'রছি। কেননা, সেই যজ্ঞপত্নীরা, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ খাবার এনে কেমন সেদিন আমাদের খাওয়ালে বলত।

(পত্র পাঠ করিলেন)

'পটের ছাঁদে লুকিয়ে গা,
মন্দিরে মোর নিত্যি থা,
চকিত চেয়ে পালাই যেথা,
জোর ক'রে কেন দাঁড়াও সেথা ?'

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, এ ছড়া বুঝা কঠিন ; আর একবার পড় ত।

মধু। (পুনঃ পত্রপাঠ)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দে স্বগত) কুলস্ত্রীরা ধর্ম্মভীরু। তবে উপেক্ষা দেখিয়ে এদের ভাবের নিষ্ঠা পরীক্ষা করি।

(প্রকাশ্যে রাগান্বিতের ন্যায়) দেখ দেখি, একি !

এহেন স্নিগধ সখা সবাকার সাথে,
ধবলী আবলী পাছে বৃন্দাবন-পথে,
একান্তে কানন-প্রান্তে বিচরি কোথায়,
এড়িতে বারতা নারীর, বিমুখ হিয়ায়,

(১) শর্করাপত্র—চিনির পাত

তথাপি স্বৈরিণী যদি ইচ্ছামত দূষে,
এখনি জানাব গিয়া বৃদ্ধগোপ-পাশে।
(কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া দ্রুত যাইতে উদ্যত)।

মধু। (হাস্য সম্বরণ করিয়া)

ফির ফিরহে, ব্রহ্মচারীর শিরোমণি, একবারটি এস। এসে এই দুর্ম্মুখী গোপিকাদিগে মুখের মত উত্তরে হারিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দাও দেখি। আমিও এই ধৃষ্টাদের কথা গোকুলেশ্বরীকে জানাব। এস ফিরে এস।

(হাত ধরিয়া ফিরাইলেন)

(ললিতা ও বিশাখা পরস্পরের দিকে বিস্মিতের মত চাহিতে লাগিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। সখি বিশাখা, চার চোখে দেখাও ত কখনও হয় নি, তবে কেমন ক'রে পথরোধ করা হ'ল? তাই মনে হয় আর কোন নাগর তাঁর হৃদয়কে চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

বিশাখা। কেবা সেই বলীয়ান্ আছে এই বরজ-মণ্ডলে,
পারে বলে বিচলিতে কুলবতী-চিত্ত-গিরিরাজে?
স্বাভাবিক পরাক্রমে তুমি
গোবর্দ্ধনে করিলে উৎক্ষেপ,
তাই ওহে পঙ্কজ-নয়ন,
পটু মোরা করি নিরূপণ,
তোমারি করম ইহা।

মধু। থাম গো, বাচাল মেয়ে, থাম। আমি আর দেখিনি, যে লাঠি গুলা তুলে ধ'রে গয়লারা সব গোবর্দ্ধন তুলে ধ'রে রেখেছিল? কেন তবে একা বয়স্যেরই প্রশংসা ক'রচ?

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতা, একথা বেশী বাড়িয়ে কাজ নেই, নিবৃত্ত হও।

ললিতা। সুন্দর! তুমি গোকুলের সবাকারই উপকার কর, তবে তোমার কাছ থেকে বরীয়সী রাই একা কেন কষ্ট পাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। মুগ্ধে! সখা মম এ মধুমঙ্গল
সহিবে না বিচ্যুতি আমার ধর্ম্মপথ হ'তে;
জাগরুক শ্রীদাম সতত মম ছিদ্ররাশি-অন্বেষণে;
কংস খল শাসিছে ধরণী; কহ ধনি,
কেমনে বা আমি, নিঃশঙ্ক-মানসে
করিব সে মহান্ সাহস
জ্বালিবারে কুলনারী-ধর্ষণ (১)-অনলে?

ললিতা। (সক্রোধে)
ওঃ! অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিতা মোরা
চলিয়াছি যমপুরে আজি;—
মুছিবে না হেন ক্লেশ মরণ-অন্তরে;—
তবু এ যে না পাসরে হাসি
বঞ্চনার রাশি সনে মিশা!
গভীর কপটভরা
আভীরের হেন পল্লীবিটে (২)
হায়লো রাধিকে, মেধাবিনী তোর
কেন এত হইল পিরীতি?

(রোদন)

মধু। ললিতা, তোমার বুদ্ধিনাশ হ'য়েচে। আমাদের মতন সর্ব্ব

(১) ধর্ষণ—পরিভব। (২) বিট্—লম্পট।

শাস্ত্রে বিশারদ যার মন্ত্রী, সেও কি কখনও এই ধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রতে পারে ? শুধু শুধু এমন বনে-কাঁদুনি কেঁদোনা।

বিশাখা। (স্বগত) রাইএর গুঞ্জাহার কৃষ্ণকে দিয়ে দেখি কি করে।

(প্রকাশ্যে)

মঞ্জুতরা সারাধিকা এই গুঞ্জাবলী,
কণ্ঠসঙ্গ লভুক তোমার ;
রাগময় অন্তর ইহার ,
কৃষ্ণমুখী এ যে গুণাঙ্কিতা।—
পর গুঞ্জামালা, দরশনে কিবা মনোহর !
সারভাগই অধিক ইহার,
উগারয় রক্তরাগ কিবা !
কৃষ্ণবর্ণ বদনে উজ্জ্বল !
(১) গুণডোরে কেমন গ্রথিত !

(শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য-অর্পণ)

(স্বগত)

এ বিদগ্ধ শিরোমণি, থির মানি,
পশিবে প্রকৃত মর্ম্মে বাণীর আমার।
বুঝিবে নিশ্চয়, যশস্বিনী সেই রাধিকায়
সারাধিকা কহিয়াছি আমি ;
অনুরাগে রাগ বলি ক'রেছি বাখান ;
মুখে তা'র সদা কৃষ্ণনাম

(১) গুণ—সূত্র।

কৃষ্ণমুখী কহিনু তাহাই,
আর গুণান্বিতা, নানাগুণ বিভূষিতা বলি ;—
শোভুক সে প্রিয়হৃদে গুঞ্জমালা সম।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে কপট ঈর্ষার সহিত)
গুঞ্জাহার ? চাহিনা চাহিনা ;
গুঞ্জা সে ত নহে—যুবতীর ভাব ;
রাগের বরণ ধরে—তবু সুকঠোর
যুবতীর ভাব যথা দুর্ব্বোধ্য পরম ;
বৃত্ত সুগঠন বটে,
কিন্তু ফুটে নিত্য মলিনতা—
বক্রিমা-মালিন্য যথা যুবতী-অন্তরে।
ফিরে লও গুঞ্জামালা তব।

(যেন জানিতে না পারিয়াই গুঞ্জাহারের পরিবর্ত্তে রঙ্গণমালাটি গলা হইতে খুলিয়া দিলেন)

বিশাখা। (স্বগত)
বেশ হ'ল কানুর ভুলেও দেখছি আমাদের মঙ্গল।
(বস্ত্রের মধ্যে রঙ্গণমালাটি লুকাইলেন)

ললিতা। ওলো, আমাদের ভাগ্যি ভাল ; তাই আজ এই কোটি-গোপী-লম্পটের আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য দেখনু ! সে অস্খলন ব্রহ্মচর্য্য ! আমরাও তবে গিয়ে রাইকে বলিগে চল্ যেন এই অপাত্রে প্রেম না করে।

বিশাখা। ঠিক ব'লেচিস্ সই। (উভয়ে গমন করিতে করিতে)

ললিতা। বিশাখা, তুই গিয়ে এই রঙ্গণমালা দিয়ে রাইকে আশ্বাস দে, আর আমি এই সব কথা ভগবতীর কাছে ব'লে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

মধু। আচ্ছা বয়স্য, এরা তোমাকে আদর ক'রচে ব'লে বুঝি গুমর বাড়াচ্চ? এ কিন্তু অনুতাপ-পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি নির্ম্মাণ হ'চ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে সত্য, হাসতে হাসতে বড় সাহসের কাজ ক'রে ফেললাম।

মধু। ওই যা, গোপী দু'জন চোখের আড়াল হ'য়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। (অনুতাপ সহ)

ধিক্ ধিক্ করিলাম কিবা?
শুনি নিষ্ঠুরতা মম সে ইন্দু-বদনা
পীরিতি-অঙ্কুর বুঝি ফেলিবে টুটিয়া;
বুঝিবা বিধুরা, বহিয়া ধৈর্য্যের ভার
আপনার অধীর অন্তরে, হবে ক্ষীণা জরজর তনু;
অথবা কি ছাড়িবে পরাণ
পরিত্রস্তা সে পামর কামের কার্ম্মুকে?
হায় মূঢ় আমি, ফেলিনু উপাড়ি
মনোরথ-মৃদুলতা ফল-প্রসবিনী!

মধু। এখন উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রত্যুত্তরে অনঙ্গলেখা ব্যতীত উপায় দেখচি নে।

মধু। কি দিয়ে পত্র লেখা হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। রক্তরাগ জবার নির্য্যাস বশীকরণে প্রশস্ত।

মধু। এস তবে কাছেই প্রস্কন্দন-তীর্থ র'য়েচে। সেখানে জবা ফুলের প্রকাণ্ড বন, চল সেইখানেই যাওয়া যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—বেতসীকুঞ্জ।

আসীনা—শ্রীরাধা, বিশাখা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন।

শ্রীরাধা। (খেদ করিতেছেন)

যা'র অঙ্কে সুখের আশায়
খসিয়াছে গুরু লাজ গুরুজন হ'তে,
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম সখি তো সবারে
দিয়েছি গো কতেক যন্ত্রণা,
ধর্ম্ম সে মহান্, সাধ্বিজন-সুপালিত—
তাহারেও না গণিনু হায়,
ধিক্ মম ধীরতায়, উপেক্ষায়ও তা'র
ধরিয়াছি এ জীবন আমি পাপীয়সী!

(মূর্চ্ছিতা)

বিশাখা। (সসব্যস্তে) থিরহ সই থির হ।

(নাসিকায় রঙ্গণমালা ধারণ)

শ্রীরাধা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) সই, এটি কি? আশ্চর্য্য বস্তু ভাই, এ যে অচেতনকেও সচেতন করে!

বিশাখা। (মালা নিবেদন করিয়া)

বংশীপতি-অঙ্গ হ'তে উঠে যেই বিলেপন সখি,
সে যে হয় মণি সম সম্যক্ আকর্ষণে;
নাম তার মহামন্ত্র বশীকর্ম্ম-বিধি-অনুষ্ঠানে,
আর—নির্ম্মাল্য-মালিকা এই
মহৌষধি চিত্ত-সম্মোহনে;

কেবা আছে না করে বাখান
এ তিনের অচিন্ত্য প্রভাব ?

শ্রীরাধা। (স্বগত) আমি কি নির্লজ্জ! এমন যা'র গুণ তা'র কাছে আমি উপেক্ষিতা। তবুও এই হতশরীরকে আজও কেন আমি ধ'রে আছি? তা' হ'লে কালিয়হ্রদে প্রবেশের উপায় করি। (প্রকাশ্যে) বিশাখা, গুরুজনকে জানা গে যে আমি দ্বাদশাদিত্য-তীর্থে গিয়ে সূর্য্যপূজা ক'রতে ইচ্ছে ক'রচি।

বিশাখা। ভাল স্মরণ করিয়ে দিয়েচিস্ সই। আর্য্যা জটিলাও এ কথা তো'কে বলবার জন্যে আমাকে ব'লে দিয়েচেন। তবে আয়।

(উভয়ে প্রস্থান করিতে করিতে)

শ্রীরাধা। (মোহের সহিত)

মুকুন্দ সে ত্যজিয়াছে মোরে ;
তথাপি দুরাশা দহে প্রাণ-বিরোধিনী।
সখি, আর নয়,
কৃতান্ত-ভগিনী (১) এবে শরণ আমার ;
পশি তা'র গভীর সলিলে।

বিশাখা। ওলো ভ্যাখ্, যাবার বেলা কেমন সব শুভলক্ষণ র'য়েছে ভ্যাখ্। তবে আর অমন কথা বলিস্ কেন ?

শ্রীরাধা। (সম্মুখে দেখিয়া) সই, পূবদিকে অসময়ে কেন সন্ধ্যার অরুণ ঘটা দেখচি ?

বিশাখা। ও সন্ধ্যে নয়, ভ্যাখ না, প্রস্কন্দন ঘাটে কেমন ফুটন্ত জবা

---

(১) কৃতান্ত-ভগিনী—যমের ভগ্নী যমুনা।

ফুলের শোভা! ওরা সূর্য্যের প্রিয়। তবে তাঁরই পূজার জন্যে ওদের তুলিগে চ।

(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—প্রস্কন্দন-তীর্থ।

প্রফুল্ল-জবারাজি-বিরাজিত বৃক্ষগুলি স্থানে স্থানে দলবদ্ধ। অদূরে যমুনা।

আসীনা—অলক্ষ্যে কুসুমচয়নপরা শ্রীরাধা ও বিশাখা।

(মধুমঙ্গল সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, এই সেই জবারাজি যেন রাধার অধরকান্তি চুরি ক'রেচে।

মধু। চুরি ক'রেচে? আজ তবে ও দি'কে নিষ্পীড়ন ক'রে রস নিঙ্‌ড়ে অনঙ্গলেখার রং কর।

শ্রীকৃষ্ণ। (পদচারণা করিতে করিতে সবিস্ময়ে)

এ কি হেরি সম্মুখে আমার—
বসিছে কাঞ্চন-কান্তি গৌরী দিশাবধূ!
এ ত নহে সুমেরু-সমীপে ইলাবৃত-ভূমি (১);
হায়, নিশ্চয় তা' নয়, কি এ তবে?

---

(১) ইলাবৃত ভূমি—সুমেরু নামে ভূলোকের মধ্যস্থলস্থিত স্বর্গস্পর্শী যে অতি উজ্জ্বল হৈম পর্ব্বত আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে ইলাবৃত বর্ষ।

ওহো জানিয়াছি মঞ্জীর-শিঞ্জিতে (১),
আলীজন-অলঙ্কৃতা কান্তি-কুল-দেবী
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বিলাস-লালসে।

মধু। দেখলে বয়স্য, ফাঁদ খুঁজছিলে হরিণী ধ'রতে, হরিণী নিজেই এসে হাতে প'ড়ল।

শ্রীকৃষ্ণ। (সানন্দে) সখে, ঠিক ব'লেচ, তবে এই গাছের আড়ালে শুনা যা'ক ইনি কি বলেন।

(উভয়ের বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

(শ্রীরাধা ও বিশাখার আবির্ভাব)

শ্রীরাধা। (বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে)
সই, কথাপ্রসঙ্গে এ জনকে তোরাই এক একবার স্মরণ করিস্।

বিশাখা। (বাষ্পগদ্গদ ভাবে) সই, সবাই ত বলে যে তোর ধৈর্য্য অক্ষীণ, তবু কেন এমন অধীর হচ্চিস্?

শ্রীরাধা। সখি, সেই ধূর্ত্তই আমাকে গুণহীনা ক'রেচে।

উরথল (২) মণ্ডল যার অতি পণ্ডিত
রুধিবারে ধৈরয নদী,
কুলবতী-ধরম- পঙ্কজ-উপবন-
কুঞ্চনে মুখ-শশী ব্রতী ;
যূপ (৩) বাহু যুগ, উনমিত অতিশয়,
সুচির-সরম-বলি-যাগে (৪),

---

(১) মঞ্জীর-শিঞ্জিত—নূপুর-ধ্বনি।

(২) উরথল—উরস্থল বা বক্ষোদেশ।

(৩) যূপ—যূপকাষ্ঠ বা হাড়কাঠ। (৪) যাগে—অভিচার-যজ্ঞে।

দারুণ হা সখি,　　　　　　　　　নিখিল গরাসিতে
চাহনি সে ভুজঙ্গিনী লাগে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরালে স্বগত) প্রিয়ে, তোমার মাধুরী মাধবকেও জড়ের ন্যায় ক'রে নির্গুণ অবস্থায় উপনীত ক'রেচে।

শ্রীরাধা। (উর্দ্ধ দিকে করজোড়ে)

পূতনাবিঘাতি !
নারীহন্তা শিশুকাল হ'তে,
তাই সে আচার নারো পাসরিতে।
খেলি গৃহে বালা মোরা সহজ সরলা,
ভাল মন্দ কিছুই না জানি ;—
এ হেন মোদেরে, উচিত কি তব
ল'য়ে যেতে অশরণা দারুণ দশায় ?
তা'ও যদি, উচিত কি তব
প্রকাশিতে উদাসীন ভাব ?

শ্রীকৃষ্ণ। (পূর্ব্ববৎ) প্রিয়ে, বাঁচতে যা'র ইচ্ছে, তা'র জীবন-ঔষধস্বরূপ সিদ্ধ ওষধিলতার প্রতি কেন সে উপেক্ষা ক'রবে ?

শ্রীরাধা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সই, এই নে আমার বড় সাধের 'একাবলী' হার ছড়াটি ; তো'কে দিচ্ছি গলায় পরিস্।

(কণ্ঠ হইতে একাবলী হার খুলিয়া ফেলিলেন)

বিশাখা। (হঠাৎ নিবারণ করিয়া)

এমন ক'রে কেন আমায় দগ্ধ করচিস্ সই ? আমিও যে ললিতার আশায় থেকে চুপ ক'রে আছি। নইলে আমিও তোর সঙ্গে—

(রোদন)

শ্রীরাধা। কৃষ্ণ যদি অকরুণ হন মোর প্রতি,
তোর সখি কিবা দোষ তা'য় ?
করিস্ না বৃথায় রোদন ;
কিন্তু ওগো করিস্ এই অন্ত্যেষ্টিকরম—
যেন সখি তমাল-শাখায়,
ভুজলতায় বিজড়িয়া এ তনু আমার
বৃন্দাবনে অবিচল রহে অনিবার।

শ্রীকৃষ্ণ। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) সখে, দেখলে ত অনুরাগের চরম উৎকর্ষ ?

শ্রীরাধা। (স্বগত) যমুনায় শীঘ্র প্রবেশ করবার জন্যে গাঢ় উৎকণ্ঠা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চ'লেচে।

(প্রকাশ্যে) সই, সূর্য্যের পূজা ক'রে আমি একটা প্রার্থনা করবার ইচ্ছা ক'রেচি, আমি স্নান ক'রে যতক্ষণ না ফিরে আসি, তুই এখানে ফুল তোল।

(যমুনার ঘাটের দিকে দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া আবার স্বগত)

হায় হায়, সেই ত্রৈলোক্যমোহন চাঁদমুখখানি আর ত আমার দেখা হ'ল না।

(উৎকণ্ঠার সহিত ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ্যে)

সই, দয়া ক'রে দেখা—আর একবার সেই ছবিখানি দেখা।

বিশাখা। সখি, ছবিত এখানে নেই।

শ্রীরাধা। (ব্যথিতের ন্যায়) নেই ? তবে ? তবে ধ্যান ক'রে তাঁকে দেখবো।

(ধ্যান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, শ্রুতিসুখকর অপূর্ব্ব পাগল-করা মধু কখনও যা' কর্ণদ্বার। পান করোনি এখন পান ক'রলে ত? তবে এগিয়ে যাই চল।

(উভয়ে অগ্রসর হইলেন)

বিশাখা। (দেখিয়া আনন্দে ও সসম্ভ্রমে)

সই, বড় ভাগ্যি বড় ভাগ্যি। তোর ধ্যান ভাল রকমই ফ'লেছে। দ্যাখ্ দ্যাখ্, শিগ্গির দ্যাখ্, চোখ চা' না।

শ্রীরাধা। (ঈষৎ চাহিয়া চমকিতা)

বিশাখা। যার তরে সেই হত-কন্দর্প-পীড়নে
জীর্ণ শীর্ণ তুমি, মৃদতনু দহিছ বা
পিরীতির দুর্ব্বার দহনে,
অখণ্ড শিখণ্ডে নব রচি চূড়া শিরে
এই সে বিলাসী, সখি, তোর প্রাণপতি ;—
দেখ্ দেখ্ দাঁড়ায়ে সম্মুখে।

শ্রীরাধা। আহা স্বপ্নের কি মাধুরী !

বিশাখা। তবু বিশ্বাস করবিনে? ওলো এ আবার তোর কি অপূর্ব্ব স্বপন যা' ঘুম নইলেও সম্ভব হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। ওই যে অদূরে এবে শোভিছে রম্ভোরু ;
নয়নের ভঙ্গী ত'ার ফুলশরে (১) করিয়া সৃজন
শর দেছে তা'র করে ;—
অলস মধুর গতি জিনিছে গজেন্দ্রে ;
বদন-সুষমা-ঘটা, জিনিয়াছে মধুরিমা মৃণালিনী-কুলে ;

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গনৃত্য করাইয়া স্বগত)

রে হৃদয়, ভাল হ'ল ভাল হ'ল, ভাগ্যে একটু বিলম্ব ক'রলে।

---

(১) ফুলশর—কন্দর্প।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) বিশাখা, তুমি বড় ধূর্ত্ত; চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে ভাগ্যক্রমে তোমায় এখানে দেখতে পেলুম। দেখতে একরকম ব'লে একটা অপক্ক গুঞ্জার মালা দিয়ে আমায় ঠকিয়ে আমার দুর্ল্লভ রঙ্গণমালাটি নিয়ে এসেছ।

মধু। ওহে, ওই যে তোমার নিজের রঙ্গণমালা রাইএর গলায় দেখা যাচ্চে, তা' নিজেই ওখান থেকে টেনে নিয়ে এস না।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, তুমি জান শুন, তবু এ অন্যায় কাজ আমার উপর কেন চাপাচ্চো? আমি যে স্বপ্নেও কামিনীস্পর্শ স্মরণ পর্য্যন্ত করিনে।

শ্রীরাধা। (স্বগত) হায়, আমি শঙ্কিতা। এঁর এই পারহাসও আমার কাছে সত্যি ব'লে মনে হ'চ্চে।

বিশাখা। (উচ্চহাস্যে) থাম গো বরাঙ্গনা-তরঙ্গিনীদের মহাসাগর, থাম; মহাসাগরে যেমন সব নদী এসে মিশে, তেমনি রূপসীরা তোমাতে সঙ্গত হয়। এখনও তোমার অঙ্গে তা'দের ঐ সব চিহ্ন দেখা যাচ্চে।

ওহে, নবীন-অঞ্জন-চিকণ-অঙ্গ!
কত বা কহিব তোমারি রঙ্গ?
দিঠিভঙ্গে মেলি ইন্দ্রজাল,
কাড়িয়া গোপীর মানস লাল (১)
পড়িয়াছ ছলে গুঞ্জাহার,
এই যে শিখির পাখার সার (২)—

---

(১) মানস লাল—অনুরাগরঞ্জিত মন, ইহাই কৃষ্ণের গলে রক্তবর্ণ গুঞ্জামালা।

(২) কৃষ্ণের শিরোভূষণস্থ শিখিপিচ্ছের চাঁদগুলি যেন গোপীদের অনিমেষ লোচন।

এরা গোপী-দিঠি নিমিখ-হীন,
ভুষারূপে পরি রজনী দিন,
হরষে হেথায় হাসিছ তাই,—
কামিনী-পরশ তোমাতে নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে স্বগত)

আহা মরি, প্রমদার স্মিতগণ্ডস্থলে
উছলিছে রসের তরঙ্গ প্রমত্ত হরষে ;
ও কি ভুরুলতা ! মরি মরি
স্মরধনু অনুরূপা করিছে নর্ত্তন ;
চপল কটাক্ষ-ভঙ্গী, মদকল-
চঞ্চল-চঞ্চরী-ভ্রান্তি (১) সৃজিয়া এ চিতে,
হায় মম দংশিছে মরমে।

নেপথ্যে। নাতনি, ও নাতনি, বলি ও বিশাখা !

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি ? এ যে জটিলা ! জরাপাণ্ডুর জটিলা শুধুশুধু এখানে কেন ?

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (অগ্রে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বগত)

কৃষ্ণ আবার এখানে কেন ?
(প্রকাশ্যে) কেমন রকম ? বিশাখা ! তুই সূর্য্যপূজার জন্যে ধূপ, ধুনা, রক্তচন্দন সব ভুলে গেলি ?

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত)

চন্দ্রলেখার চন্দ্রিকার পানে
চকোরেরে হেরিয়া উদ্যত

---

(১) চঞ্চরী-ভ্রান্তি—ভ্রমরী বলিয়া ভ্রম।

এ কি হায় আবরিল তা'য়
শারদ-নীরদ-রাশি !

(প্রকাশ্যে) মামীদিদি, প্রণাম।

জটিলা। মোহন, আশীর্ব্বাদ ক'রচি, কিশোরী গোপীদের দিকে তোমার চোখ যেন না বাঁকে।

মধু। (উচ্চহাস্যে) বুড়ি, তুমি দধিচীর হাড়—যা'দিয়ে বজ্র নির্ম্মাণ হ'য়েছিল—তা'র চেয়েও কর্কশ। আমার প্রিয়বয়স্যের দৃষ্টি সর্ব্বদাই উদার। তুমি বরং বাঁকাচোখী টেরা। তাই বলি, নিজেকে ওরকম আশীর্ব্বাদ কর।

জটিলা। ও কিশোরীভুজঙ্গ! তুমি কেন এখানে বল ত ?

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্যে, এই সুজবালক্ষ্মী কা'কে না আকর্ষণ করে ? এই জবাফুলগুলি অতি সুন্দর ; এদের রাগ বা রক্তিমা অসাধারণ, আর লক্ষ্মী বা শোভাও চমৎকার নয় কি ? (স্বগত) বুড়ি আমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝবে না। যে সুজবালক্ষ্মী আমাকে আকর্ষণ ক'রেচে সে ত জবাফুলের শোভা নয়, সে অতি শোভাময়ী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী রাধা, যে জবচিহ্ন চরণে ধারণ ক'রেচে। জব তা'র সুযশ সূচনা করে।

জটিলা। (স্বগত) নিশ্চয়ই এ ভগবতীর বিদ্যের প্রভাব, যা'তে একে এখানে এনে উপস্থিত ক'রেচে।

(প্রকাশ্যে) মোহন, শিগ্‌গির যা'ও এখান থেকে।

শ্রীকৃষ্ণ। বুড়ি, তুমি বড় বাচাল। তুমি আকুল হ'চ্চো কেন ? আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন যাবো।

জটিলা। (কুটিল দৃষ্টি করিয়া)

আকুল কেন না হব ? দেখ না কি,
পার্শ্বে মম নব ঊঢ়া বধূ ?

কল্যাণী সে, অকলঙ্ক মাধুরীর সার,
নিখিল-ধরণী-তলে ;
আর চটুল (১) রে তুমি,
ভ্রমিছ এ গোষ্ঠমাঝে নিঃশঙ্ক হিয়ায়,
নাচায়ে নয়ন-প্রান্ত ;
ইহাতেও না হই ব্যাকুল ?

শ্রীকৃষ্ণ। মিছামিছি কেন এ সব আশঙ্কা তোমার বুড়ি ? প্রলাপ ব'ক না। যখন থেকে শুনেচি যে ইনি তোমার বধূ তখন থেকে আমিও এঁকে মান্য ক'রে আস্‌চি।

জটিলা। বিশাখা, এত দেরী ক'রলি কেন ?

বিশাখা। আর্য্যে, এই দুষ্ট কুরঙ্গকে দেখে বিস্মিত হ'য়েচি। (স্বগত) জটিলা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে এ কুরঙ্গ হরিণ নয়, এ ওই কৃষ্ণ যিনি কু-রঙ্গ ক'রচেন।

(দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে)

কুরঙ্গ হে বড়ই নিরদয় ;—
রূপের ডালি হরিণী সে,
মিলন মাগে ভালবেসে,
পাসরি তা'য় মিছে ফির
বনে বনে হায় ;
নাচায় কুঁদায় ওহে চটুল
ফল ত কিছুই নয়।

---

(১) চটুল অর্থে চঞ্চল ও মনোহর।

জটিলা। তুই আর আগ্রহ ক'রতে জায়গা পেলি নি ?

ছেড়ে দে, কুরঙ্গ দেখবার আগ্রহ ছেড়ে দে।

মধু। বয়স্য, দেখ এই যুবা শুকটার তৃষ্ণা পেয়েছে, তবু অমন মিষ্ট সরস ডালিমটাকে ত নিচ্চে না।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) ডালিম,

তোমার ফুলের তরুণ-অরুণ রুচি,

শুকের হৃদয় বশ করিয়া

চ'লেছে তা' বুঝি ;

কিন্তু, হ'লে কি না হ'লে তুমি পক্করস এবে,

হ'য়েছে শুক উদাস এখন

তাহাই শুধু ভেবে।

বিশাখা। (দৃগ্‌ভঙ্গীর সহিত শ্রীরাধার প্রতি অবলোকন করিলেন)

শ্রীরাধা। (স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও।

(অন্তরালে খেদের সহিত বিশাখার প্রতি)

সখি,

শ্রুতি ভরি নিঃশঙ্ক-মানসে

বাণীসুধা না করিনু পান এ চিত্তহারীর,

স্থাপিনু না দৃগঞ্চল বদনে ইহার,

লভিনু এ রম্য অবসর কতকাল কতকাল পরে,

হায়, দুষ্টবিধি ঘটালো বিরোধ

উপজিয়া জরতী-(১) বেয়াজে।

---

(১) জরতী—বৃদ্ধা (জটিলা)

জটিলা। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণদর্শনের কি মহিমা! আর ত বৌমার আমার সে সব উপসর্গ কিছুই দেখ্‌চি না! (প্রকাশ্যে) বিশাখা, ছ্যাখ্‌, মধ্যাহ্ন শেষ হ'তে চ'ল্‌লো, শিগ্‌গির সূর্য্যিমন্দিরে যাই চ'।

(শ্রীরাধা, বিশাখা ও জটিলার প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, এই কৌমুদী পৌর্ণমাসীর অনুবর্ত্তন ক'রচে, চল তাঁর কাছেই যাই।

(উভয়ের-প্রস্থান)

ইতি মন্মথলেখ নামক দ্বিতীয়-অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—কদম্ববাটিকা

আসীন—শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল।

(ললিতার সহিত পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণ। বৎসে, নন্দকুমার নিশ্চয়ই আমাকে লজ্জা ক'রে তোমার সখীর সঙ্গে মিলতে চাইচে না।

ললিতা। ভগবতি! যাঁ'রা লোকাতীত তাঁ'দের ভাব বুঝা দায়; একেবারেই ত হঠাৎ প্রকাশ হয় না।

পৌর্ণ। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে, দেখ দেখ, কদম্ব-বাটিকাতে মধুমঙ্গলের সঙ্গে মধুরিপু সমঙ্গলে বিরাজ ক'রচেন।

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া)

এইযে,—কল্যাণী এ কেলিমুরলিকা
হরি-করে ক'রিছে বিলাস;
খচিত সেথায়,
নীলমণি-চয়,
অঙ্গুষ্ঠত্রয় স্থান ব্যাপি দুই প্রান্তে তা'র।
তা'রি পাশে পাশে, ত্রি-অঙ্গুষ্ঠ-দেশে,
বেয়াপিছে অরুণিম মণি।
সে দুয়ের মাঝে, পুন রাজে,
হীরোজ্জ্বল হেম সুবিমল।

(নির্দ্দেশ-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (অনুতাপের সহিত)

একান্ত সরমভরে ফিরায়ে বদন,
সহসা রাধিকা, হাসি হাসি বিশাখার
ধরিল অঞ্চল। হায়,
কেন আজি রাধিকায়
না ধরিনু হঠকারে মম ভুজান্তরে!

(দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া) সখে মধুমঙ্গল, সেই খঞ্জনাক্ষীর বিলাস-মঞ্জরী আমার চিত্ত-ভ্রমরকে আনন্দিত ক'রচে।

(ঔৎসুক্যের সহিত)

হায় রাধা আমারই প্রণয়ে
কহে সখীজনে—'ছিন্ন মম
প্রিয়মুক্তামালা; সখি,
মুক্তাগণে করিব চয়ন'।
এতবলি সেই ছলে মরি,
মোর পানে ফিরায়ে বদন,
পসারিল দিঠির ভঙ্গিমা নয়ন-অঞ্চলে;
না গণিল গুরুজনে সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

পৌর্ণ। (দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া)

একি! বিস্ফারিত মুরারি-নয়ন,
মন্দ মন্দ ঘূর্ণিত গোলক,
মল্লীমাল ম্লান উষ্ণশ্বাসে!
এ গোকুলে কেবা হেন ধন্যা সে রমণী,

যা'র ধ্যানে হেন নিষ্ঠা জাগে কানু-প্রাণে—
এত তীব্র এতেক সত্বর ?
কেন বা সংশয়—রাধা এ নিশ্চয়,
বৎসা মম ইহার নিদান।

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া নিকটে গিয়া)
ভগবতি ! প্রণাম করি।

পৌর্ণ। নাগর, গোপীদের স্তনতটীতে অলম্পটী হও। (স্বগত) "অলম্পটী" হ'তে ব'লে তোমাকে আমি লম্পট হ'তে বারণ করচিনে ; আমার গূঢ়ভাব এই যে, তুমি অলং অর্থাৎ বেশী ক'রে পটী হও বা সদাই লেগে থাক। তুমি নিশ্চয় আমার এই মনোভাব বুঝতে পেরেচ।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ উচ্চহাস্যে) এ রকম আশীর্ব্বাদ দিয়ে পিষ্ট-পেষণ করবার প্রয়োজন কি ? কারণ আমিত গোপী নামে প্রসিদ্ধা শ্যামালতাকেও করপল্লবে স্পর্শ করিনে।

মধু। (উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) আমাদের শ্যামা নিয়ে কাজ কি হে, গৌরীকেই ত খোঁজা হ'চ্চে।

পৌর্ণ। (নর্ম্মস্মিতের সহিত)

গোপেশ্বর-তনয় তুমি, বিনয় প্রচুর ;
শতলীলা করিয়া বিস্তার ভুজবলে খ্যাত ব্রজপুরে ;
তথাপি মাধব !
কি কারণে কর উন্মাদিনী রাধিকায় ?
সে যে কুলবালা।

মধু। থাম বুড়ি, থাম। তুমি উল্টা ব'লচ। তোমার রাধিকাই ত আমার প্রিয়বয়স্যকে পাগল ক'রেচে ; যা'র জন্যে ইনি, কোথায়

চূড়া, কোথায় শিঙ্গা, আর কোথায় বা বেত, সব কোথায় কি খ'সে প'ড়েচে কিছুই জানেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। (সলজ্জে) আর্য্যে, এই বাচাল বটু মিথ্যাকথা ব'লচে। আমি নিশ্চয় ব'লচি যে আপনার সেই গোপীদের উপর আমার চিত্তরাগ নেই। সত্য কিনা একে জিজ্ঞাসা করুন।

মধু। আর্য্যে, সত্যি সত্যি, আমাদের বয়স্যের হৃদয়ের রাগ আজ পর্য্যন্ত আমি তোমার গোপীদের অঙ্গের উপর দেখিনি। বরঞ্চ তা'দের অঙ্গরাগই (১) এর হৃদয়ে দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ! তোমাকে বিশ্বাস ক'রে এত আদর করি তবু কুটিলতা ছাড়চ' না!

পৌর্ণ। বটু সত্যই ব'লেচে।

কংস-নিসূদন, আজি তব বাঁশরী-হুঙ্কার
লীলাছলে ক'রেছে শিথিল-বাস (২)
দেহে গেহে মৃগাক্ষিগণেরে।—
দেহবাস—দেহের বসন—
সুরঞ্জিত গুণ (৩)-পুঞ্জ ধরি
বরকান্তি করিত বিস্তার;
শুক্ল নীল রক্ত আদি করি
কতবা না বিচিত্রতা রাজিত বসনে;

(১) অঙ্গরাগ—কস্তুরী কুঙ্কুম প্রভৃতির লেপ।

(২) বাস—দেহের পক্ষে বসন এবং গেহের পক্ষে বসতি।

(৩) গুণ—বসনের পক্ষে সূত্র, এবং গৃহে বসতির পক্ষে আভিজাত্য কৌলিন্যাদি।

শুভদশা (১)-শ্রেণী-মাঝে
কত শোভা করিত বিরাজ!
আর গেহ বাস—গৃহেতে বসতি—
ধন ধান্য আভিজন্য কৌলিন্যাদি গুণ
চিত্তে রুচি প্রদানিত কত,
মাল্য চন্দন আদি সম্ভোগ বিলাস
নানা মত ছিল কত বিচিত্র গৃহেতে;
শুভ-গ্রহ-দশা শ্রেণী,
কত যে সম্পদ্ দিত গৃহবাসকালে।—
হায়রে, হেন দেহে গেহে বাস
ক'রেছে শিথিল বাঁশীর হুঙ্কার তব?

মধু। আর্য্যে, তুমি কিছুই জান না, তাই বাঁশীর হুঙ্কারের লীলা ব'লচ। আমি সেদিন দেখেচি যে এ তীর থেকে মেয়ে গুলার কাপড়গুলা আপনার হাতে তুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেললে।

শ্রীকৃষ্ণ। (ভ্রূভঙ্গীতে বটুকে বারণ করিয়া) আর্য্যে, ঐ রকম হুঙ্কার থেকেই আপনার গোপিকারা যে কেমন সাধ্বী তা' জানা গেছে।

ললিতা। কোন্ ধূর্ত্তপতি-পাশে শিক্ষিত হে তুমি,
বশীকার-মন্ত্রে হেন অথবা ঔষধে?
যাহার প্রভাবে, পুণ্যোজ্জ্বল গৃহ-সুখ যত,
বিলুণ্ঠিত, বিলাসিনী নিখিল গোপীর?
কি দোষ তা'দের?

---

(১) দশা—বসনের পক্ষে উহার প্রান্তভাগ, এবং গৃহে বসতির পক্ষে শুক্র প্রভৃতি শুভগ্রহগণের অন্তর্দশা—যাহার ফলে শাস্ত্রানুসারে সম্পদ্ লাভ হয়।

মধু। ললিতা ঠিকই ব'লচে। মন্তর টন্তর না হ'লে. পাহাড়ের মত উঁচু মহা মহা দানবগুলা নীল ইন্দীবরের চেয়েও সৌম্য-শীতল-প্রকৃতি এঁর হাতে কেমন ক'রে মারা পড়ে ?

ললিতা। আর্য্য, যা'র স্মরণমাত্র সন্তাপের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায় সে হেন ব্যক্তি তোমার বয়স্য ব'লে তা'কে শীতল ব'লো না।

মধু। বয়স্যহে, তোমার প্রকৃতি শীতল হ'লেও গোপীরা তোমাকে উষ্ণ ব'লচে। তা' একবার স্পর্শ ক'রে দেখতে হ'চ্চে। (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি ? ললিতা ত ঠিকই ব'লেচে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ললিতা, জেনেচি, জেনেচি। তোমাদের রাধাই নিশ্চয় উষ্ণ, যে এর হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ ক'রে কোটি কোটি চাঁদের চেয়েও শীতল একে উষ্ণ ক'রে রেখেচে।

ললিতা। আর্য্য, এঁর হৃদয় সুন্দর বটে, কিন্তু কষ্টিপাথরের মতন কঠিন। আর আমার সখী দুরন্ত প্রেমের ভরে একেবারে কোমল। তবে তা'র এর ভিতর প্রবেশ করা কি রকম ক'রে সম্ভব ?

মধু। (সরোষে) দেখ, তুমি ভারি চপল। আমাদের বয়স্য তোমাদের সখীর চেয়ে স্নেহের ভরে আরও অনেক কোমল। এ যোগীর মত নিদ্রা ত্যাগ ক'রে এক মনে সর্ব্বদা তা'কেই কেবল ভাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সলজ্জে অপ্রতিভ হইয়া) ধিক্ বাচাল। কতকগুলা অলীক পরিহাসের কোন আবশ্যক নেই।

ললিতা। (স্বগত) বড় ভাগ্যি যে প্রিয়সখীর জয়লাভ হ'চ্চে।

পৌর্ণ। সুন্দর, পরিহাস-ভঙ্গী রাখ, আমার কথা শুন,—

ছাড়ি দূরপথে ধব (১)-তরুর সন্নিধি,

(১) ধব—এক অর্থে স্বামী, অন্য অর্থে ধবনামক বৃক্ষবিশেষ। প্রসিদ্ধি আছে যে যেস্থানে ধববৃক্ষ থাকে সেস্থান হইতে নদী নিঃসৃত হয় না।

ভাঙ্গিয়া ধরমসেতু,
অতিক্রমি বেগভরে গুরু-শিখরীরে (১),
লভিলা তোমায় শেষে হে কৃষ্ণ-অর্ণব (২)
নবরস(৩)ময়ী সে যে রাধিকা-বাহিনী (৪) ;—
বচন-উর্ম্মির জালে,
কেন চাহ ফিরাতে তাহার মুখ ?

মধু। তুমি সুবুদ্ধি হ'য়েও এই কথা জিজ্ঞেস ক'রচ? দেখ, কোকিলগুলা কুহুকুহু ক'রচে ব'লে, তা'দের তাড়াতে এই আমি ফুলধনু নির্ম্মাণ ক'রেচি।—আমার সখার এখন এমনি দশা হয়েচে। তা'র প্রতিকূল কথাগুলা সত্য নয় ব'লে জেনো।

পৌর্ণ। চন্দ্রানন! বাছনি আমার সেও,
হেরিয়া সখীরে দ্বার রুধিতে যতনে
কাঁপে ভয়ে ভাবি মনে,—
মাধবী-সৌরভ বুঝি আসিছে হেথায়!
অলিন্দের পানে চাহি,
নেহারি সলিল-বিন্দু নিঃস্যন্দিত
চন্দ্রকান্ত (৫) হ'তে, শশাঙ্ক-উদয় বলি
হইয়া শঙ্কিতা, বিকলিতা হয় মূর্চ্ছাভরে।

---

(১) গুরু শিখরী—এক অর্থে বৃহৎ পর্ব্বত, অন্য অর্থে গুরুজন।
(২) কৃষ্ণ-অর্ণব—কৃষ্ণরূপ সমুদ্র। নদী সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়।
(৩) নবরস—এক অর্থে নূতন জল, অন্য অর্থে শৃঙ্গারাদি রস।
(৪) বাহিনী—নদী।
(৫) চন্দ্রোদয় হইলে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু ক্ষরিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) হায় এ কঠোর দশা যে চরমে উঠেচে!

পৌর্ণ। 　সুন্দর, আহা, দেখ ভাবি মনে
মিলে যবে প্রণয়িনী প্রেমিকের সনে,
উপেক্ষা তাহার ঘটায় দূষণরস
তীব্রকটুপাকে। হের—দিনমণি এই
কত অনুরাগী,
অনুরক্তা সন্ধ্যা তা'র প্রতি,
তবু বিসরি তাহারে
নিমজ্জয় তীব্র তমঃপুরে নিখিল এ লোকে;
তাই বলি, হে নাগর, উপেখি রাধারে,
ডুবায়ো না গোকুলেরে দুখের আঁধারে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সলজ্জে নত হইলেন)

পৌর্ণ। (পুনরায় লক্ষ্য করিয়া আনন্দে স্বগত)

কি ভাগ্য যে ইনি হেসে ইঙ্গিতসূচক দক্ষিণ নেত্র (১) নিমীলন ক'রলেন।

(প্রকাশ্যে) গোকুলানন্দ, এই যে সম্মুখেই আম্রবেদী র'য়েচে, তুমি স্বয়ং উহাতে বস, সূর্য্য অস্ত গেলে সখী দুটীর মধ্যে একজন তোমাকে অভীষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সলজ্জে) যা বলেন, ভগবতি!

(মধুমঙ্গলসহ প্রস্থান)

পৌর্ণ। ললিতা, বড় সুখী হ'লাম বৎসে! তবে এস রাধার কাছে যাই।

---

(১) দক্ষিণ নেত্র নিমীলনের দ্বারা কৃষ্ণ সূর্য্যাস্ত অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের সূচনা করিলেন। সূর্য্য বিষ্ণুর দক্ষিণ নেত্র।

(ললিতার সহিত গমন করিতেছেন এমন সময়ে কিয়দ্দূরে বিশাখার সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি, হরিবাক্য নারিকেল নীর
মৃদুহাসি কর্পূরে মিশ্রিত (১)
পান করি তা'য় গরলে জ্বারিল প্রাণ ;
তনুসঙ্গ-সুধা (২) বিনা তা'র
বাঁচিব না বাঁচিব না আর।

বিশাখা। ওলো, তুই নিজের মহিমা নিজে জানবি কি ক'রে? তোর অনুরাগের এমনি জোর যে সেই শ্যামসুন্দরকেও রাঙিয়ে দেয়; তবু ভাই তুই নিজেকে মলিন ভাবিস কেন?

শ্রীরাধা। নিশিযোগে কমলিনী আধ-ফুট-প্রায়,
সে হেন সময়, অতনু (৩) সে বন্যগজ যদি
নিঃশঙ্ক হিয়ায় টুটি তা'র আবরণ
চূর্ণ করে তা'রে, সখি, কহ মোরে,
বিলম্বে প্রভাতে উদিলে সে অনুরাগী ভানু,
কিবা সুখ হবে অভাগীর?

পৌর্ণ। (সম্মুখে শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া) বৎসে ললিতে, তোমার সখীর প্রেমের কথা খোলাখুলি রকমে প্রকাশ করাতে আমার উৎকণ্ঠা হ'চ্চে। তাই তোমাকে একটু চুপ ক'রে থাকতে হবে।

ললিতা। ভগবতীর যা' আদেশ তাই হবে।

(১) বৈদ্যশাস্ত্র বলে যে নারিকেলজল কর্পূরমিশ্রিত হইলে বিষাক্ত হইয়া যায়। (২) সুধাই বিষকে নষ্ট করিতে পারে।

(৩) অতনু—মদন।

পৌর্ণ। (শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বিষাদের ছলে)

বৎসে, তব অঙ্গসঙ্গ লাগি, বারবার
কত অনুনয় করিনু মাধবে চাটুভাষে;
মদিরনয়না, তবু সে দিলনা সম্মতি-লেশ;
তাই এবে অন্য যুক্তি কর প্রতীকারে
জুড়াইতে হৃদয়-বেদনা।

শ্রীরাধা। (মোহগ্রস্তার ন্যায়) এতে লজ্জা ক'রে ফল কি ?

(অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া)

একটুখানি রঙণলতা
তারে পোড়াইতে
আগুন যদি উঠে
আকাশ ছায়,
শ্যাম-জলদের বাদল বিনা
তা'রে নিভাইতে
আর কি কোনও
আছে সে উপায় ?

পৌর্ণ। কোথা তুমি জরতী-নাতিনী,
আর কোথায় সে, যা'র পদে কমলা সেবিকা!
কেমনে চাহিছ সেই একান্ত দুর্লভে ?
ধরি প্রসন্নতা আমার বচনে, হ'য়োনা উতলা
ধরিবারে পাণিযুগে, অয়ি কুতুকিনি,
নভোচারী দূর শশধরে।

শ্রীরাধা। (গদ্‌গদ ভাবে)

ভগবতি, নির্ব্বন্ধে (১) তোমার
পাসরিনু অনুরাগ মুরারি-উপরে ;
কিন্তু স্নেহ-অনুরোধে,
কর দেবি পরম আশীষ,—
আজই প্রদোষে যেন গোধূলি-লগনে
এ দেহ তেয়াগি, সে বিমল বনমালে হই মধুকরী,
গ্রাসিবারে লুব্ধচিতে সে মুখের সুগন্ধ-বিস্তার।

(বিবশতা)

বিশাখা। ভগবতি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, রাইএর এ কি দারুণ দশা হ'ল, দেখুন চোখ কপালে উঠে গেচে!

পৌর্ণ। (উদ্বেগের সহিত) হায় ধিক্, হায় ধিক্। এ কি, আমি যে মহা বিপদরূপ কালসর্পকে জোর ক'রে টেনে আনলাম।

(করুণভাবে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া)

বৎসে, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। তোমার ভাব জানবার জন্যে পরিহাস ক'রছিলাম, এখন যথার্থ বলছি শুন,—

কটাক্ষের লেশ-আশে যা'র
মহান্ তাপস-বেশে উৎকণ্ঠিত
ভব (২)-আদি লোক-গুরু সবে—
সুসম্পন্ন অমিত বিভবে,
সুতনুলো, সেই কৃষ্ণ তনুক্ষীণ এবে
তোমারি ত দরশ-পিয়াসে ;

(১) নির্ব্বন্ধ—আগ্রহ।

(২) ভব—শিব।

গহন (১) সে সৌভাগ্য-প্রসব (২) তব
বাখানিব কিবা !

ললিতা। রাধে! লোকোত্তর তোমারি বারতা
গাথারূপে গাঁথা বেণুমুখে,
ফুকারে সে তাই দিশেদিশে ;
যত কিছু কানুর করম—
শিল্পকল্প নিপুণতা,
সবই ওগো তোরই বেশ রচনার তরে ;
তোরই নানা নামে,
ডাকে কানু ধেনুগণে তা'র ; আজি,
বৃন্দাটবী তা'র
সুনিবিড় বল্লরী-বলয়ে
হইয়াছে তোমাময় শুধু।

শ্রীরাধা। (আশ্বস্ত হইয়া স্বগত) ওরে চঞ্চলচিত্ত, এখনও বিশ্বাস হ'চ্চে না ?

পৌর্ণ। বৎসে ললিতে, তুমি বড়ই প্রগল্‌ভা ; তা' হ'লে যে পর্য্যন্ত না বিশাখা আমগাছের মূল হ'তে মুকুন্দকে নিয়ে ফিরে আসে সে পর্য্যন্ত এই কর্ণিকারের সঙ্কেতকুঞ্জে গোপালিকাদের কাছ থেকে রাইকে লুকিয়ে রাখ। আমি নিজের কাজে চ'ললাম। (সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—রসালকুঞ্জ

মধ্যে মধ্যে লতাবেষ্টিত আম্রতরুশ্রেণী।

বিশাখা। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) এই যে সুমুখে সেই আমগাছ দেখা যা'চ্চে। ওই যে কৃষ্ণ।

---

(১) গহন—দুর্জ্ঞেয়। (২) সৌভাগ্য-প্রসব—সৌভাগ্যের ফল।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত পশ্চিম দিকে চাহিয়া)

ওই যে,

তপ্ত-হেম-পিণ্ড-সম তপনের মধুর মণ্ডল

এই মাত্র পশিয়া সলিলে,

মিলিল সঙ্গমে মরি তরঙ্গিণী-রতিগুরু (১)-সাথে ;

অমনি এ অন্ধকার রাশি,

সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণ-সম ঘূকনেত্র (২) করি উন্মীলিত

রুধিল এ বৃন্দাবন, ঘটাইয়া দ্বিপকুল-(৩) ভ্রম।

(উৎসুক হইয়া পথপানে চাহিয়া)

কই এখনও ত কোন সখী আমার নয়নপথে এল না !

(পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া)

হায়, এই যে এদিকে,

বিভূষিল প্রাচীদিশাবধূ

হাসি হাসি হিমকর (৪) নিবিড় পরশে ;

নিপুণ সে, ভাঙ্গিবারে নিদ্রার আলস

সুপ্ত-কুমুদিনী-কুলবধূ-নিচয়ের ;

রবি-পরিভবভীতা পদ্মিনীরে ক'রেছে মলিন ;

(১) তরঙ্গিণী-রতিগুরু—সমুদ্র। (২) ঘূক—পেচক। উহারা আলোক সত্ত্বেও দেখিতে পায়না, কিন্তু অন্ধকারে দেখিতে পায়।

(৩) দ্বিপ—হস্তী। অন্ধকার-রাশিকে হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (৪) হিমকর—চন্দ্র। চন্দ্র কুমুদিনীকে বিকসিত, পদ্মিনীকে সঙ্কুচিত ও মলিন করে, নারীগণকে অভিসারে বাধা দেয়।

উদয়-কারণে, বারম্বার লভিছে গঞ্জনা
রোষ হেতু অঙ্গনার, অভিসার-ক্ষণে।

(ব্যগ্রতার ভঙ্গীতে)

তবে কি,
স্মরিয়া ধরমকথা ধৈরয-উদয়ে,
বাঁধিল হৃদয় তা'র আজি সে রাধিকা ?
কিম্বা লভি গুরুর গঞ্জনা
হইল নিবৃত্ত তীব্র চিত্তের আক্ষেপে ?
অথবা কি হায় ল'ভেছে দারুণ দশা—
অশুভের শেষ সীমা—স্পন্দন রহিত ?
তাইত—উদিল শশাঙ্ক,
তবু কেন আসিল না দূতী ?

(বিশাখা প্রবেশপূর্ব্বক কোন এক আম্রতরুর অন্তরালে আত্ম-গোপন করিলেন)

বিশাখা। (আড়াল হইতে উঁকি দিয়া) এই যে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই মনের উৎকণ্ঠায় আমার পথপানে চেয়ে আছেন। তবে একটু পরিহাস করি।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে) এই যে বিশাখা আস্‌চে। এ বিশাখা হ'য়েও পঞ্চশাখা (১) দোলাতে দোলাতে আস্‌চে। (নিকটে সরিয়া গিয়া) সখি, তোমাকে পেয়ে মনে হ'চ্চে তোমাদের সেই রম্ভোরু প্রিয়-সখীকেই পেলাম ; কেননা রাধা ও বিশাখা ত দুই নয়।

(বিশাখা অবনত মুখে রহিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। বিশাখা, চুপ ক'রে রইলে যে ?

---

(১) পঞ্চশাখা—হস্ত।

বিশাখা। চন্দ্রমুখ, কি আর ব'লব বল, আমার কপাল মন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সশঙ্কে) এ কথা ব'লচ কেন ?

বিশাখা। সুন্দর, আমার মুখ দিয়ে কথা বেড়ুচ্চে না। তবুও চেপে রাখা ঠিক নয়। (মুখের বিকৃত ভঙ্গীতে) রাজপুত্র! হতভাগা অভিমন্যু হতাশ হ'য়ে প্রিয়সখীকে মথুরা নগরে—

(শুষ্ক রোদন)

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যথিত হইয়া) অ্যাঁ—কবে নিয়ে গেছে ?

বিশাখা। যখন ভগবতী তোমার কাছে এসেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত) কেন নিয়ে গেল বিশাখা ?

বিশাখা। তোমার ভাবগতিক বুঝে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি ক'রে তা' জানলে ?

বিশাখা। সাধারণে যা' করে তা'র অতিরিক্ত কিছু ক'রলে কেনা সন্দেহ ক'রবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ওহো, দুরাচার মলয় অনিল,
প্রবল প্রবাহে, গ্লানি আনে শরীরে আমার ;
শশী, রুষি বিকিরয় কিরণ-সম্পাতে
অগ্নিরাশি হিমকণা-ছলে ;
পামর মদন, করিছে তর্জ্জন স্ফুট (১)
ভ্রমরের হুঙ্কার-বেয়াজে ;—
হায় রাধা বিনা যাপিবারে নারি ক্রুটি কাল।

(মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইলেন)

বিশাখা (সখেদে সসব্যস্তে)

গোকুলানন্দ, শান্ত হও, শান্ত হও। আমি পরিহাস ক'রছিলাম।

(১) স্ফুট—স্পষ্টরূপে।

সে তোমারই তপস্যা ক'রচে, তোমারই রঙ্গণমালা তা'কে বাঁচিয়ে রেখেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) ধূর্ত্তে, ভাল কষ্ট দিলে ত ?

বিশাখা। নিজের গুণটি বুঝি তোমার মনে থাকে না ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, কি চিহ্ন দেখে জানলে যে প্রিয়ার আমার প্রতি প্রেম আছে ? খুলে বল।

বিশাখা। দূর হ'তে যদি কোন পরসঙে (১)
কাণে আসে তব নামের আঁখর,
পাগলের প্রায় মদির-নয়না
কাঁদিয়া আকুল কাঁপে থরথর ;
আর কিবা কব, নীল ঘন (২) নব
যদি দৈববশে আঁখি-পথে পশে,
বেয়াকুল চিতে তা'রে আলিঙ্গিতে
উড়িবারে মাগে পক্ষ-যুগল।

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে, শিগ্‌গির যাই প্রেয়সীকে দেখতে।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

(১) পরসঙে—প্রসঙ্গে। (২) ঘন—বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

৩য় দৃশ্য—কর্ণিকার তরুতলে

সঙ্কেত-কুঞ্জ।

আসীনা—অভিসারিকা শ্রীরাধা, মদন-পীড়ায়

ললিতা কর্ত্তৃক সেবিতা।

শ্রীরাধা। (উৎকণ্ঠাজনিত খেদ প্রকাশ করিতে করিতে)

নারিল কি যাইবারে সখী
বিঘ্ন হ'তে হ'য়ে পরাহতা ?
অথবা কি নিবেদন শুনিয়া তাহার
হরি নাহি করিল প্রত্যয় ?
অথবা কি হায়, নিদারুণ বিধি
মম পরে হ'ল প্রতিকূল ?
এখনও যে পরিমলটুকু, তা'ও দূর হ'তে,
নাহি আসে বনমালিকার ?

(বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধ প্রবেশ)

বিশাখা। (শ্রীকৃষ্ণকে)

সুন্দর ! ওই হের রাধা,—
নম্রশিরে বার বার তরুঢাকা পথপানে চাহে ;
ক্ষণে উঠে পীঠ হ'তে, হায়,
পুনঃ ওই ভ্রান্তপ্রায় বসে ;
আগুসরি পদ দুই তিন
পুনঃ ফিরে হেরি ললিতায় ;
উৎকণ্ঠায় তব সঙ্গ-আশে,

কত না সে হ'তেছে কাতরা !

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে সে হরিণনয়না—

বদনের দীপ্তি-পাশে ত'ার

ম্রিয়মান্ বিধুর উদয় ;

সুমধুর স্মিতহাসে

কুন্দকান্তি লভিয়াছে ঠাঁই ;

নখরপ্রভায় মরি তারকা নির্জ্জিত ;—

হেন মতে প্রদোষ-মাধুরী (১) তৃণপ্রায় করিছে নিয়ত।

শ্রীরাধা। (কাতর ভাবে)

নেত্রভঙ্গী পসারিয়া তা'রে,

রুষিল কি প্রেয়সী-নিচয় ?

কিম্বা স্বৈরী,

উপেখিল উদ্ধতা আমায় ?

হায়রে চন্দ্রিকা-রাশি

দিশি দিশি গ্রাসিল ভুবন—

এখনও ত আসিল না

লতাকুঞ্জে নন্দের-নন্দন ?

শ্রীকৃষ্ণ। (অগ্রসর হইয়া) আহা, পৌর্ণমাসী খুবই প্রসন্ন দেখচি ; তাই এই জ্যোৎস্না কেমন আমোদ ক'রে আছে !

শ্রীরাধা। (চমকিয়া উঠিয়া স্বগত) একি ! যে এ রকম

(১) প্রদোষে চন্দ্রের উদয় হয়, কুন্দপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এবং আকাশ নক্ষত্রশোভিত হয়। শ্রীরাধার মাধুরী এই সকল মাধুরীকে তিরস্কৃত করিতেছে।

হতভাগিনী তা'র পক্ষে ইনি যে আশাতীত সৌভাগ্যের ফলরূপে প্রকাশ হ'লেন!

(বিবশা হইলেন)

বিশাখা। আহা, ধন্য ধন্য সেই গোপীগণ,
যা'রা, কত নব নর্ম্মভাষে,
মধুর বিলাসে,
কত না হরষ দেয় এ মধুরিপুরে!
কিন্তু ধিক্ অদৃষ্ট আমার,—
এখনও প্রিয়সখী রাই
তাহারে সম্মুখে লভি
নিবিড়-জড়িম-অঙ্গে, হইতেছে ভূতলে লুণ্ঠিতা।

ললিতা। ওলো লজ্জাবতি, রাই! সম্মুখে তোর সেই নাগর, যে তোর চিত্তহংসটিকে চুরি ক'রে নিয়েচে; তা' ব'লে ভয়ে বিহ্বল হ'সনে। এখন প্রগল্‌ভতাতেই কাজ হবে।

(শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া গেলেন)

(শ্রীকৃষ্ণকে)

দূর হ'তে হেরিয়া তোমায়,
উৎকণ্ঠিত প্রবল তৃষায়
চিত্তহংস সখীর আমার
মুখপদ্মে পড়িল তোমার;
ঘুরাইয়া ভুরু-পাশ-দ্বয়
তাহারে যে বাঁধিলে তথায়,—

হে কিতব তব কি উচিত,
আমা সবা প্রতি হেন বিসদৃশ রীত ?

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) ললিতে! আমার মতন ব্যক্তি নিশ্চয়ই অবলার বস্ত্র চুরি করে না।

বিশাখা। ওহে ধাম্মিক, সত্যিই ত সত্যিই ত। ভদ্রকালী-তীর্থে কদমগাছই তা'র সাক্ষী।

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে! আমি যে বিশুদ্ধ, কি ক'রলে তা' তোমাদের বিশ্বাস হবে ?

ললিতা। ওহে রসিক, পরখ ক'রলেই দেখা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বামা! তোমার কথাগুলি বাঁকা। আচ্ছা বল, কি পরীক্ষা আমায় দিতে হবে ? আমার কীর্ত্তিচন্দ্র সবখানেই জিতে আসচে ; মিথ্যা দিয়ে তা'কে কলঙ্কী ক'রতে পারবে না।

ললিতা। শ্যাম, তাই নাকি ? শুন বাণী,—

ওই যে দুটি রাধার কুচ,
যেন গো সোণার কলস উচ,
তা'রি মাঝে মিলছে রোমের শ্রেণী ;—
কালসাপেরই যুবতী সে,
মাথায় তাহার রহে মিশে
আদর ক'রে তুলা নায়কমণি ; (১)
হাত যদি সেথা দিতে পার,
ক্ষোভ তা'তে চিতে নাহি ধর,

---

(১) নায়কমণি—হারের মধ্যস্থিত প্রধান মণি, যাহার অপর নাম—'তরল'।

তোমার যশের বিমল শশী
প্রচারিবে তবেই মানি।

শ্রীকৃষ্ণ। (ভয়ের ভাণ করিয়া) উঃ—কি নিষ্ঠুর তুমি! নামেই কেবল ললিতা? এইটুকু একটা সামান্য বিষয়ের জন্যে অমন ভয়ানক সাপ-ঘাঁটান পরীক্ষায় ফেলে দিলে?

শ্রীরাধা। (প্রণয়-জনিত ঈর্ষা-প্রকাশে) ললিতা! দাঁড়া, দাঁড়া।
(ভ্রূভঙ্গির সহিত অবলোকন)

ললিতা। বিশাখা, আমি কোথায় হারানো ধনের উদ্দেশ ক'রে দিচ্চি, তা'তে রাই আমায় তর্জ্জন ক'রচে কেন?

বিশাখা। ললিতা, এর মনের কথা আমি জানি।

ললিতা। তাই বল্‌না শুনি।

বিশাখা। মেঘস্পর্শী অঘসর্পে বধি
অঘমুক্ত (১) করিল যেজন,
বিষের অনল-জালে মদোদ্ধত
কালিয় ভুজগে
যেবা জন করিল দমন,
গোপেন্দ্র-বিদ্রোহী সেই অজগর নাগে
দিব্য নর করি দিল হায়,—
ভুজঙ্গ-আচার্য্যে হেন,
কভু কি এ সর্পঘট (২) পরীক্ষা জুয়ায়?

---

(১) অঘমুক্ত—দুঃখমুক্ত।

(২) সর্পঘট—সাপ-ঘাটান। যিনি অঘাসুর, কালিয় এবং অজগর এই তিন ভয়ঙ্কর সর্পকে দমন ক'রেছেন, সর্পঘট-পরীক্ষায় তাঁ'র কি হবে?

ললিতা। (হাস্য পূর্ব্বক) রাই, তুই তোর নিজের সঙ্গিনী যে সাপিনী আছে—সেই যে তোর রোমাবলী—তা'র মহিমা ত জানিস্‌নে; ভ্যাখ্‌,—

উরগ বধূর গর্ব্ব হরে
যে গরুড়ের রা,
তা'রও আবার যেজন শিখামণি,
তা'রেও মোহন করিবারে
ধরে স্পর্দ্ধা,
তোর ভুজগী নতুন রোমের শ্রেণী।

শ্রীরাধা। (প্রণয়-রোষে) ললিতা, তুই ধৃষ্ট, তোর লজ্জা নেই? আমাকে এখানে এনে বিড়ম্বনা করচিস্‌? দাঁড়া ত, বুড়ি গোপীদের কাছে গিয়ে সব ব'লে দিইগে।

(গমনোদ্যতা)

ললিতা। রাই, অত বোকা কেন তুই? এ চোর কি সাধু একবার জেনেই যা।

(শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চলে ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতা, তুমি বড় উগ্র। তোমার এই দুরাগ্রহ যদি না ছাড়, তবে পরীক্ষাই দিচ্চি।

(শ্রীরাধার নিকট গমন করিলেন)

ললিতা। (লক্ষ্য করিয়া) নাগর, থাম থাম, জেনে নিইচি গো জেনে নিইচি,—

শিখিপিঞ্ছচূড় !
পরীক্ষার সূত্রপাত হ'তে নাহি হ'তে,
ত্রাস তোমা বিঁধেছে অন্তরে ;
তাই স্বিন্ন ও করপল্লব
কম্প হেতু হ'তেছে চঞ্চল ;
তাই ও মূরতি, ধরিয়াছে নিবিড় পুলক ;
নিরখি এ সব বুঝিলাম তুমি হে নিশ্চয়,
চোরপুরী-সাম্রাজ্যের হও অধীশ্বর ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সঙ্কুচিত ও নম্রভাবে) ওঃ ! গৌরীদের বুদ্ধির গৌরব খুব ত, আমাকে চোর বানিয়ে দিলে !

ললিতা। নাগর, কি ভাগ্যি, আজ নিজমুখে স্বীকার ক'রলে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, স্নেহের অনুরোধে আমাকে শিখিয়ে দাও কিসে শ্রেয়ঃ হবে, যা'তে আমাকে (শ্রীরাধার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) অপ-রাধী হ'য়ে ফিরে যেতে না হয় ।

ললিতা। তবে, যাও হে সত্বর ওই রাধিকার কুচ-গিরিতটে ;
বসিয়া বিরলে যেথা, মুক্তাকুল যোগযুক্ত (১) রহে
মালার আকারে—শুদ্ধমতি মুক্তগণ যথা
থাকে বসি গিরিতটে ধ্যানযুক্ত হ'য়ে ;
যাও সেথা শরণ লাগিয়া,
পশ গিয়া তা' সবার মাঝে তরলের (২) প্রায় ;

(১) যোগযুক্ত—মুক্তার পক্ষে হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত ; মুক্তের পক্ষে ধ্যানযোগযুক্ত ।

(২) তরল—মুক্তার পক্ষে হারের মধ্যগত মণি ; মুক্তপক্ষে চঞ্চল বা কৃপালাভার্থ ব্যাকুল।

নিশ্চয় ভজিবে তোমা তা'রা সহৃদয় (১);
সহৃদয়—রাধাহৃদি-সঙ্গহেতু ; সদ্‌গুণ (২) যে তা'রা,
গ্রথিত সুন্দর গুণে ;—
সদ্‌গুণ যে মুক্তগণ, সহৃদয় যা'রা,
ভজে না কি তা'রা পুষ্টদোষ (৩) পুরুষেরে ?
পুষ্টদোষ তুমি—পুষ্ট বাহুযুগ আছে বলি ;—
মুক্তামালা রাধাহৃদয়ের নিশ্চয় ভজিবে তোমা ;
যাও, যাও ত্বরা লভিতে শরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, তুমি ভাল উপদেশই দিয়েচ।

(আনন্দে শ্রীরাধার নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন)

শ্রীরাধা। (গদ্‌গদ্ স্বরে) সুন্দর ! এ তোমার উচিত নয়।

(হাত ছাড়াইয়া বৃক্ষশাখার অন্তরালে লুকাইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া সশঙ্কিতে)
হায় সখি ! তোমাদের প্রিয়সখী কোথায় ?

সখিদ্বয়। মোহন ! দেখে এসে ব'লচি। (বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া) কানু ভারি নর্ম্মশীল, এবার তা'র সঙ্গে একটু পরিহাস ক'রতে হবে ; তুই খানিকক্ষণ এইখানে লুকিয়ে থাক।

শ্রীরাধা। (ছলপূর্ব্বক ভ্রূ বাঁকাইয়া) ললিতা, পরিহাস ক'রতে

(১) সহৃদয়—মুক্তাপক্ষে,, যাহা রাধার হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান ; মুক্তপক্ষে, সাধু।

(২) সদ্‌গুণ—মুক্তাপক্ষে, যাহারা সুন্দর গুণ বা সূত্র দ্বারা গ্রথিত ; মুক্তপক্ষে, কারুণ্যাদি উৎকৃষ্ট গুণাবলী।

(৩) দোষ—অর্থে অপরাধ, এবং ভুজ।

হবে ব'লচিস যে? এ রকম সাহস আমার উচিত নয়। তবে আমি চললুম এখান থেকে।

ললিতা। (শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া) চন্দ্রানন! আমাদের প্রিয়সখী কিছু জানাতে চাইচে, কিন্তু তা'র ভয় ক'রচে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি! যে বশীভূত তা'কে আবার ভয় কিসের? যা' ই'চ্ছে তাঁ'কে ব'লতে বল।

ললিতা। কহে রাধা,—

চিত্ত মম করিছে ক্ষোভিত ভীতি-উর্ম্মিদলে;
পাণিযুগ কাঁপে থরথরি; কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়;
হায়, ঘুরে শির, স্বেদসিক্ত তনু এবে;
হে গোষ্ঠেন্দ্র! পারিব না
করিবারে এ মহা সাহস; তবে যে তোমায়,
করায়েছি অভিসার রাতে দূর হ'তে,
তা'র তরে ক্ষম অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) জানি না, এ বাক্যের গরিমা নর্ম্মবশতঃ, কিম্বা ধর্ম্মবশতঃ।

শ্রীরাধা। (কিঞ্চিৎ আবির্ভূতা হইয়া) সখি, শিগ্‌গির আমায় নিয়ে চল, যেন কেউ দেখতে না পায়।

শ্রীকৃষ্ণ। (দুঃখের সহিত স্বগত) বালিকাদের প্রেম চপলই হ'য়ে থাকে। তাই কিছুই অসম্ভব নয়।

(প্রকাশ্যে)

রভস-কারণে, প্রেমভরে
তুমিইত ডাকিলে আমায় পার্শ্বে তব;—
রাধে! অসিদ্ধার্থ হব এবে, এই কি উচিত?

চুম্বক যখন গুণের শোভায় লৌহে আকর্ষয়,
পরশ বিহনে তা'র,
অদূরে স্থগিত রহে লৌহ কি কখন ?

ললিতা। গোকুলানন্দ, রাইকে কেন দোষ দিচ্ছ ? হতভাগা ধর্ম্মকে বরং দোষ দাও, সেই ত আশা মিটতে দেয় না, সেই ত অত্যন্ত অনুরক্ত নাগর নাগরীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাদ সাধে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, অনুরক্ত একান্ত যাহারা,
ধরমেও ত্যজি প্রণয়ীর হয় অনুগামী ;—
এই যে পূরব দিশা, ইন্দ্রের ঘরণী হ'য়ে,
রক্তরাগ-ভরে হের চুম্বে শশধরে।

ললিতা। তোমার সঙ্গে কে উত্তর ক'রতে পারে ? তা' তুমিই না হয় এখান থেকে স'রে যাও।

শ্রীরাধা। (অভিপ্রায় গোপনপূর্ব্বক অনুসরণ করিয়া) ললিতা, আমি নিজমুখে কিছু একটা ব'লে একে নিবারণ করি। (ললিতার দিকে চাহিয়া)

কীর্ত্তিমম দিশে দিশে মুখরিত সতীকুল-মুখে,
কুলে নাহি কলঙ্ক-পরশ,
পতি মম শ্রী হ'তে নহে ত বর্জ্জিত,—
তাই কহি—কেন বা এ জন,
চঞ্চল ভুরুর নৃত্যে জয় করি ঔদ্ধত্য মদন-ধনুর,
ক্লেশ দেয় আপনারি হিয়ায় বিফলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে স্বগত)
সুভ্রুবার অপাঙ্গের শোভা
শ্রবণ-কুহর-প্রান্তে হ'তেছে ধাবিত ;

লভিয়া সম্ভ্রম তা'র হীরক-কুণ্ডল
ধরিতেছে মরকত-ভাতি ;
বচন-অন্তর হ'তে বিকসিছে স্মিতের ভঙ্গিমা ;
মনে হয়,
সখী-প্ররোচনা-হেতু হেন বিমুখতা—
অকৃত্রিম নহে।
মন ! হ'য়ো না ক্ষুভিত আর।

ললিতা। (কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া জনান্তিকে) ইঙ্গিতে বুঝলাম—এ আমাদের রহস্য বুঝে নিয়েছে।

বিশাখা। তাই ত।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) ললিতা, এ সব বঞ্চনা-চাতুরীতে কি হবে ? মাকড়সার জালে কি মত্তহাতী বাঁধা পড়ে ?

বিশাখা। সখি রাধে, কেন মিছে দেরী ক'চ্ছিস, প্রিয়কে কৃতার্থ কর্ না !

শ্রীকৃষ্ণ। (অনুরাগ-সহকারে)

কোকিলার কুহুরবে প্রপীড়িত শ্রুতিযুগ মম,
সোহাগ-কোমল-বাণী-সুরভি-ঔষধে
হর ব্যাধি তা'র ;
সুগভীর স্মরানল-তাপের তরঙ্গ
অঙ্গে যায় বহি, রম্ভোরু আমায়,
কর সুশীতল সুনিবিড় আলিঙ্গনে নিঃশঙ্ক-হিয়ায়।

বিশাখা। সুন্দর, রাইএর রূপ ধ'রে ভগবতী লজ্জাই অবতীর্ণ হ'য়েচেন। তা যতক্ষণ না মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একে সুমুখ ফিরিয়ে তোমায় সঁপে দিতে পারি, ততক্ষণ তুমি বেশ সৌম্য শীতল হ'য়ে থাক।

শ্রীকৃষ্ণ। (সাদরে)

　　　　সখি, স্বভাব-শীতল আমি
　　　　মাগিতেছি অবস্থিতি
　　　　রাধাকুচ দুটির মাঝারে,
　　　　শোভে যথা ইন্দীবর-মালা
　　　　নব-হেম-কুম্ভদ্বয়-মাঝে।

শ্রীরাধা। (কিছু দূরে সরিয়া গিয়া) সখি বিশাখা, বড় ভয় পাচ্চে ভাই, তবে তুই আমায় উপেক্ষা করচিস্ কেন ?

ললিতা। রাই ! ওকে ত সবাই বি-শাখা ব'লেই জানে, ওর ত শাখাপ্রশাখা নেই, তবে ও আবার তো'কে কেমন ক'রে ঢাকা দিয়ে রক্ষা ক'রবে ? এর চেয়ে তুই বনমালার (১) আশ্রয় নে, সে যত ভ্রমরকে আকর্ষণ ক'রচে দেখ্‌চি।

(স্বগত) রাই নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমি কৃষ্ণের মালাকেই বনমালা বল্‌চি, বনশ্রেণীকে নয়।

শ্রীরাধা। (প্রণয়জনিত রোষে) হ্যাঁলা দুর্ম্মুখী ললিতা, তোর মনোরথ্ ত সিদ্ধ হ'ল, তবুও কি ছাড়বিনে ?

বিশাখা। হ্যাঁ রাই, কৃষ্ণ যে সমস্ত গোকুলের লোককে অভয় দেবে ব'লে দীক্ষা নিয়েচে, তবে তা'কে দেখে ভয় করিস কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দরি রাধে, তুমিই ত অতিশয় বলিষ্ঠ, তবে আমাকে ভয় ক'রচ কেন ?

তা'র প্রমাণ হচ্ছে,—

　　　　আমি যা'দের ক'রেছিনু জয়,
　　　　এবে লভি তোমারি আশ্রয়,

---

(১) বনমালা—এক অর্থে কৃষ্ণের পরিহিত মালা, অন্য অর্থে বনশ্রেণী।

মোরে তা'রা করিছে বিজিত—
হের, অহীন (১) কালিয় নাগ
ভুরুগুচ্ছরূপে তব
কুটিল বেষ্টনে মোরে করিছে জড়িত;
ধেনুক-অসুর খর (২) তাড়ন করিছে মোরে
নেত্রান্তের প্রখরতা-ব্যাজে;
প্রলম্ব (৩) কেশান্ত হ'য়ে
হঠকারে মম বল করিছে হরণ।

ললিতা। কানু, এ আবার বলিষ্ঠ হ'ল কিসে? এ ত নিজের হারাণো ধন তোমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে নি।

বিশাখা। পরমহংস-কুলে সখি, অনুরাগী কংসনিসূদন—
তাই কহি, কভু নাহি করিবে মোচন
মানস-মরালে তব; তুমিও তাহারে, কর গো বন্ধন
সদা ভুজ-বল্লরী-বিলাসে;
সখি, কল্যাণের আশে,
শঠে কেবা নাহি করে শাঠ্য-আচরণ?

শ্রীরাধা। (অসূয়া-প্রকাশে) বিশাখা! পাপ কোথাকার! তুইও ললিতার বিষলতার বাতাসে দূষিত হ'য়ে গেছিস্?

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতা, তোমাদের সখী নিজ প্রসাদামৃতে আমায় ডুবতে

(১) অহীন—কালিয়নাগপক্ষে অহিগণের ইন অর্থাৎ স্বামী; ভ্রূপক্ষে পৃথুল।

(২) খর—গর্দ্দভ।

(৩) প্রলম্ব—প্রলম্বাসুর, কেশপক্ষে লম্বমান্।

দিলেন না। এমনি ক'রে এখনও পর্য্যন্ত আমায় তীরে দাঁড় করিয়ে রাখচেন কেন?

ললিতা। কানু, চাতুরীপনা ছাড়। সখী আমাদের ত আর চন্দ্রাবলী নয় যে কথা বলতে না বলতেই অমনি প্রসন্ন হ'য়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি ক'রে তোমার সখীকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারবো বল?

ললিতা। সেবা কর ভাল ক'রে, তবে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। (সানন্দে শ্রীরাধার দিকে তাকাইয়া)

কহ প্রিয়তমে রঙ্গিনী আমার,
চিত্র কিবা কুচযুগে রচিব চন্দনে?
বাঁধি দিব কুসুমে কবরী?
মদন-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বর-অঙ্গ তব
চাপিব কি কর-পরশনে?

(অগ্রে গমন করিলেন)

শ্রীরাধা। (কপট চঞ্চলতার সহিত সরিয়া গিয়া অঙ্গুলির দ্বারা তর্জ্জন করিয়া) আচ্ছা অবসর হোক, তখন স্মরণ ক'রবি। দাঁড়া একবার ঘরে গিয়ে তোদের মতন কুটিলদের হাত থেকে নিজেকে আগে বাঁচাই।

(গমনোদ্যতা)

ললিতা। (বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া ধরিয়া) রাই, ও সই, পরের হাতে তোর মনোহংস থাকতে, যাস্‌নে লো ঘরে যাস্ নে। সোণাকে বাইরে ফেলে আঁচলে গিঁট বাঁধচিস্ কেন?

শ্রীরাধা। ছাড় ব'লচি, আঁচল ছাড়, আমি গিয়ে এক্ষুণি আইমাকে ব'লে দিব।

নেপথ্যে। হ্যাঁলা নাত্‌নি ললিতা, তোদের প্রিয়সখী রাধা কোথায়?

ললিতা। হায়, হায়, আইমা মুখরা যে এইখানে আসচে!

শ্রীকৃষ্ণ। (শঙ্কিত ভাবে) তবে আমি দূরে স'রে দাঁড়াই।

(দূরে সরিয়া গেলেন)

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সশঙ্কিত মনে স্বগত) ওই যে দূর থেকে কি একটা নীলিমপুঞ্জ আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রচে, নীলমণির স্তম্ভ তা'র কাছে হার মেনেচে! ও নিশ্চয় কৃষ্ণ হবে, কারণ একটা অপূর্ব্ব সুগন্ধ আসচে!

(শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন)

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরা,—

মুখরা। (কপট ক্রোধে) তবেরে—কেও 'আর্য্যে' 'আর্য্যে' ব'লে খুল্ খুল্ ক'রচে?

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরা, ভাল আছ ত?

মুখরা। মোহন, তোমার বাঁশী যতদিন না বোবা হ'চ্চে ততদিন আমাদের সুখ কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) আর্য্যে, বাঁশী তোমার কি অপরাধ ক'রলে?

মুখরা। জিজ্ঞেস কর এই সব গোকুলের বালিকাগুলিকে; ও বাঁশীর শব্দ ওদের কাণের সীমায় প্রবেশ ক'রতে না ক'রতে ওরা বনের দিকে ছুটে, বারম্বার বারণ ক'রলেও শুনে না।

শ্রীকৃষ্ণ। (উচ্চহাস্যে) আইমা, তুমি নামেও মুখরা, কাজেও তাই।

মুখরা। মোহন, সন্ধ্যেবেলায় তুমি এখানে এসেছ কেন? আমার বড় ভয় লা'গচে যে।

শ্রীকৃষ্ণ। তা'তে ভয় কি, মুখরা? আজ দেবী পৌর্ণমাসী আমার কাছে বর্ণনা ক'রছিলেন যে তোমার আঙ্গিনায় কেমন একটি আশ্চর্য্য হরিণী লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে বেড়ায়।

মুখরা। নাগর, সকালবেলা এসে সেই হরিণীকে দেখো এখন, এখন যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। হায় হায়, ভেড়ার শিংএর চেয়েও তুমি কঠিনা; আচ্ছা, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, এই আমি চল্‌লুম।

(বৃক্ষান্তরালে লুকাইলেন)

মুখরা। ললিতা, সত্যই কৃষ্ণ চ'লে গেল?

ললিতা। গেল বই কি।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই বুড়ি ঘূর্ণীরোগে আকুল হ'য়েচে। ওখানে চুপি চুপি গিয়ে রাধার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিগে।

(আসিয়া শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল টানিতে লাগিলেন)

মুখরা। (বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আক্রোশের সহিত)
ললিতা, তোর ত ভারি ধৃষ্টতা! সামনে পীতাম্বর কানাই রাধার শাড়ীর আঁচল টান্‌চে যেন দেখা যাচ্ছে, আর তুই কেন আমায় বঞ্চনা করচিস?

(শ্রীকৃষ্ণ সশঙ্কিতে কিছুদূর সরিয়া গেলেন)

ললিতা। (স্বগত) রাতকাণা বুড়িকে ঠকাই।

(প্রকাশ্যে) বৃথাশঙ্কা করিতেছ, হে অন্ধ প্রাচীনা!
যমুনার তটে তমাল যে ইহা,—

মূল তার স্বর্ণবিমণ্ডিত,
চঞ্চল অনিল হেতু শাখাভুজ তা'র
হইয়াছে অতীব চঞ্চল,—
তাই আস্ফালিত হইতেছে
কুচপট (১) সখীর আমার।

মুখরা। (স্বগত) ললিতা ত মিছে বল'চে না। (প্রকাশ্যে) বাছা, আমার আবার ঘূর্ণি ধ'রলো, যাই ঘরে গিয়ে শুই গে।

(প্রস্থান)

বিশাখা। হ্যাঁ রাই, কানুর মুখময় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে জাল বুনে গেল যে, তোর আঁচল দিয়ে মুছে দে।

শ্রীরাধা। (ভ্রূভঙ্গীর সহিত) তুই-ই দে না লো! ছেলেবেলা অবধি তুইত এই ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিস্।

বিশাখা। রাই, তোর গলার রঙ্গণমালা ব'লচে যে, রাগ করিসনে, তুইও সেই দীক্ষা নিয়ে সংকল্পের কাজ আরম্ভ ক'রেচিস।

শ্রীকৃষ্ণ। (রঙ্গণমালা দেখিয়া প্রশংসা করিতে করিতে)

মদিরনয়না! মনে হয়,
রঙ্গণকুসুমচয় চিরকাল ধরি
মহাতীর্থে ক'রেছিল
কোন পুণ্য পুরব জনমে;
তাই, আমারও দুর্ল্ভ ওই তব বক্ষঃস্থলে
সাক্ষাৎ ল'ভেছে সঙ্গ-সুখের অবধি।

শ্রীরাধা। বিশাখা, যে গুঞ্জাহার আমার গলা থেকে জোর ক'রে

---

(১) কুচপট—স্তন-বসন।

কে'ড়ে নিয়েছিলি, সেই অমূল্য জিনিষ আমায় দে' ব'লচি; আর এই নে তোর শুকনো রঙ্গণমালা।

বিশাখা। গোকুলানন্দ, গুঞ্জাহারের জন্যে প্রিয়সখী আমার উপর রাগ ক'রচে।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, কাছে এস, তোমার কণ্ঠে গুঞ্জাহার পরিয়ে দি'।

(শ্রীরাধার নিকট অগ্রসর হইলেন)

ললিতা। (স্মিতমুখে স্বগত) গুঞ্জাহার-অর্পণ-ছলে কানু রাই এর বুকের কাঁচুলির প্রান্তভাগ স্পর্শ ক'রচে।

শ্রীরাধা। (কটাক্ষসহ ভ্রূক্ষেপণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

বিশাখা। রাই, যা' পাবার জন্যে তোর এত উৎকণ্ঠা তা' পেলি কি ?

শ্রীরাধা। (বিম্বাধর দংশন করিয়া) ধৃষ্টা কোথাকার! দাঁড়া বিশাখা দাঁড়া!

(লীলাপদ্ম দ্বারা বিশাখাকে প্রহার করিতে লাগিলেন)

বিশাখা। (উচ্চহাস্যে) তুইত কথাটা নিজের গায়ে পেতে নিলি। রাগছিস্ কেন ? আমিত গুঞ্জাহারের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম।

শ্রীকৃষ্ণ। সে তপস্যা কোথায় আমার
লভিবারে এহেন প্রহার লীলা-শতদলে ?
প্রিয়তমে, করলো তাড়ন মোরে
লোচন-অঞ্চলে আর কমল চঞ্চলে।

ললিতা। হরিকে তোর দেহশুদ্ধু সঁপে দিয়ে একটুখানি চাউনি দিবি তা'তেও কৃপণপনা! চিন্তামণি সঁপে দিয়ে তার কৌটার জন্যে অত আগ্রহ কিসের লা ?

শ্রীরাধা। ললিতা, এ সব কথা ব'লে গুরুজনের কাছে আমায় অপরাধী করিসনি বলচি।

বিশাখা। সই, তোর এতে ভয় করবার কি দরকার অমন নিপুণ ভগবতী থাকৃতে? তিনি সব ঠিক সমাধান ক'রে দেবেন।

ললিতা। (সহর্ষে স্বগত) কি ভাগ্যি যে প্রিয়সখী হাসতে হাসতে অপাঙ্গের তরঙ্গে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন ক'রলে।

বিশাখা। ললিতা চেয়ে দ্যাখ—

গগন-অঙ্ক শোভে শশাঙ্ক,
কান্তিলহরী মণ্ডিল তা'য়;
কান্তি-লহরে, সহসা সুমুখি,
বৃন্দাবন পুন ওই সাজায়;
বৃন্দারণ্যে শোভিল হরি,
হরিরে ভূষিল সখী তোমারি,
সখীরে দিয়াছে এই যে সাজায়ে
পীরিতি-পূর নিজ শোভায়।

ললিতা। হায় হায়, বিশাখা দেখ,—চন্দ্রকান্তমণিতে জ্যোৎস্না লেগে তা' থেকে জল বেরিয়ে, আমরা সূর্য্যপূজার বেদীর সুমুখে যে আলপনা দিয়েছিনু, সে সব ধুয়ে যা'চ্চে। চল, সেগুলাকে নিয়ে ফুল-বাগানে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, এখনও তোমার বক্রতার বিরাম নেই?

(বস্ত্রাঞ্চল ধারণ)

শ্রীরাধা। ছাড়, ছাড়, সখীরা আমাকে ডাকচে।

শ্রীকৃষ্ণ। কঠোর, আমার প্রতি কুটিলতা ক'রোনা।

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাসিয়া) দেবি সরস্বতি, তোমাকে প্রণাম করি। সত্য কথা প্রকাশ ক'রেচ। উনি যে কঠোর তা' তুমি ওঁর মুখ থেকেই প্রকাশ ক'রে দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অল্প হাসিয়া)

সুমুখি! পদ্মিনী যে তুমি মম ;
যেই হ'তে বহিয়াছে দূর দূরান্তরে
অনুপম তব প্রেম সুরভি-প্রচুর,
যেই হ'তে লভিয়াছে তাহা
কৃষ্ণভৃঙ্গ পরম হরষে,
সে অবধি তব-নব-মুখ-পদ্ম-মধু-পিপাসায়
আক্রান্ত হিয়ায়
আশায় আশায় সব ভুলি
ঘুরিয়া বেড়ায় কল গুঞ্জরণে।
আর,—
হেরি মুক্তাগণে একমাত্র অধিকারী
লভিবারে সমলোক (১) কুচযুগ সনে,—
সালোক্যের অধিকারী মুক্তজন যথা—
সাধ যায় মম, লভিতে সাযুজ্য (২) তব

(১) সমলোক—সালোক্য। পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে যে মুক্তি লাভ করিলে ভগবানের সহিত একলোকে বা স্থানে বাস করিতে পারা যায়, তাহাকে সালোক্য বলে।

(২) সাযুজ্য—যে মুক্তির দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে মিশিয়া যাওয়া যায় তাহাকে সাযুজ্য মুক্তি বলে।

স্তনদ্বয় সাথে ; সে কারণে
করিয়া সাধন লভিয়াছি অধিকার তার—
সঙ্গত্যাগ (১) কৈবল্যসাধনে (২)
সাযুজ্য মিলায় জানি,
আমিও ত্যজেছি সঙ্গ
সব মম সুহৃদ্ জনের ;
এবে আমি একাকী কেবল—
এই মম কৈবল্যসাধন ;
ওই দুটি পীন পয়োধর, সমান আকার,
সম পরিমাণ, কত মনোহর মরি,
বিষমতা তিল নাহি সেথা—
মুক্তিদাতা ঈশ্বরে যেমন
বৈষম্য (৩) না পায় স্থান ;
ঈশ্বর যেমতি সাধকেরে সাযুজ্য প্রদানি
নিবিড় অমৃত-সুখে (৪) করে নিমগন,
সুতনুলো, তুমিও তেমতি,
ডুবাও আমারে নিবিড় আনন্দ-মাঝে
প্রদানি সাযুজ্য তব পয়োধর সনে—যেন,
যুক্ত হ'য়ে রহি তার সাথে।

(১) সঙ্গত্যাগ—বিষয়াসক্তি ত্যাগ।
(২) কৈবল্যসাধন—অদ্বৈত-ব্রহ্মের অনুভূতির জন্য সাধন
(৩) বৈষম্য—সকলকে সমান জ্ঞানের অভাব।
(৪) অমৃতসুখ—মোক্ষসুখ বা ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীরাধা। (সলজ্জভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। হের, হের প্রিয়ে, শশাঙ্ক রসিকে,—
তটিনীর পতি (১) যা'র রসায়ন পাকে
লভিয়া পোষণ, মাতে স্ফীতির উচ্ছ্বাসে ;
সুশীত ওষধি-রস রহি যেই ঘটে,
হরি লয় দেহ-তাপ
কুমুদিনী-কুল-অঙ্গ হ'তে ;
কিবা ওই শোভে মৃগ অঙ্কেতে তাহার !—
সুনিপুণ ধুরন্ধর ওই পুরোহিত
কোককুল (২)-অভিচার-যাগে,
এবে কালিন্দীর উপকুল করিছে উজ্জ্বল।

তবে চল নিকুঞ্জের চন্দ্র-শালিকায় গিয়ে বিহার করিগে বসন্তের

(১) তটিনীর পতি—সমুদ্র।

(২) কোককুল—চক্রবাক। প্রসিদ্ধি আছে যে রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় হইলে চক্রবাক ও চক্রবাকীগণ আর মিথুনভাবে একত্রে থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি বিরহনিবন্ধন ক্রন্দন করে। নিশি-অবসানে চন্দ্র অদৃশ্য হইলে পর তাহারা আসিয়া পুনরায় মিলিত হয়। চন্দ্র তাহাদের বিরহ-রূপ অনিষ্ট ঘটাইয়া দেন বলিয়া তাঁহাকে উহাদের অভিচারযজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। কাহারও অনিষ্টসাধন করিবার নিমিত্ত যে যজ্ঞ তন্ত্রমতে করা হয় তাহাকে অভিচার যজ্ঞ বলে। অভিচার ছয় প্রকার। যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন (যাহা চিত্তকে ব্যাকুল করে) ও বশীকরণ।

সমস্ত কান্তি সেখানে চন্দ্রমণ্ডলকে কেমন সুন্দর ক'রে রেখেছে, আর চাঁদের জ্যোৎস্নাপুঞ্জ নিকুঞ্জের চন্দ্রশালিকাকে কেমন চুম্বন ক'রচে!

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি রাধাসঙ্গম নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—দক্ষিণ গোষ্ঠ—সখীস্থলী।

গোবর্দ্ধন-গিরি-গুহায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জসমীপে।

সময়—সন্ধ্যা।

(নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দী। ললিতা বললে,—"নান্দীমুখি, গরুদের গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে কৃষ্ণ এখন তাড়াতাড়ি গোবর্দ্ধনের দিকে গেল। তুমি সেখানে সুবলকে জানাও যে এই অবসরে যেন সে তা'র সখাকে রাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

(প্রস্থানোদ্যতা)

একি! পদ্মা এখানে আসছে কেন?

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। ভাই নান্দীমুখি, ভাল আছ ত? একটা উপায় বলনা ভাই, চন্দ্রাবলী বড় উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়েছে; কি ক'রে ভাই ত'াকে আশ্বাস দেওয়া যায় বল দেখি?

নান্দী। তা'র উদ্বেগের কারণ কি?

পদ্মা। তুমি ত জান সই যে, রোজ সন্ধ্যেবেলায় কৃষ্ণ বিলাস-বিভ্রমে সমস্ত গোকুলের লোককে কেমন আনন্দ দেয়—

নান্দী। হ্যাঁ, তা' কি হ'য়েচে?

পদ্মা। সম্প্রতি এই দক্ষিণ গোষ্ঠে তার গন্ধও পাওয়া ভার।

নান্দী। তা'তে দুঃখ ক'র না।

দেখিনু এখনি,—

শৈব্যার ললাটদেশে হ'য়েছে বিম্বিত
ধাতুচিত্ররচনা কানুর ;
শ্যামার চামর কেশে,
বিলুণ্ঠিত বনমালা শোভিছে উৎকট ;
গুঞ্জাহার-লতা-আধ,
ভদ্রার ভুজান্তে চারু গভীর অঙ্কিত ;
জানিও নিশ্চয়—নাগরীর গুরু সেই
গোবর্দ্ধনের হ'য়েছে অতিথি।

নেপথ্যে। ধরি বাম করে বংশী সহচরীপ্রায়—
নিখিল জগতে গীত সঙ্গীতের আদিম বসতি—
এই যায়,
নয়ন-আনন্দ প্রেমে নন্দের তনয়,
মন্দ মন্দ পদচারে
গোবর্দ্ধন-গিরির গুহায়।

নান্দী। পদ্মা, তুমি এই কথা চন্দ্রাকে বলগে, সে তা'তে সুখী হবে ; আমি সুবলের কাছে যাচ্চি।

(প্রস্থান)

পদ্মা। (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে বনদেবী বৃন্দা আইমা করালার ইচ্ছায় এই রকম ছল ক'রে চন্দ্রাবলীকে বারণ ক'রচে।

নেপথ্যে। রাধিকার প্রায়, তুমিও কি চাও আলম্বিতে
দুরন্ত উন্মাদে, ওরে মুগ্ধা অবোধ বালিকা ?
জরতীর বাণী ধর পূজ্য মানি—সে যে,
গুরু তব যদিও প্রাচীনা—যেওনা বাহিরে ;

এই বুঝি হাসিমাখা নয়নের কোণে
বিকাশিয়া চপল মাধুরী,
বরজ-সুন্দরী-মন করিবারে চুরি
আসে হরি মণিচোরা।

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রা। (উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)
তবে কি বৃন্দা যা' বললে তা' অলীক? কোথা এখানে কানু?
(বিষণ্ণতা)

পদ্মা। (নিকটে গিয়া)
সখি! দাবানল-বিষম-সন্তাপ
কেন নাহি কর দূর অন্তর হইতে?
কেন ঘনশ্বাসে বিম্বাধরে করিছ মলিন?
হে কল্যাণি! এসেছেন যদুপতি সখীস্থলীতটে;
গোবর্দ্ধন-কক্ষে তাই বনান্ত-নিচয়
কেকারবে হ'ল মুখরিত।

চন্দ্রা। (পদ্মাকে দেখিয়া)
কে? সখি পদ্মা? (গাঢ় আলিঙ্গন) যা' বলচিস তা' ঠিক ত?

পদ্মা। তা' নয় ত কি?

(উভয়ের অলক্ষ্যে সুবলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, হের তিরোহিত রবি
অস্তাচল-শিখর-মালায়,
তাপশূন্য হইল সে এবে।

বিকাশিয়া অস্ফুট তিমির
চিত্তে দেয় সন্তোষ প্রদোষ (১)।

সুবল। সখা, আজ গো-দোহন উপেক্ষা ক'রে লুব্ধের মত এখানে এলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, কোন ব্যক্তি ময়ূরের বর্ণনা করায় চন্দ্রাবলীকে মনে প'ড়ে গেল। তাই তা'কে দেখবার জন্যে এই লালসা।

সুবল। কেমন সে ময়ূরের বর্ণনা?

শ্রীকৃষ্ণ। কহিল সে জন,—
'হের কৃষ্ণ, ওই যে সম্মুখে,
উন্মত্ত শিখণ্ডি নাচে বিপুল তাণ্ডবে,
চঞ্চল মণ্ডলাকার, কিবা তার
ইন্দ্রধনু-বিনিন্দিত-চন্দ্রক-আবলী!'

সুবল। তবে তা'কে আকর্ষণ করার জন্যে বাঁশীর কলধ্বনি বিস্তার কর।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীমুখে বেণুবিন্যাস)

চন্দ্রা। (শুনিয়া ঘূর্ণার সহিত)
সর্ব্বদাই শুনচি এ মুরলী, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যেন কখনও শুনিনি! দুর্ম্মুখী অবাক্ ক'রে দেয়!

শ্রীকৃষ্ণ। সখা সুবল, চন্দ্রাবলীকে প্রসন্ন করা সম্বন্ধে আজ তোমাকে আমার অনুকূল হ'তে হবে!

সুবল। বেশ ত।

পদ্মা। সখি ত্যাখ্, এই যে গোকুলেন্দ্রনন্দন বাঁশী বাজিয়ে তো'কে তাড়াতাড়ি যেতে ব'লচে।

---

(১) প্রদোষ—নিশারম্ভ।

চন্দ্রা। (মুরলীর পথে চাহিয়া)

বিশাল ছিদ্রের জালে
পূর্ণা তুই সখি মুরলিকে!
লঘু তুই, আত্মা তোর অতি সুকঠিন,
গ্রন্থিলা নীরসা তা'য়,—তবু হায়
কোন্ পুণ্যোদয়ে লভিস্ হরির করে
চুম্বন-আনন্দ-সান্দ্র-নিত্য-আলিঙ্গন?

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দে) এই যে আমার নয়ন-ইন্দীবরের চন্দ্রিকা সেই চন্দ্রাবলী স্বয়ং উপস্থিত।

(আদরপূর্ব্বক সাগ্রহে নিকটে গিয়া)

প্রিয়ে, চন্দ্র তব মুখবিম্ব,
চন্দ্র নখে, কুণ্ডলে চন্দ্রমা,
নব চন্দ্র ললাটে তোমার,—
চন্দ্রাবলী সত্য তুমি তাই।

চন্দ্রা। (লজ্জিতা)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, দুষ্ট দানবদলনে মন আবিষ্ট থাকায়, তোমার মুখ-চন্দ্র না দেখতে পেয়ে, আমার দুঃখের রাতগুলি কেটেও কাটেনি।

চন্দ্রা। সুন্দর, ভ্রমরের মত কেবল নূতনকে অনুসরণ করাই যখন তোমার প্রকৃতি, তখন কেন আর চিরভুক্তা নীরস পদ্মিনীতে রমণ করবে বল?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! প্রতিপদেই (১) দেখা যায় তুমি সকলের চোখে নূতন, তবে আজ আলিঙ্গনের রসে আমার বিরহের উত্তাপ নির্ব্বাপণ কর।

---

(১) প্রতিপদে—প্রতিক্ষণে, কিম্বা চন্দ্রপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে।

পদ্মা। প্রিয়সখীর বিরহে তোমার তাপ কেন হয় ?

সুবল। দেখ, এমন কথা কখনই ব'ল না। এই আমার সখা কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর বিরহেই সন্তপ্ত হ'য়ে শীতল জলধারার কাছে প'ড়ে থেকে তৃষ্ণার্ত্ত চকোরের মত চারিদিকে এই চন্দ্রাবলীকেই দেখে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে শুন—

তোমারি বিরহতাপ হরিতে আমার,
মিলিল বিপিন-মাঝে
সুমধুর-রসা শীতল-পরশা
অমিয়-পূরিতা রাধা ;—

(সসম্ভ্রমে) নহে নহে—"ধারা" "ধারা", প্রিয়তমে !

চন্দ্রা। (অসূয়ার সহিত) তবে যাও, রাধাকেই সেবা করগে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি ত বললাম "ধারা"।

চন্দ্রা। বর্ণ দুটা তবে উল্টে গেল কেমন ক'রে ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, বর্ণ দুটাই উল্টা হ'য়ে গেচে, কি কর্ণ দুটাই উল্টা শুনেচে, এর বিচার করা যায় না।

চন্দ্রা। (রোষযুক্ত অরুণমুখ অবনত করিয়া)

দানবীর ! মনের ভাব লুকিয়ে দরকার নেই। আজ তোমার মনোহারী সুবর্ণযুগল বিন্যাস ক'রে আমার কর্ণ মাধুরীতে পূর্ণ হ'য়েচে—আহা ঐ বর্ণযুগল তোমার কি মধুর, তাই ত বলচি "সুবর্ণ"।

শ্রীকৃষ্ণ। যথার্থ এ বাণী তব
লো চকিত-সারঙ্গ-নয়নে !
সুবর্ণ (১)—ভূষণরূপে

---

(১) সুবর্ণ—স্বর্ণ

করিয়াছে সুমধুর শ্রুতিযুগে তব ;
সু-বর্ণ (১)—পীযূষ-বাণী ক্ষরিছে বদন হ'তে ;
সুবর্ণ (২)-কান্তির ছটায় গণ্ড উদ্ভাসিত ;—
আহা মরি, কত মতে খসি খসি
অন্তর বাহির হ'তে তব মুখেন্দুর,
করিছে আকুল মম
এই দুটি শ্রুতিযুগে নেত্রযুগে আর !

পদ্মা। সখি, নিজের অদৃষ্ট ভেবে আর দুঃখ করিস নি। যে রাধাতে অনুরক্ত তা'র সব কথাতেই ত রাধানাম মেশান থাকবেই।

চন্দ্রা। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া) পদ্মা, সই, ঠিকই বল্‌চিস্।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, তোমার এ আশঙ্কা কেমন ক'রে হ'চ্চে ?
ষোড়শী বল্লভা (৩) সে যে ষোড়শকলার (৪),
বিভাতিছে নীল নভস্থলে ;
কেমনে সম্ভব আজি, এ ভূমণ্ডলে,
সুবদনে,
সঙ্গম আমার বল সেই রাধা সনে (৫) ?

(১) সুবর্ণ—সুন্দর অক্ষর।

(২) সুবর্ণ—সুন্দর দেহের বর্ণ বা কান্তি।

(৩) (৪) ও (৫)—ষোড়শকলা অর্থে, চন্দ্র। রাধা অর্থাৎ অনুরাধা বা বিশাখা নক্ষত্র, চন্দ্রের ষোড়শী ভার্য্যা। এখানে কৃষ্ণ সেই অর্থে "রাধা" শব্দ ব্যবহার করিলেন।

পদ্মা। তোমার হ'ল চৌষট্টি কলা; ষোলকলা চাঁদ যা'র প্রিয় সেই রাধাকে (১) পেতে তোমার কষ্ট কি?

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রণয়-অবলোকনে পদ্মাকে)

শতদল-আয়তলোচনে!
চন্দ্রাবলী-বদন-গগনে গণ্ড-শশীদ্বয়ে
হেরি কলঙ্কিত অলীক বিতর্ক-জালে
শঙ্কাকুল আমি;
লালসায় হৃদয় চঞ্চল, সুখ নাহি লভি।

চন্দ্রা। (কপট প্রসন্নতার সহিত)

দেব, তুমি গোকুলবাসীর জীবন; সকলকে সুখ দেওয়াই তোমার গুণ; কোন্ হতবুদ্ধি নারী তা' সহ্য না করে? তবে বিফল সঙ্কোচে আতঙ্কিত হ'য়ো না।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই ধীরা, মুখের মাধুরীতে চরম ক্রোধের লক্ষণকেও গোপন কর'চে।

(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে, গৌরবের ছলে এ রকম বিষ উদ্গার করার দরকার নাই, এর চেয়ে বরং রোষের বচনই শতগুণে মধুর।

চন্দ্রা। গোকুলানন্দ! তোমার সুমুখে বাচালতা করায় মুখ দেখাতে পারচিনে; আমি অপরাধী হ'য়েচি, তাই ঘরে ফিরে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। (অনুনয়ে) প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। এই আমি অঞ্জলি বন্ধন ক'রচি।

(করজোড় করিলেন)

(১) এখানে পদ্মা দুই অর্থেই রাধা শব্দটি ব্যবহার করিলেন—রাধিকা এবং নক্ষত্র।

চন্দ্রা। সুভগ, আমি ত সোজা কথাই ব'লেচি, কেন মিছে আমাকে ভয় ক'রচ? আদেশ দাও আমি ভদ্রকালী দর্শন করিগে।

(পদ্মার সহিত প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, ইনি মহানুভাব। আমার চিত্তরূপ মহান্ আকাশে চন্দ্রাবলী চন্দ্রের আবলী হ'লেও বিষম ক্রোধ রাহুর মত তাঁ'কে গ্রাস ক'রেচে; তাই আমি আলোকবিহীন হ'য়েচি।

সুবল। প্রিয়বয়স্য, এ কথা বল কেন? তাঁ'কে দাক্ষিণ্যহীনা দেখলুম না ত।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, মহীয়সীদের প্রকৃতি বড়ই দুরূহ।

তাই এখনি তাহার,
নেত্রপ্রান্তে পশিয়াছে
কিবা এক স্থির সরলতা;
বচনে নিবাসে স্তুতি-বিনয়-ভঙ্গিমা;
বিষম সম্ভ্রমভাব আমার উপরে;—
হেন দাক্ষিণ্য-মহিমা-দ্বারে
বিকাশিল অন্তরের রুদ্ধ অভিমান।

তবে এস সেই মনোহর কেশরকুঞ্জে গিয়ে চন্দ্রাবলী-সঙ্গমের উপায় স্থির করিগে।

(উভয়ের-প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—বকুল কুঞ্জ

আসীন—সুবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, দেখ দেখ এই সেই নিকুঞ্জবীথি, কেমন বকুল ফুলেতে মনোহর হ'য়েচে!

এই হের সরোবর শোভিছে দক্ষিণে,
বামে বাপী প্রণালী চৌদিকে;
হরষিছে কেশরঅটবী নীরাধিকা—(১)

সুবল। (স্বগত) এইবার অবসর পেয়েছি; কথার অন্য রকম অর্থ ক'রে রাধিকাকে স্মরণ করিয়ে দি'।

(প্রকাশ্যে) বয়স্য, সা রাধিকা (২)—সেই রাধিকাই—তোমাকে হর্ষিত করে বল না, নী-রাধিকা (৩) ব'লচ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া) সখা, সত্য ব'লেচ; তবে আজ যা'তে রাধিকা এই কেশরকুঞ্জশ্রীকে অলঙ্কৃত করে, সেজন্য আমার কথামত ললিতাকে জানাও।

সুবল। যা' ব'লচ, প্রিয়বয়স্য, তাই করিগে। (প্রস্থান)

(পদ্মা ও মধুমঙ্গল প্রবেশ করিতে করিতে)

মধু। পদ্মা, শুনলুম নাকি—বয়স্য অত চাটুবাক্যে অনুনয় করাতেও চন্দ্রাবলী আজ প্রসন্ন হয় নি?

পদ্মা। তাইত।

মধু। নিশ্চয়ই তবে বয়স্য বিষণ্ণ হ'য়ে আছে। তা' দুজনের যা'তে মিলন হয় সেটা আমাদের করা উচিত।

---

(১) নীরাধিকা অর্থে যেখানে অধিক নীর বা জল আছে।

(২) সা রাধিকা—সেই রাধিকা।

(৩) এখানে নী-রাধিকা অর্থে—যেখানে রাধিকা নাই।

পদ্মা। আর্য্য, সেইজন্যেই ত আজ তোমার সঙ্গে এসেচি।

মধু। (সম্মুখে দেখিয়া) দেখ পদ্মা, ওই যে বয়স্যের কাছে শুধু ভোমরাগুলাই আছে ; সে কেশরকুঞ্জে কি ভাবচে !

পদ্মা। আর্য্য, এস লতাগুল্মের আড়ালে লুকিয়ে শুনিগে সে কি বলে।

(উভয়ের লতান্তরিত হইয়া অবস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতে করিতে উৎকণ্ঠিতভাবে)

পসারিলে যা'র ভুরুধনু,
কন্দর্প শিথিল করে পুষ্পধনু-গুণ
ভাবি মনে—কিবা কাজ আর শরাসনে,
সেই প্রিয়া মধুরিম মণির মঞ্জুষা
আসুক হেথায় এবে ভূষিতে আমায়।

মধু। পদ্মা, বয়স্য উৎকণ্ঠায় তোমাদের প্রিয়সখীর কথাই ব'লচে ; এস তবে শিগ্‌গির তা'কে নিয়ে আসি।

পদ্মা। আর্য্য, প্রিয়া ত এর অনেকেই আছে, তা' কা'র কথা ব'লচে ঠিক ক'রে শুনি।

শ্রীকৃষ্ণ। (পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত ভাবে)

সে মুখ-সুষমা-ময়ী, নির্জ্জিত যেথায়
রাকাচন্দ্রা বলী-বল্গুকটি—(১) (অর্দ্ধোক্তি)

---

(১) এই বাক্যগুলির দ্বারা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইলেও মধুমঙ্গল ও পদ্মা বুঝিলেন শ্রীচন্দ্রাবলীই তাঁহার অভিপ্রেত। যে মুখ-সুষমার কাছে রাকা চন্দ্রা অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র নিজ্জিত এবং যাঁহার কটি ত্রিবলীসমন্বিত বলিয়া বল্গু বা সুন্দর—ইহাই রাধাপক্ষের অর্থ। চন্দ্রাবলী-পক্ষে—যাঁহার মুখসুষমার কাছে রাকা বা পূর্ণচন্দ্র পরাজিত, এবং যাঁহার কটিদেশ বল্গু।

মধু। পদ্মা, এর পর আর কি শুনবে? চল চল শিগ্‌গির যাই।

পদ্মা। ঠিক ব'লেছ, চল তবে। (উভয়ের দ্রুতবেগে কিছুদূরে গমন)

শ্রীকৃষ্ণ। (পূর্ববাক্যের সমাপ্তি) আর কি আসিবে বুকে
রসময়ী রাধিকা আমার?

পদ্মা। আর্য্য, বলি শুন।

প্রিয়সখী আমার মানিনী; সে যদি নিজে আসে তবে তা'কে লঘু হ'তে হবে; তাই ফিরে যাও, কৃষ্ণকে জানাও গে।

মধু। বেশ বুদ্ধি দিয়েছ।

(শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ফিরিয়া গিয়া) বয়স্য হে, মনের উৎকণ্ঠায় যা' কিছু ব'ললে, লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনেচি; তা' বলত তোমার বল্লভাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসি।

শ্রীকৃষ্ণ। (রাধাকে আনিবে মনে করিয়া প্রশংসার সহিত সাদর আলিঙ্গন)

সখা, অনুগ্রহ ক'রে তা'কে শীঘ্রি আন।

মধু। (ফিরিয়া পদ্মাসহ প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ, পরম উৎকট প্রেম কি রকম উৎকণ্ঠা জাগিয়ে দেয়!

নিকুঞ্জকোটর-মাঝে ভ্রমরগুঞ্জন,
ভায় মনে—মণিময় মঞ্জীর-শিঞ্জন,
তৃণেরে নাচায় যদি চঞ্চল অনিল
শঙ্কা হয় মনে—'প্রিয়া ওই যে আসিল'।

(পদ্মা ও মধুমঙ্গলসহ চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রা। সই পদ্মা, এই না বকুলকুঞ্জ দেখা যা'চ্চে?

পদ্মা। হ্যাঁ তাইত, শিগ্‌গির আয় তবে।

(উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (নূপুরধ্বনি শ্রবণে) হায়, ভ্রমরীর ঝঙ্কারে বারবার আমি ভ্রান্ত হ'লাম, তবে বৃথা অভ্যর্থনাসম্ভ্রমে দরকার নেই।

(উদ্বিগ্নতা)

ফলোন্মুখী যত আশালতা,
আকুলতা তত মথে জনে ;
চাতক যেমতি,
আসন্ন-নীরদ-পাতে ফুকারে দ্বিগুণ।

(পুনরায় উৎকর্ণের ন্যায়)

একি ! সুমুখেই যে অলঙ্কারের ধ্বনি শুনা যাচ্চে !

(গ্রীবা উন্নত করিয়া সসম্ভ্রমে) সত্যই আমার প্রেয়সী এসে উপস্থিত।

(বেগে চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে গিয়া)

হে আমার হৃদয়ভৃঙ্গ, আমি গতিশীল জঙ্গম লতা মঙ্গলাভা রাধিকাকে আনন্দিত ক'রে—

(অর্দ্ধোক্তি)

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণ রাধাকেই চাহিতেছেন অতএব তাঁহাকে এখানে আনা বিড়ম্বনা দিবার জন্য—এইরূপ ঈর্ষাব্যঞ্জক কটাক্ষে মধুমঙ্গলের দিকে চাহিলেন)

মধু। (স্বগত) সখা আমার 'মঙ্গলাভা রাধিকা' ব'লেই গোল বাধালে দেখচি। সে বোধ হয় রাধিকাকে উদ্দেশ ক'রেই তা'কে "মঙ্গলাভা" ব'লে তা'র আভার বা কান্তির প্রশংসা করচে। যাক্, এটা এক রকম ক'রে সেরে নিয়ে চন্দ্রাবলীকে প্রসন্ন ক'রতে হবে।

(প্রকাশ্যে) সখি চন্দ্রাবলি, প্রিয়বয়স্য ত তোমাকেই বর্ণনা ক'রচে তুমি মঙ্গলভারে অধিকা ব'লেই ত ঐ রকম ব'লচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্ময়ে স্বগত) এ কি! চন্দ্রাবলীকে যে অভিসার করিয়ে এনেচে দেখ্‌চি! যা' হো'ক এখন বটুর কথাই বজায় করি।

(প্রকাশ্যে পূর্ব্ব অর্দ্ধোক্ত বাক্য-সমাপন)

সহজেই সেই সুহৃদনুরাগিণী চন্দ্রাবলীকে পেলুম।

চন্দ্রা। (সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী বিন্যাস করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দে) প্রিয়ে, চকোর-নিকর

সবে মিলি একমাত্র চন্দ্রমায় সেবি
পুরায় সকল সাধ আপন মনের;
কিন্তু, তুমি প্রিয়ে চন্দ্রের আবলী (১) হ'য়ে
নারিলে মিটাতে সাধ, শত সেবা লভি,
সবে মাত্র দুটি মম নেত্রচকোরের।

মধু। (সগর্ব্বে) বয়স্য হে, আমার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা দেখলে ত? তোমার ত অনন্ত গুণ, তবুও প্রিয়সখীর মানের গ্রন্থিটি খুলতে ত পারলে না; কিন্তু আমি (উপবীত দেখাইয়া) এই নবগুণ (২) ধ'রেই তা'কে খুলে দিলুম।

শ্রীকৃষ্ণ। বয়স্য, পুষ্পধনু কন্দর্প যে ছয়টি গুণের (৩) দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন, তা'র মধ্যে দুটিতে অর্থাৎ সন্ধি ও বিগ্রহে তুমি নিযুক্ত থাক। তবে সন্ধি করা তোমার পক্ষে কঠিন কি?

পদ্মা। আর্য্য, ওই যে সামনে মল্লিকা ফুলগুলি ফুটে র'য়েচে, চল চল ওদের তুলি গিয়ে। (পদ্মা ও মধুর প্রস্থান)

(১) চন্দ্রের আবলী—চন্দ্র শ্রেণী।

(২) নবগুণ—যজ্ঞসূত্র।

(৩) ষড়্‌গুণ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয়টিকে রাজাদিগের ষড়্‌গুণ বলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই কুঞ্জে বোধ হ'চ্চে রাধা এখনই এসে পড়বে, তবে অন্যত্র যাই।

(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে, সুমুখে নিকটেই নাগকেশর বন র'য়েছে, সেই বন নাগরদের বিলাসের বেশ উপযুক্ত, চল সেখানে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ললিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে
শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সই, ভ্যাখ দ্যাখ, সব দিকেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ললিতা। সই, অন্ধকারের অভিসারে যেমন শ্যামল সাজে সাজা উচিত তেমনি সেজেচিস্ ত ?

শ্রীরাধা। হেঁ ভাই।

ললিতা। (দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)

রে সখি তোর এ কি বিপরীত সাজ ?
কবরী উপরি কি এ
নীলরতন ময়
হার আরোপিলি আজ ?
কুচের ভূষণ দিয়ে
কবরী জুড়িলি সই,
উরজ কলস-যুগে
কবরী-ভূষণ ওই,
কুবলয় শ্রেণীদাম, গর্ভক যাহার নাম,
স্থান-বিপর্য্যয়ে করিছে বিরাজ !
নয়নের অঞ্জন লেপিয়াছ অঙ্গে,
অঙ্গের কস্তুরী লোচন-সঙ্গে,

হরি-অভিসার-সম্ভ্রম-রঙ্গে
ভুবন বিসঁরিলি লয় মন-মাঝ।

শ্রীরাধা। নে ভাই, পরিহাস রাখ। শিগ্‌গির বল্‌ দেখি, বকুল-কুঞ্জে কোন্‌ দিকে যায়?

ললিতা। এ দিকে, প্রিয়সখি, এদিকে।

(সরিয়া আসিয়া সশঙ্কে)

তিমিরের মসীরাশি দিয়া
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া
কদম্ববনের মাঝে
যায় যা'রা মধু-রিপু-কাছে,
পুণ্য-আত্মা তা'রা সবে সখি!
(কিন্তু) বিপরীত সবই তোর দেখি—
তোরে বেড়ি বিদ্যুত-বরণ
স্থচি-সম তনুর কিরণ
ভেদিয়াছে ঘন অন্ধকারে,
কেমনে গো যাবি অভিসারে?
হরি হরি একি হ'ল দায়,
তোর দেহ তোরি শত্রু হায়!

শ্রীরাধা। আর তিরস্কারের দরকার নেই; দ্যাখ্‌, বকুলকুঞ্জ এল ব'লে।

(সম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া বিতর্কিতভাবে)

দূর হ'তে মুরারির পরিমল বহি
নাসিকায় না দেয় উল্লাস;
নখরের কিরণ-নিকরে

এই কুঞ্জ নহে ত উজ্জ্বল ;
তাই মানি,—লতাকুঞ্জে কোথাও গোপনে
সখা তব, প্রিয়সখি, হ'য়েছে নিলীন,
পরিহাস-অভিলাষ করি ।

ললিতা। ওলো আয় এই যে বাঁ দিকে কদমকুঞ্জ, এখানটা খুঁজিগে।

শ্রীরাধা। (খুঁজিতে খুঁজিতে) নাগর, দেখেচি দেখেচি ; এ কি ! অঙ্গ দিয়ে অঙ্গ ঢাকচ যে ?

(চারিদিকে অন্বেষণ)

ললিতা। (স্বগত) দেখ্‌চি কান্তকে হারিয়ে রাইএর সারা বনখানি কান্ত দিয়ে আচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে ; অথচ কান্তকে দেখতে না পেয়ে সারা বন সে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্চে।

(প্রকাশ্যে) থাক সই, আর খোঁজাখুঁজিতে কাজ নেই, চল্‌ কেলিকুঞ্জ রচনা করি গে।

শ্রীরাধা।	বকুল ফুলের মালা দিয়া
কেলিকুঞ্জে তোরণ কর,
কমল-দলে বিছাও সেজ
করি অতি মনোহর ;
ইন্দীবর-নয়ানি গো
শয্যাতটের কাছে আনি,
রাখিস যেন সাবধানে
সেরা মধুর পাত্রখানি ;
সহচরি, হরি যেন
আজি তোর কৌশলেরি,

শ্লাঘা করে আসি হেথা,
বারম্বার হেরি হেরি।

(ললিতা কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন)

ললিতা। কৃষ্ণের দেরী হ'চ্চে ; চ কুঞ্জের ভিতর গিয়ে তার প্রতীক্ষা করি।

শ্রীরাধা। (উদ্বেগ-সহকারে এদিক ওদিক গমন করিতে করিতে)

সখি, রজনীর পূর্ব্বযাম হইল অতীত,
এখনও ত হরি,
আসিল না নিকুঞ্জ-নিলয়ে!
লয় মনে,—পদ্মা বুঝি সখীহিতব্রতা
রুধিয়াছে তাহারে কোথাও;
হায়, ওই শশী শত্রুতা আচরি যত
অভিসার-লুব্ধা রমণীর
সরে নিজে প্রাচীদিশা-মুখে (১)
তিরপিয়া (২) সর্ব্বভাবে কর (৩)-পরশনে
পৌলমীর রতিবন্ধু (৪) বিলসে যেখানে।

(উভয়ের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ)

(১) প্রাচীদিশা—পূর্ব্বদিক্, ইন্দ্রনায়িকা।

(২) তিরপিয়া—সন্তুষ্ট করিয়া।

(৩) কর—কিরণরূপ হস্ত।

(৪) পৌলমী-রতিবন্ধু—শচীপতি ইন্দ্র।

৩য় দৃশ্য—নাগকেশর-কুঞ্জ

আসীন—শ্রীকৃষ্ণ।

সময়—উষা

(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া)

কুমুদ-নিকরে ধরিছে শিথিল রাগ
অলিকুল যত ; ঘূক চাহে
তরুমাঝে কোটরের পানে ; ধীরে ধীরে ধ্রুবতারা
সঙ্কুচিত করিছে কিরণ ;—তবে কি
উদিবে বলি উৎকণ্ঠিত ভানু
উদয়-অচল-তটে ?

(ইতস্ততঃ বিচরণ)

জানি না নূতন বিচ্ছেদে রাধা ভয়ানক ক্রোধে আজ কি ক'রে বসে! (চিন্তা করিয়া) যাই হোক্, কেশরকুঞ্জে নাগকেশর ফুল দিয়ে তা'কে সাধব। তবে এই নাগকেশরগুলি তুলি।

(অগ্রসর হইয়া চয়ন করিতে করিতে)

তাই ত,—তবে কি সে,
"কই সখি কপটী মাধব
এখনও ত নাহি এল এ লতাকুটীরে",
বলি বলি যাপিয়াছে তামসী যামিনী
দীর্ঘতম ক্লেশভরে ?
যাই তবে তাহারে ভেটিতে।

(প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—বকুল কুঞ্জ

(শ্রীরাধার অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

(বকুলকুঞ্জ দেখিয়া বিষাদে)

ওই যে ফেলেছে ছুড়ি' কর্পূর-তাম্বুলে
সম্মুখে রাধিকা ; (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)
নীলকান্ত-মণিগুচ্ছ-হার মনোহারী
উৎসারিত কণ্ঠ হ'তে হায় ;
(পুনর্ব্বার সরিয়া কিয়দ্দূরে)
উদার সৌরভময় কুসুমের চূড়া
ছিন্ন ভিন্ন নখে ;
কুঞ্জ হেন, কহিছে ফুকারি তা'র
অন্তরের তীব্র গ্লানি বিরহের তাপে।
(অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—শ্রীরাধার সূর্য্যবেদী।

(শ্রীরাধার অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে আমার সুমুখে প্রেয়সীর সূর্য্যপূজা করবার বেদী ; তবে ওর পাশে গিয়ে বসি। (বেদীর পার্শ্বে গমন)

(ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি ললিতা, বেদীর কাছে তোদের সেই নাগর, ওই ত্যাখ্।

ললিতা। তুই কাঞ্চন-প্রতিমার মত কঠোর হ'য়ে থাক।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই যে, প্রিয়া সপরিবারে সুমুখেই র'য়েচে, তবে এই রকম বলি,—

(সখীদের নিকটে গিয়া)

ললিতা বেশ বেশ ; ভাল ক'রেই দেখলুম দুর্মন্ত্রণাতন্ত্রে তুমি কত বড় আচার্য্য—আজ কিনা কেশরকুঞ্জের বেদীতে আমায় বসিয়ে রেখে রাত জাগান ব্রত করালে !

ললিতা। (ক্রোধের সহিত) ওঃ বিপরীত, সব বিপরীত !

কুহক ! কেশরকুঞ্জের মাঝে
একা সখী তোমার বিহনে
রহি নব পল্লব-শয্যায়
মানিয়াছে কল্পাধিক ত্রুটিমাত্র কালে।

শ্রীকৃষ্ণ। (কপট দর্প-প্রকাশে) ওহো, কি গম্ভীর ভাবে এ দম্ভের আড়ম্বর প্রকাশ ক'রচে !

(নাগকেশরগুলি বাহির করিয়া)

হের নাগ-কেশর-কলাপে ;
ইহারাও হায়, হেরি মোরে
যাপিবারে নিশি অনিদ্রায়
হইয়াছে ক্লিষ্ট কত !
পুষ্পচয় হ'তে তাই,
বিগলিছে মধুধারা
নেত্র হ'তে অশ্রুধারা সম।

ললিতা। ধূর্ত্তপনা দেখ ! কেশর ত বকুলকেই বলে ; এখন আবার তা'কে নাগকেশর ব'লে বুঝান হ'চ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। (নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার ভাণ করিয়া)

ললিতা, থাক থাক, আর কথার অর্থ ব'দলে কাজ নেই। কথার অর্থ ফিরাতে তুমি যে খুব পটু তা' জানি। কেশরকুঞ্জকে বকুলকুঞ্জ ব'লে আমাকে ঠকাতে হবে না। নাঃ—তোমারই বা দোষ কি বল? দোষ দেখেও গৌরাঙ্গীদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য ক'রতে ইচ্ছে ক'রে আমিই দোষ ক'রেচি।

বিশাখা। বলত, তুমি গৌরাঙ্গীদের কি দোষ দেখলে?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখ,—

ধরণী-সন্তাপহারী নবরসধারী
সুমধুর কৃষ্ণমেঘ হইলে উদিত,
গৌরী ক্ষণপ্রভা (১)
থির কভু নাহি বাঁধে সেথা।
—শৃঙ্গারাদি নবরসাশ্রয়
মধু-রসময় ধরণী-সন্তাপহারী
কৃষ্ণমেঘ আমি; মোর আবির্ভাবে
গৌরীগণ ক্ষণপ্রভাসম
অস্থির মানসে ক্ষণে ধরে অনুরাগ
রমণের তরে, পুনঃ সেইক্ষণে,
ধরে রাগ বিপরীত বাম্যের কারণে।

বিশাখা। বজ্রের মতন কঠিন যা'র আচরণ তা'র সঙ্গে যা'রা কোমল-প্রকৃতি তা'দের ও রকম করাই ত ঠিক।

ললিতা। বিশাখা, একটা গান শোন—

(একটি ভ্রমরকে দেখাইয়া)

চাহ চাহ সই, ভমর (২) ধাবই,
চম্পকলতা ছোড়ি,

---

(১) ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। (২) ভমর—ভ্রমর।

সিনেহ (১)-সদন, নবীন কাঞ্চন
কান্তি-কুসুম-গোরী (২) ;
কোই (৩) বা চপল, গৌরী কি শ্যামল,
সমুঝ (৪) মন বিচারি,
শ্যামল ভেল (৫), চপলা কিয়ে,
বিপরীত রীত ভারি।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) সত্যই তুমি বাগ্মীদের রাণী।

ললিতা। (জনান্তিকে) ত্মাখ ভাই, যে রকম নিঃশঙ্কে জোরের সহিত ব'লচে, তা'তে মনে হয় এর দোষ নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। "চারুভুরু নবীনা যুবতী
বাম্য হতে কখনও না লভে বিরতি,"—
জনশ্রুতি হেন, মিথ্যা নহে ;
আমা সম খিন্নজনে সান্ত্বনা তেয়াগি
দেয় আজি বরং গঞ্জনা।

ললিতা। (জনান্তিকে) ওলো, সত্যই কানু রাত জেগে খিন্ন হ'য়ে প'ড়েচে, তবে সই প্রসন্ন হ।

শ্রীরাধা। (অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে) মুগ্ধাদের প্রতি বঞ্চনার কৌশলে তুমি খুব নিপুণ দেখ্‌চি।

শ্রীকৃষ্ণ। (সানন্দে) এই সমস্ত ফুটন্ত কেশর ফুলে তোমার কবরী সাজিয়ে দিব ; আমার প্রয়াস যেন বিফল হয় না।

---

(১) সিনেহ—স্নেহ। (২) গোরী—গৌরী। (৩) কোই—কে।
(৪) সমুঝ—বুঝিয়া দেখ। (৫) ভেল—হইল।

(আচ্ছাদন হইতে নাগকেশরগুলি বাহির করিলেন)

প্রিয়ে, দেখ এই সব সুগন্ধের শ্রেষ্ঠ কেশরফুলে আমিও সদ্য সুবাসিত হ'য়েচি।

শ্রীরাধা। (নর্ম্মস্মিত হাস্যে) নিশ্চয় তুমি চন্দ্রাবলী-পরিমলে সুবাসিত হ'য়েচ।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, তোমার পরিহাস-বাক্যগুলিরও কখনও অন্যথা হয় না; দেখ না, আমার অঙ্গ থেকে এখনও চন্দ্রাবলী-সৌরভ (১) উদ্গত হ'চ্চে।

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত মুখ ফিরাইয়া) ললিতা, কাণ খেয়েচিস্ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, কথার অক্ষরগুলি সমান হ'য়েচে ব'লে অসহিষ্ণু হ'চ্চ কেন ? বর্ণনাছলে আমি কর্পূরের কথা ব'লেচি।

শ্রীরাধা। (স্মিতহাস্যে) দাও ফুলগুলি।

(বস্ত্রাঞ্চল-প্রসারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার মুখ দেখিয়া স্বগত)

আহা, বিভ্রম-মণ্ডিত ভ্রূধনুর কি নৃত্যকৌশল !

বিশাখা। (জনান্তিকে) ললিতা, দ্যাখলো দ্যাখ্—রাই, তা'র সম্মোহন-কটাক্ষ-বাণে কানুকে এমন ক'রে বিঁধেচে যে সে ফুলের পুঁটুলির সঙ্গে বেণুশুদ্ধ তা'র আঁচলে দিয়ে দিয়েচে, তবু কানু জানতে পারে নি।

ললিতা। (জনান্তিকে বিশাখাকে)

সখি, নিদ্রাগম হইলেও নন্দনন্দনের

নারে যা'রে হরিতে গোপিকা,

---

(১) চন্দ্রাবলী—চন্দ্র কর্পূরের একটি নাম, তাহার আবলী অর্থাৎ সমূহ, তাহার সুগন্ধ।

ধন্যা এ রাধিকা, নিজ কটাক্ষমাত্রেতে
মুগ্ধ করি তা'রে,
হরি' নিল সেই মুরলিকা, তাহারি সম্মুখে।

শ্রীরাধা। (জনান্তিকে)
গৃহকর্ম্ম-সূত্রপাতে
স্তব্ধগতি করে যে গো করে, রাত্রে হায়
টানি লয় পতিক্রোড় হ'তে,
নীবিবন্ধ করে বিধ্বংসিত
গৌরীদের গুরুজন-আগে,
সেই সে মুরলী ধূর্ত্তা গোকুলমঙ্গল,
বশীভূতা আজিকে আমার।

নেপথ্যে। ওরে হরিণগুলো, বয়স্যকে কি দেখেচিস্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। মধুমঙ্গল আসচে নাকি ?

(মাল্যহস্তে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধু। সুবলের মুখে শুনলাম, আজ নাকি রাধা নিকুঞ্জে রাত জেগেচে ; তবে গিয়ে তা'কে উৎসাহ দিয়ে আসি।

(নিকটে গিয়া)

সুনিবিড় বনমালে (১)
অলঙ্কৃত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি যা'র,
কটক (২)-প্রভায় অঙ্গ অতি সমুজ্জ্বল,

---

(১) কৃষ্ণকে (গোবর্দ্ধন) শৈলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বনমালা—অর্থে কৃষ্ণের পরিহিত বনমালা, এবং শৈলপক্ষে বনশ্রেণী।
(২) কটক অর্থে বলয়, শৈলপক্ষে নিতম্ব।

ধাতুরাগে বপু বিমণ্ডিত, (১)
উচ্চতম (২) যেবা হয় নিখিল ভুবনে,
সখি রাধে, কেমনে নয়ন-ভঙ্গে
আনিলে টানিয়া কৃষ্ণশৈলে হেন ?

শ্রীরাধা। (লজ্জিতা)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমার রাত্রের ক্লেশ এই বয়স্য জানে।

শ্রীরাধা। আর্য্য, আজ স্নেহ-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে শিখিয়ে দিলে,—কি কৌশলে দুর্গম সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারা যায়।

মধু। সখি, বেশ তিরস্কারটা ক'রে নিলে আমাদি'কে। আমাদের বয়স্য কোথায় প্রত্যেক লতাটি ন'ড়লে ভাবতে লাগল যে—এই তুমি এলে বুঝি ; এমনি ক'রে ভেবে ভেবে উৎকণ্ঠায় সারা রাত জেগে কাটালো ; আর তোমরা হ'লে কিনা সাধু ! বয়স্য কুঞ্জের ভিতর রইল, তবু অকারণে সে কুঞ্জে নেই মনে ক'রে ঘরে গিয়ে নিরাতঙ্কে ঘুমাতে লাগলে।

শ্রীরাধা। আর্য্য, একথা ব'লচ কেন ?

বার বার করি নিরীক্ষণ হেরিনু যখন হায় নিকুঞ্জ-মাঝার
কংসারি-নখর-চন্দ্রাবলীর ছটায়
গ্রস্ত নহে তিলমাত্র কাল (৩)
তখনই আহত হ'য়ে

---

(১) কৃষ্ণের গাত্র গৈরিকাদি ধাতুর দ্বারা অঙ্কিত ; শৈলপক্ষে, শৈলগাত্রে গৈরিকাদি ধাতু থাকে। (২) উচ্চতম অর্থে, কৃষ্ণপক্ষে—রূপেগুণে শ্রেষ্ঠতম, শৈলপক্ষে—সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। (৩) কংসারি-নখর…কাল—কংসারির নখর চন্দ্রাবলীর ছটায় তিলেকের জন্যই যে গ্রস্ত তাহা নহে, সর্ব্বদাই গ্রস্ত—ইহাই মধুমঙ্গলের বিপরীত অর্থ।

সদ্যোদিত তুষ্টমতি বিধুর কিরণে
লভিলাম বনে ক্লেশরাশিপূর্ণ হেন দশা।

মধু। (উক্ত বাক্যের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া স্বগত)

এই রে, কুঞ্জে রাই তবে চন্দ্রাবলীকেও দেখতে পেয়েচে। তা' আর একে বঞ্চনা ক'রে লাভ কি, বরং উঁচিয়ে দি'।

(প্রকাশ্যে)

কল্যাণি! দরশ না লভি তব মুখচন্দ্রমার
ক্লান্ত এই ব্রজেন্দ্রনন্দন—চন্দ্রাবলী—

(এই অর্দ্ধোক্তির পর ঢোঁক গেলার ভঙ্গী)

শ্রীকৃষ্ণ। (ভ্রূভঙ্গে নিবারণ)

(সকলে পরস্পর ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন)

মধু। (স্বগত) এইরে এইরে, তাইত, বামুন বটুকের মত বড় চঞ্চলপনা ক'রে ফেলেচি ত তাড়াতাড়ি 'চন্দ্রাবলী' ব'লে ফেলে!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার সারা রাত্তিরের অমন ধারা কষ্টের কথা ভেবে বয়স্যের বুঝি কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে গেল; তবে আমিই ওর কথাটা শেষ ক'রে দি'। ও ব'লতে চায় যে, তোমাদের কানু—

(স্মিতহাস্যে মধুমঙ্গলের পূর্ব্বোক্তির সমাপ্তি)

চন্দ্রাবলীন (১) করিয়া নয়ন
তব মুখাভাস স্মরি'
গোঙায়েছে কোনরূপে রাতি।

---

(১) চন্দ্রাবলীন—চন্দ্রে অবলীন। তোমার মুখের চন্দ্রের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমার সখা চন্দ্রেতে চক্ষু অবলীন করিয়া তোমার মুখ স্মরণ করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়াছে।

মধু। প্রিয়বয়স্য, তুমিত সর্ব্বজ্ঞ দেখ্‌চি, কি ক'রে বাক্যের যে বাকী অংশটা আমার হৃদয়ের ভিতর র'য়েচে তা' তুমি টের পেলে বল ত?

ললিতা। রাই, এখনও কি তোর সন্দেহ আছে? ত্থাখ্‌লো ত্থাখ্‌—নাগরের মনোহর অঙ্গে রতিবিলাসের চিহ্ন সব দেখা যাচ্ছে।

(ঈর্ষ্যার সহিত)

বালা!
গোপরামা-স্তনতটে অর্দ্ধনেত্রে চাহে যেই জন,
শ্যামশিলা সম বিলসিছে হৃদয় যাহার,
সেইজন হ'তে
একেবারে চিত্ত তোর ফিরাগো ত্বরায়;
জান না কি—লীলাছলে
আকর্ষিয়া কুলবতী নারী
ধূর্ত্ত সেই করে তা'রে কলঙ্ক-সঙ্কুল,
তারপর ছাড়ি যায় নিঃশঙ্ক-হিয়ায়?

শ্রীরাধা। হায় হায় ধিক্ ধিক্ এতদূর বিড়ম্বনা?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, মিথ্যে আমাকে দুষচ।

শ্রীরাধা। (তিরস্কার করিতে করিতে)

দেব! বিস্ফারিত অনিমিখ আঁখে
চেয়েছিলে বুঝি মম পথে, তাই,
কেশর-রেণুকা-পাতে
হইয়াছে রাঙা তব ও দুটি লোচন?
বিম্বাধরে ব্রণ উঠিয়াছে,
বুঝি শীত কানন-অনিলে?

ছাড় এ সঙ্কোচ, দৈবহতা (১) আমি,
দূষিনি তোমায় কভু।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি তোমার অধীন; তাই আমার সঙ্কোচও অলঙ্কারের সমান।

শ্রীরাধা। সব লোকেই জানে তুমি স্বাধীন, আমার অধীন কেন হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, কেবল আমি তোমার অধীন নই, আমার দশ অবতারও—

হের মীন (২) অধীন সে চঞ্চল লোচনে তব ;
কমঠ (৩) লভিছে সঙ্গ দৃঢ় পয়োধরে ;
ক্রোড় (৪) স্ফুরে ক্রোড়-মাঝে ,
অধর-যুগল প্রহ্লাদ-পোষণ (৫) তব ;
বলি (৬) বাঁধা কটিতটে ;

(১) দৈবহতা—হতভাগিণী।

(২) মীন—মৎস্যাবতার ; মৎস্যের গুণ চঞ্চলতা।

(৩) কমঠ—কূর্ম্মাবতার, কমঠের পৃষ্ঠ অতি কঠিন ও দৃঢ়।

(৪) ক্রোড়—বরাহ অবতার ; ক্রোড় শব্দের এক অর্থ বরাহ, অন্য অর্থে—কোল।

(৫) প্রহ্লাদ-পোষণ—একঅর্থে নৃসিংহ অবতার, যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা ও পোষণ করিয়াছিলেন ; অপর অর্থে, যাহা প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদ বা আনন্দকে পোষণ বা বর্দ্ধন করে।

(৬) বলি বাঁধা—এক অর্থে বামন অবতার, যিনি বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন ; অন্য অর্থে, (কটিদেশে) ত্রিবলীর দ্বারা শোভিত।

মুখরুচি জিনে রামা-কুলে (১) ;
লভি শ্রী-ঘনভাব (২) আজি
বিরাজিছে বরাঙ্গে তোমার ;
মানিনি ! মন মাঝে কল্কিতা (৩) বিরাজে ।

শ্রীরাধা । ললিতা শুনলি ত ?

ললিতা । কৃষ্ণ, তোমার অবতারেরা ত তোমাতেই র'য়েচে ; তা'দের সব চিহ্ন দেখা যা'চ্চে ।

বনমাঝে (৪) অতি চপলতা
সেটি তব মীনের লক্ষণ ;
কঠিনতায় কূর্ম্ম-পরিচয় ;
গোষ্ঠে তব গো-সঙ্গতি (৫)
বরাহের ধরণি-সঙ্গতি যেন ;
নখের ক্রূরতা নৃসিংহ-লক্ষণ ;

(১) রামাকুল—এক অর্থে তিন জন রাম যথা বলরাম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম ; অন্য অর্থে—রমণীবৃন্দ ।

(২) শ্রীঘন—বুদ্ধ অবতারের নাম ; অন্য অর্থে শব্দশ্লেষে যথা—শ্রী অর্থাৎ তোমার কান্তি ঘনভাব অর্থাৎ ঘনত্ব লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে ।

(৩) কল্কিতা—এক অর্থে কল্কি অবতার, অন্য অর্থে মান-কালীন মনের মলিনতা ।

(৪) বন—কৃষ্ণপক্ষে কানন, মৎস্য পক্ষে জল । (৫) গো-সঙ্গতি—কৃষ্ণপক্ষে গোরুর-সঙ্গ ; বরাহ-অবতার-পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গ । তিনি প্রলয়কালে জলমগ্ন পৃথিবীকে স্বীয় দন্তদ্বারা তুলিয়া আনিয়াছিলেন ।

কপটতা-রুচি (১) সে যে বামনের গুণ ;
মধুরিমা প্রচণ্ডতা (২)-মাঝে
প্রচণ্ড পরশুরাম হ'তেছে বেকত ;
নারীদের অলঙ্কৃত কেশ
রতিরণে কর বিধ্বংসন,
তাই তুমি অলঙ্কেশনাশী (৩)—
তব অবতার রাম
লভেছিল এই নাম বধিয়া লঙ্কেশে ;
চপলতা তব পরকাশে অগ্রজে তোমার ;
গোপীজন তোমার সুহৃদ্,
তা'দেরে প্রদানি দুঃখ,
ইষ্টকদন (৪)-নাম ক'রেছ ধারণ—
বুদ্ধ ধরে এই নাম ইষ্টযজ্ঞ করিয়া বিনাশ ;
আর কলুষ-ছেদনে লীলা তব খড়্গের সমান,
সেই খড়্গ ধরি তুমি প্রকটিছ কল্কির (৫) লক্ষণ ;—
তাই কহি, মীন-আদি সর্ব্ব অবতার,
সুচিহ্নিত র'য়েছে তোমাতে।

---

(১) কপটতা-রুচি—বামন অবতার বলি রাজার প্রতি কপটতা করিয়াছিলেন। (২) প্রচণ্ডতা—পরশুরামের প্রধান গুণ ছিল। (৩) অলঙ্কেশনাশী—নারীদের অলঙ্কৃত কেশ যিনি রতিযুদ্ধে বিধ্বংসিত করেন সেই কৃষ্ণ ; অপর অর্থে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি (অ)লঙ্কেশ অর্থাৎ রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। (৪) ইষ্টকদন—কৃষ্ণ পক্ষে যিনি ইষ্ট অর্থাৎ সুহৃদ্গণকে দুঃখ দেন। বুদ্ধপক্ষে যিনি ইষ্টের অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞ সকলের ধ্বংস বা লোপ করিয়াছিলেন। (৫) কল্কি-অবতার খড়্গাধারী ; কৃষ্ণের লীলা

শ্রীকৃষ্ণ। হের হের সখে,—
ললিতা দুর্ললিতা যে এবে,
রাধা দুরারাধা, তাপিত এ জনে
না পারিল ছায়া দিতে এবে এ বিশাখা (১)।

(মধুমঙ্গলের হাত হইতে মালা লইয়া চাটুবাক্যে
প্রণাম করিতে করিতে)

মালিকা এ বহুগুণময়ী,
চিত্তবীথি-সম তব প্রিয়ে,
শুচি রুচি অতি সুকুমারী,
চিত্তহারী পূর্ণ আমোদিনী ;
তব ওই কুচ-শম্ভু-শিরে
নখ-চিহ্ন-শশীরেখা-মাঝে
সুরধুনী সম এ মালিকা,
কান্তিরাজি করুক বিস্তার।

(ভুরুর ইঙ্গিতে বিশাখাকে সাহায্য করিতে বলিয়া মাল্য
সমর্পণ)

বিশাখা। (মাল্য নিবেদন করিতে করিতে)
কৃশাঙ্গি! কেন করিছ হেন মান ?
নয়ন-সরোরুহ-অঙ্গন-ভূমি হ'তে,
অলপ মাত্র সরি যে জন যাইতে,
নিমিষ কালও তব, অমনি যে অনুভব,

কলুষ-নাশন সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ খড়্গের ন্যায় কার্য্যকারী; সেইজন্য লীলাকে খড়্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(১) বিশাখা—যাহার শাখা বিগত হইয়াছে।

(কত) মন্বন্তর (১)-পরিমাণ ;
কদম্ব-মণ্ডপ-তটে বৃন্দাবিপিন-মাঝ,
স্বাধীন-বিহারী হেন কেলি-দেবরাজ,
কতেক মিনতি করে, কহলো তাহার 'পরে,
সাধ কর হ'তেও কি বাম ?

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) দূর হ, নির্ব্বুদ্ধি, দূর হ।

শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্রকান্ত-মুখি !
ধূলি-ধূসরিত করি শিখির চন্দ্রকে,
বল্লভ তোমার, নমি বারবার,
যাচিতেছে কটাক্ষ-মাধুরী।

ললিতা। রাই, শীগগির ঘাড় ফিরিয়ে নে, পেছুনে আঈমা ডাকচে।

(শ্রীরাধা তাহাই করিলেন)

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া)
যেবা জন,
চিত্তে কাড়ি গৃহ হ'তে কাননে মজায়,
ভুলাইয়া দেয় গুরুতর বন্ধুর প্রণয়,
নিপুণ যে
মহাধূর্ত্ত-শ্রেণী-গুণ-গরিমা-প্রকাশে,—
বৎসে লো সরলে,
তুমিও পড়িলে হায়—তা'র করতলে !

(১) মন্বন্তর—মনুর রাজ্যশাসন-কাল। দেবতাদের ৭১ যুগে এক মন্বন্তর।

মধু (জনান্তিকে) বয়স্য হে, বাতাসে বাচাল-হওয়া বাঁশীর মত এই বাচাল বুড়ি এসে প'ড়ল যে, তবে আর এখানে দাঁড়াচ্ছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, আমার বাঁশী কোথায়?

মধু। তুমি নিজেই ত জান কোথা সে।

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই রাধিকাই তা' হরণ ক'রেচে; তবে বাঁশী বিনা কেমন ক'রে যাব?

মধু। (পরিহাস ছলে) ওহে, এটা আমাদের খুব ভাগ্যের জোর যে এই মোহিনীরা তোমাকে চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখেনি। তুচ্ছ মুরলী থাকুক্ গে, চল আমরা আপনাদিকে নিয়ে পলাই।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) থাম থাম বাতুল!

(শ্রীরাধার নিকট গিয়া)

সুন্দরি! বিন্দুতে (১) পূরিত বংশী,
বিন্দুচ্যুত (২) করি
দেখাইলে নিপুণতা বহু পুণ্যে আজি;
তারি তরে শশিমুখি!
বশীভূত বাঁশী মম ত্বরা তব পাশে।

(১) বিন্দুতে পূরিত—ছিদ্রপূর্ণ। (২) বিন্দুচ্যুত—ছিদ্রহীন ৎ ছেঁদা বুঁজান। অপর অর্থে—বিন্দুচ্যুত নামে যে এক অলঙ্কার আছে তাহাতে তুমি নিপুণ। (শ্লেষার্থ এই যে) তুমিই বাঁশী চুরি করিয়াছ। অন্য গোপী বাঁশী চুরি করিলেও আমার বাঁশী আপনি বাজিয়া উঠিত. কিন্তু তোমার হাতে বাঁশী বশীভূত বলিয়া নিশ্ছিদ্রের ন্যায় শব্দ করিতে পারিতেছে না। সকল ছিদ্রকেই নিশ্ছিদ্র করিতে তোমার বিশেষ নিপুণতা।

শ্রীরাধা। (ভ্রূ-ভঙ্গে) ভঙ্গী ক'রে আমার উপর কলঙ্ক-আরোপ ক'রো না। কে জানে তোমার বাঁশী কোথায় ?

ললিতা। পরবিত্ত-প্রণয়িনী নাহি কেহ
গোপীকুল-মাঝে, বৃথা হেন পরিবাদ
দানিও না সতী মো সবারে—

(অর্দ্ধোক্তি)

শ্রীকৃষ্ণ। সখি ললিতা, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। এই সখার প্রতি দয়া ক'রে সরলতা দেখাও।

ললিতা। কাজ নাই হেন জল্পনায়,
যাও ত্বরা আপনার গৃহে ;
কিতব, আমরা কি হ'য়েছি প্রতিভূ (১)
তোমার বেণুর তরে ?

শ্রীরাধা। (মুখরার নিকট গিয়া) আঈমা, দেখলে তোমার নাতীর চরিত্র ? এ আমাদের চোর অপবাদ দিচ্চে।

মুখরা। (সক্রোধে) দেখ্‌রে কানাই, আমি ঠিক বুঝতে পেরেচি যে তুই আমার নাতনীকে বিড়ম্বনা দিতে এসেছিস্।

মধু। মিথ্যাবাদিনি! নির্ব্বংশ হও তুমি। বাঁশী চুরি ক'রে তোমার নাতনী-ই ত তোমার দুর্গে ঢুকেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আঈমা, বয়স্য সত্যি ব'ল্‌চে।

মুখরা। রাই, সত্যি নাকি ?

শ্রীরাধা। আঈমা, বৃন্দাবনে কি জ্বালানি কাঠ মাগ্যি হ'য়েচে, যে একহাত পরিমাণ একটা বাঁশের কাঠি, তা'ও আমাদি'গে চুরি ক'রতে হবে ?

(১) প্রতিভূ—জামিন্।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) হায় গৌরি! প্রচণ্ডদেবি! বেণুই যদি না হরণ করলে, কেন তবে তা'র প্রসঙ্গে মুচ্‌কে হাসচ, কপোলদেশ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌চে, আর চোখের কোণই বা ফুলে উঠ্‌চে?

মুখরা। (সরোষে) চঞ্চল, জান এ অভিমন্যুর স্ত্রী, তোমার সম্মানের (১) যোগ্যি, তবু ওর সঙ্গে পরিহাস?

মধু। মুখরা! এই যজ্ঞ-উপবীত ধ'রে শপথ ক'রচি যে আমি নিজে দেখেচি—আজ মাটিতে চূড়া ঠেকিয়ে প্রিয়বয়স্য তোমার রাইকে প্রণাম ক'রেচে।

মুখরা। (সানন্দে) তবে এর পুণ্য বাড়বে।

সকলে। (মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন)

মুখরা। কানাই, তোমার চঞ্চলপনায় নন্দ রাজা মনে কষ্ট ক'রবেন, যাও গিয়ে গরুদের দেখগে।

শ্রীকৃষ্ণ। আঈমা, বেণু নইলে কতদূরে ধবলারা সব র'য়েচে তা'দিগে আকর্ষণ করা দুর্ঘট।

ললিতা। "ধবলা দি'গে" কেন? সোজাসুজি বলনা, 'অবলা দি'গে'।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃদ্ধাকে দলে পেয়ে এখন সবলা হ'য়েচ, তবে কেমন ক'রে তা' বলি বল?

মুখরা। (সরোষে)

অগ্রে মম নাতিনী নবীনা,
চটুল! ধর্ম্মভয় নাহি তব?
বৃদ্ধা আমি,
দৃষ্টি মম নহে পটু মধ্যাহ্ন কালেও;

(১) অভিমন্যু যশোদার মাতুলপুত্র বলিয়া সম্মানযোগ্য।

অলিন্দ হইতে যদি,
নাহি সর ত্বরা নন্দসুত,
দোষ নাহি মম—হায় রে,
কতই বা দূরে মধু পুরী ?

মধু। (সরোষে) দুর্ম্মুখী বুড়ি! তোমার কংসকে কি আমরা ডরিয়ে ব'সে আছি যে ব'লচো—মথুরা কাছেই আছে ?

মুখরা। (ছলপূর্ব্বক) দাঁড়া দাঁড়া, এই আমি নাতনীকে নিয়ে রাজসভায় চল্লুম।

(শ্রীরাধা ও সখিদ্বয় সহ মুখরার প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, চল যাই কালিন্দী-পুলিনে ধেনুঅন্বেষণ করিগে।

(যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বাসের সহিত)

ক্ষণে ক্ষণে ধীর মুদ্রা,
তরুণিমা কখন বা ধরে ;
কভু উপেক্ষা-ইঙ্গিত,
ঔৎসুক্য বাক্য কভু শুনি ;
বিমল সরল দিঠি,
পুনঃ ক্ষণে ক্রূরতা কটাক্ষে ;
রোষে ও প্রণয়ে,
আকুলিত রাধা-হিয়া দ্বিধা বিখণ্ডিত।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বেণু-হরণ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—পৌর্ণমাসীর কুটীর

আসীনা—পৌর্ণমাসী, শ্রীরাধার জন্য ব্যথিতা।

পৌর্ণ। 'ভালবাসা শোকাগ্নির বিনোদ-ভবন',—
মিথ্যা নহে ধ্রুব এ বচন,
তাই দগ্ধপ্রায় আজি
ধরি স্নেহ আমি রাধিকায়।

(সম্মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে)

মধুমঙ্গলের সঙ্গে কে ওই মেয়েটি আমার দিকে আসচে ?

(পুনর্ব্বার ভালরূপ দেখিয়া)

এ কে ? বৃন্দা নয় ? হাঁ, সেই বনদেবী -
যাহার শাসন করেনা লঙ্ঘন স্থাবর জঙ্গম যত
এ কানন-মাঝে। নিখিল প্রাণীর ভাষা,
বুঝিবারে নিপুণ সে দেবী।

(মধুমঙ্গল সহ বৃন্দার প্রবেশ)

মধু ও বৃন্দা। মা, প্রণাম করি।

পৌর্ণ। স্বস্তি, স্বস্তি।

বৃন্দা। ভগবতি! আপনি শোকাকুলা কেন ?

পৌর্ণ। বৎসে, রাধিকাতে বিদগ্ধরাজ কৃষ্ণের সঙ্গম-চিহ্নগুলি লক্ষ্য ক'রে, অভিমন্যু রাগান্বিত হ'য়ে সম্প্রতি সপরিবারে মধুপুরে বাস করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়েচে। তারপর তা'র মা জটিলা তা'র ঈর্ষা উৎপন্ন ক'রে

দিচ্চে। এই রকম ক'রে সে, মেঘ যেমন পঙ্ক উৎপন্ন ক'রে দিয়ে হংসকে উদ্বেগ দেয় সেই রকম অভিমন্যুর ঈর্ষা উৎপন্ন ক'রে দিয়ে রাধাকে উদ্বেগ দিচ্চে। এখন সেইজন্যই আমার দুঃখ।

বৃন্দা। পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ তাঁদের জ্যোৎস্নার মত এ বিঘ্নের অন্ধকার নষ্ট ক'রে দেবে।

মধু। আর্য্যে! তোমার রাইএর উপর এমন গুরুতর ভালবাসা হ'ল কেমন ক'রে?

পৌর্ণ। বৎস, রাধার প্রতি প্রেমের উদয় হওয়ার বহু কারণ আছে বটে, তবু আমার এ প্রেম কোন কিছুর অপেক্ষা করেনি।

বৃন্দা।　　যুক্ত এ বচন;
বিচিত্র জগতে, কভু কোন স্থলে
কাহারও বা হ'য়ে থাকে প্রেমের বন্ধন
অভিসন্ধি-লেশ-শূন্য অচল অটল;
হের—কুম্ভজে খঞ্জনে, (১)
কিবা হেতু বিরাজয়
যা'র তরে অগস্ত্য-উদয়ে
আসে সে খঞ্জনচয়,
অনুদয়ে চলি যায় তা'রা?

মধু। নিরভিসন্ধি যে প্রেম তার লক্ষণ কি রকম?

পৌর্ণ।　　স্তুতিবাক্যে যেথা হের উপেক্ষা-লক্ষণ

(১) কুম্ভজে খঞ্জনে—কুম্ভজ, অগস্ত্য নক্ষত্র। যখন ভাদ্রমাসে অগস্ত্য নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়, তখন খঞ্জন পক্ষীরা আসিয়া বিলাস করে। কিন্তু সেই নক্ষত্র অস্তমিত হইলে তাহারা আর দৃষ্ট হয় না।

মানস-বেদন সহ,
নিন্দা ধরি পরিহাস-ছবি
বিকাশয় হরষ-কুসুম,
দোষে নাহি অপচয়, উপচয় গুণে,—
সেথা সুখে করে খেলা
স্বার্থহীন এ প্রেম-প্রক্রিয়া।

মধু। ঠিক, রাধামাধবের প্রেম ত এই রকমই বটে।

পৌর্ণ। বৎস কি ব'লব ? যে সমস্ত বিদগ্ধমিথুন পরস্পরের প্রিয়, তাঁদের স্বাভাবিক ও মাধুর্য্যসংসর্গী পরম উৎকৃষ্ট প্রেম-বন্ধনের দৃষ্টান্ত হ'চ্চে রাধামাধবের ভাবামৃত।

বৃন্দা। ভগবতি! শুনুন,—

দামোদর আজি
যষ্টি করে না চায় ধরিতে,
সঙ্কেত-আহ্বানে না বাজায় শিঙ্গা,
গৈরিক-রঞ্জনে নাহি চায় অঙ্গ বিভূষিতে,
বাদ্যতরে পত্রে না ফুকারে ;—
যত কিছু বিলাস বিভ্রম
সব ছাড়ি লভে অবসাদ,
কলিন্দ-তনয়া-তটে ঘূর্ণিত মানসে।

পৌর্ণ। (বিষাদে) কেন, এমন হ'ল ?

মধু। ললিতার কুটিলপনায়, আর কেন ?

পৌর্ণ। নিশ্চয় রাধিকা ললিতার ছলনায় প'ড়েচে।

বৃন্দা। তাই ত।

পৌর্ণ। ললিতারা এখন কোথায় তা'ত জানিনে।

বৃন্দা। তা'দের সন্ধানে আমি সুবলকে পাঠিয়েছি।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। ভগবতি! প্রণাম।

পৌর্ণ। সুবল! রাধাদি'কে কোথায় দেখলে?

সুবল। মুখরার ঘরের কাছে আমগাছের গোড়ায়।

পৌর্ণ। বৎস মধুমঙ্গল, শিঘ্রি গিয়ে আমি রাধিকাকে অভিসার করাচ্চি। তুমিও এই সুসংবাদে মুকুন্দকে আনন্দ দাওগে।

(আনন্দে মধুমঙ্গলের প্রস্থান)

বৃন্দা। (জনান্তিকে) সুবল, আমি যে কবিতাটি দিলাম তা' বিশাখাকে দিয়েছ ত?

সুবল। হাঁ।

পৌর্ণ। বৃন্দে, যে পর্য্যন্ত আমি রাধাকে প্রসন্ন ক'রে আর তা'কে সাজিয়ে অভিসার না করাই সে পর্য্যন্ত তোমরা দুটিতে ওই কদম্বকুঞ্জে বিশ্রাম কর।

(বৃন্দা ও সুবলের প্রস্থান)

পৌর্ণ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) এই যে ললিতা আসচে।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ভগবতি! আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

পৌর্ণ। কেন?

ললিতা। দেখুন না সেই ধূর্ত্ত বারবার অপমান ক'রচে, তবুও রাই তা'তে লাঘব মনে না ক'রে উৎকণ্ঠায় তা'র জন্যে ছটফট ক'রচে', তা' আমি কি ক'রব?

পৌর্ণ। বৎসে, এ মিথ্যা মলিনতা মন থেকে ত্যাগ কর। মাধব

অপরাধ করে নি ; কিন্তু মধুমঙ্গলের ভুলের জন্যেই তোমাদের খেদ হ'য়েচে।

ললিতা। (স্বগত) নান্দীমুখী আমাকে এই কথাই ব'লেচে। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে, ওই দেখুন রাধা রসালমূলে কাঁপতে কাঁপতে কি বলচে !

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—মুখরার ভবন-সমীপস্থ রসালমূলে।

আসীনা—শ্রীরাধা কম্পিতা।

শ্রীরাধা। (অনুতাপ করিয়া)

হায়, ধরি নাই প্রিয়ভাষ শ্রবণের তটে ;
মল্লীদাম দূরে ছুড়ি দিয়াছি ফেলিয়া ;
রুষিয়াছি সখীজন-সুপথ্য বচনে ;
ধরণী লুণ্ঠিত আহা শিখণ্ডিশেখরে
চাহি নাই ফিরে ; তাই আজি,
দহিতেছে হিয়া মম খদির-অঙ্গারে।

(পৌর্ণমাসী ও ললিতার প্রবেশ)

পৌর্ণ। পুত্রি, চল আমরা প্রচ্ছন্নভাবে রাধার প্রেমবিলাস শুনিগে।

(উভয়ে নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিলেন)

শ্রীরাধা। (চঞ্চল হইয়া)

ধন্যা সেই রামা সবে হরিণ-নয়না
যার সাথে করে রতি নবীন কিশোর,

(পুনরায় সশঙ্কিতা)

শুনি মম স্বৈর চপলতা, হায়,
দূষিবে ললিতা মোরে।

(পুনরায় উৎসুক ভাবে)

ওহো উৎকণ্ঠিত হিয়া
আলিঙ্গিতে সে ইন্দু-বদনে।

(পুনরায় রোষভরে)

ধিক্ ধিক্ প্রতিকূল বিধি
সৃজেছে যে মানের গরলে।

ললিতা। (স্বগত) বামা, থাম থাম। নিজে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, ভঙ্গী ক'রে আমাকে দোষ দিচ্চিস্ ?

শ্রীরাধা। (ভ্রমরীর দিকে চাহিয়া)

ওইযে, ভৃঙ্গী বুঝি ডাকিছে আমায় ?
কৃমিও নমিত দেহে হায় বৃন্দাবনে
বহে শিরে শিখিপিঞ্ছধারীর নিদেশ ;
তাই ভৃঙ্গী বারম্বার
অমল মধুর বোলে অনুনয়ে মোরে
ল'য়ে যেতে শঠের সকাশে।

পৌর্ণ। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই মহা-মানিনী বৃন্দাবনের সমস্ত প্রাণীকেই দূতী ব'লে মনে ক'রেচে।

শ্রীরাধা। (প্রেমাবেশে চমকিয়া)

একি ! কানু যে জোর ক'রে আমায় আলিঙ্গন ক'রতে আসচে !

পৌর্ণ। এযে গভীর অনুরাগ-বিবর্ত্ত—অনুরাগের চরমভূমি ! এঁর মধ্যে যে মাধবের স্ফূরণ, বা সাক্ষাৎ মাধবের অনুভব দেখ্‌চি !

শ্রীরাধা। (হুঙ্কার সহ ফিরিয়া বসিয়া)
ওরে কুটিলকলাশালি! চন্দ্রাবলীর ক্রোড়ে চিরকালের ক্রীড়ামৃগ! চপল! চলে যাও, চ'লে যাও, এই তোমার শাস্তি।

(কর্ণের উৎপল ছুড়িয়া ফেলিলেন)

কালিন্দী-পুলিনে যত কদম্বের দল!
সাক্ষী এবে তোরা,—
গোকুলের ধূর্ত্ত আসি কলঙ্কিছে মোরে,
হঠকারে লঙ্ঘিয়া অবলা।

পৌর্ণ। ললিতে, রাধিকার উৎকণ্ঠা চরমে উঠেচে, শীঘ্র একে অভিসার করাও।

ললিতা। (শ্রীরাধার নিকট গিয়া) হ্যাঁলা রাই, একা আপনার মনে কি বলচিস্?

শ্রীরাধা। (ললিতাকে দেখিয়া স্বগত) একি! সত্যিই আমি একাকিনী! কানুকে দেখ্‌চিনা ত!

(উৎসুক ভাবে)

সখি ললিতে,
কামী শ্যাম ক'রেছে কি
পরতনু-পরবেশ-বিদ্যা অধ্যয়ন?
যাহার প্রভাবে পশি মম হৃদে
মানাগ্নিরে করিল নির্ব্বাণ?

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। সখি, সুবলের হাতে এই পত্রিকাখানি পেলুম।

ললিতা। (লইয়া পত্রপাঠ)

"নিরমল এ মধুপ, তথাপি যে তা'রে

মাধবী আপনা হ'তে
ক'রেছে তাড়িত নব-চল-পত্রাঘাতে,
তা'রি ক্ষতি তা'য়—তাহারি ত সুষমার ক্ষয় ; (১)
মধুপের কিবা যায় আসে ?—
পশিবে সে মনের হরষে
বিলসিতে রণি রণি কমলিনীকুলে।

শ্রীরাধা। (বিষাদে)

পঙ্কজনয়নে !
দোষশ্রেণী-বিহারের বনশ্রী যে আমি ;
তাই ভাবি,—
রসিক সে মধুরিপু
মম পরে হ'ল কি বিমুখ ?—
এ নহে উচিত তা'র ; হের,
মধুপ যুবক,
নাহি যদি লভে রস কেতকীর মাঝে,
সূচীবিদ্ধ হয় শুধু সেথা,
কিম্বা তা'র রেণুপুঞ্জে হয় দিশাহারা,
তথাপি বিরক্তি তা'র আসে কি সেথায় ?

(বিবশতা)

পৌর্ণ। চাঁদ কখনও চাঁদিনীকে ত্যাগ ক'রতে পারে না।

বিশাখা। সই, শান্ত হ, শান্ত হ। তোকে উৎকণ্ঠিতা মনে ক'রে আমি নান্দীমুখীকে কানুর মনের গতিক বুঝতে পাঠিয়েছি।

(১) মধুপ বিনা মাধবীর শোভা হয় না, কিন্তু মাধবী বিনা মধুপ পদ্মিনীতে আনন্দিত হয়।

(নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দী। স্বভাব-মৃদুলা হ'য়ে প্রেমার্দ্র মাধবে
কেন লো কঠিনা তুমি?
কেমনে বা তুষিব তোমারে ?—
হেরিয়াছি নবনীরে
হইতে কঠিন অতি নীহার-ক্ষরণে।

শ্রীরাধা। হ্যাঁ ভাই, মাধব সুখে আছে ত ?

নান্দীমুখী। ক্ষণেকের তরে, নাহি করে
বন্ধুসনে নর্ম্ম-আলাপন ;
চম্পক-নিচয়ে চূড়া করে না রচন ;
মুরারি সে,
যোগী সম উদাসীন ভোগে ;
তো'রি সখি মুখচন্দ্র-ধ্যানে
সুখ লভি র'য়েছে মগন।

শ্রীরাধা। (বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া)
বারবার কলহ-বিলাস-হেতু
অপরাধী রাধা, তথাপি যে মোরে
করে আত্মসাৎ শ্লাঘাভরে অঘনিসূদন,
কৃশোদরি! কিবা আছে অন্য হেতু তায়
তোদেরি লো প্রাণসখি করুণামঞ্জরী বিনা ?
কত গুণ তার, কত প্রীতি মোরে দিয়ে যায় !

(নেপথ্যে বৃন্দা)

গাওরে কোকিল কল অবিকল
ফুকারি গরবে মাতিয়া,

খাও খাও তৃণ,　　তরুণী হরিণ,
বিঘ্ন-ভাবনা নাশিয়া ;
রও সীমন্তিনী সিঁথি উজলিয়া,
ঘরণী-ধরম-নীতি আচরিয়া,
বেণু না বিহরে,　　ধূর্ত্ত সে করে,
পীতবসন সাথিয়া।

শ্রীরাধা। (বংশী উদ্ঘাটিত করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে)
সৎ বংশে জন্ম তব, থাক তুমি
পুরুষোত্তম-করে ; সখি মুরলিকা !
তুমি না সরলা জাতি ? হায়,
কোন্ গুরুমুখে বিষম মন্ত্রের দীক্ষা
লভিলে এ গোপাঙ্গনা-গণ-বিমোহিনী ?

বিশাখা। আশ্চর্য্য এ বাঁশী সই, বাতাসের মুখে রাখলে এ আপনিই বাজে।

শ্রীরাধা। আচ্ছা পরখ ক'রচি।

(পরীক্ষা)

বিশাখা। ওই ত কেমন মিষ্টি কাকলী শুনা যা'চ্চে !

ললিতা। থামা থামা, যেন কানুর লোকেরা না শুনে।

(বৃন্দার গোপনে প্রবেশ)

বৃন্দা। ভগবতি ! ললিতার দুষ্ট মন্ত্রণা শুনলাম যে,—বাঁশী কখনই দেওয়া হবে না।

পৌর্ণ। বাছা, পরে এ বিষয়ে যুক্তি করা যাবে।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (স্বগত) বাঁশী বাজলো যে ! ঠিক এখানে কৃষ্ণ জুটেচে।

(নিরীক্ষণ করিয়া) অ্যাঁ এ কি ! বৃষভানু-নন্দিনীর হাতে কৃষ্ণের মুরলী যে ! রোস্, লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কেড়ে নিচ্চি।

(হঠাৎ শ্রীরাধার নিকট গিয়া সরোষে)

দুর্ব্বিনীত গোপের মেয়ে ! ছাড়্ বলচি মুরলী।

(কাড়িয়া লইলেন)

ললিতা। (জনান্তিকে) হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ ! কেমন ক'রে বুড়ি লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বাঁশী কেড়ে নিল গো !

জটিলা। এই দেখাই গে ভগবতীকে, ভারি তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন না।

পৌর্ণ। বৎসে বৃন্দে, ঘোর প্রমাদ ঘ'টলো দেখ্‌চি। ঐ দেখ জটিলা আমার পর্ণকুটীরের দিকে যা'চ্চে।

বৃন্দা। ভগবতি, কোন ভাবনা কর'বেন না, আমি শীঘ্রি ঐ মুরলীকে লুঠ করাচ্চি।

(প্রস্থান)

ললিতা। (সভয়ে জটিলার নিকট গিয়া) আঈমা, মিছে সন্দেহ ক'রচেন কেন ? এ বাঁশী আমরা যমুনার ধারে কুড়িয়ে পেয়েচি।

জটিলা। (সরোষে) চপল দুর্ম্মন্ত্রিনি, থাম্ থাম্।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। আঈমা গো, দেখ দেখ একটা মর্কটী দই খাবার লোভে তোমার ঘরে ঢুকচে।

জটিলা। (গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিয়া) সুবল, সত্যি ব'লেচিস্, এই বানরীটা মাখন চুরি করে।

(পশ্চাৎ ফিরিয়া জটিলার দ্রুত প্রস্থান)

পৌর্ণ। কক্খটি নামে এই বুড়ো মর্কটীটাকে নিশ্চয় বৃন্দা পাঠিয়ে দিয়েচে।

সুবল। নান্দীমুখি, দেখ দেখ মূঢ়বুদ্ধি জটিলা বেণু ছুড়ে বানরীকে তাড়ালে।

পৌর্ণ। (সহর্ষে) বেশ হ'ল, ঐ মুরলী নিয়ে কক্খটি কদম গাছে উঠে গেল।

সকলে। (অতিশয় হর্ষপ্রকাশ)

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। হায় হায়, ও সুবল, বাঁশীটা আমার হাত ছাড়া হ'য়ে গেছে। তোর বালাই যাই, বাঁশীটাকে এনে দে।

সুবল। আঈমা, ও নামেও কক্খটি কাজে ও তাই, কেবল তোমার বুনপো বিশালকে ডরায়; সে এখন গোবর্দ্ধনের উপরে খেলা ক'রচে, তা'কে গিয়ে বলগে যাও।

(জটিলার প্রস্থান)

পৌর্ণ। বেশ হ'ল—এই ধূর্ত্ত ছল ক'রে বুড়ীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভ্রূর দ্বারা ইঙ্গিত ক'রে ললিতাকে তাগাদা দিল।

ললিতা। (নেত্রকোণ সঙ্কুচিত করিয়া) ও রাই, বেণু খুঁজিগে চ'।

শ্রীরাধা। (স্বগত) বেশ হ'য়েছে! আমাকে অভিসার করাচ্চে।

(মুখরার হঠাৎ প্রবেশ)

মুখরা। বিশাখা, অভিমন্যু ব'লেচে,—"আমাকে আজ জ্যোতিষী-দের কথামত গোমঙ্গলা-চণ্ডীর পূজা ক'রতে হ'বে। তবে তুমি পূজার সামগ্রী নিয়ে চৈত্য গাছের তলায় রাইকে নিয়ে চল।"

শ্রীরাধা। (জনান্তিকে) হায় হায়, বিধি বাম হ'ল।

(ললিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত)

ললিতা। সই, অভিমন্যু সত্যিই অভিমন্যু—রাগে ভরা। তবে চ পূজোর জোগাড় করিগে।

(মুখরা, ললিতা ও শ্রীরাধার প্রস্থান)

পৌর্ণ। (সুবলের নিকট গিয়া ব্যথিতভাবে) বৎস, সমস্যার সমাধান বড় দুরূহ। তবে তুমি বৃন্দার সঙ্গে কৌশলে পুণ্ডরীকাক্ষকে আশ্বাস দাও। আর আমি গণ্যমান্য প্রাচীনা পুরস্ত্রীদের দলে গিয়ে জটিলার কুটিলতার কথা বর্ণনা করিগে।

(উভয়ের-প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—তমালতলে

আসীন—বংশীহস্তে বৃন্দা

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। এই যে তমালতলায় ডান হাতে বংশী নিয়ে বৃন্দা দাঁড়িয়ে আছে।

বৃন্দা। সুবল, আমি সব দেখেছি, আর সে সব কথায় দরকার নেই।

সুবল। বৃন্দে, শীঘ্রি এস, এই বেণুই উপহার দিইগে।

(উভয়ে যাইতে যাইতে)

সুবল। বৃন্দে, প্রিয়বয়স্যের উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠেচে। সে মধু-

মঙ্গলের সঙ্গে পথপানে চেয়ে আছে, জানিনা আমরা অকৃতার্থ হ'য়ে ফিরে গেলে তা'র কি দশা হবে !

বৃন্দা। সুবল, ঠিক ব'লেচ। ওই দেখ, কংসারি পুন্নাগ-গাছের মূলে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে র'য়েচে।

সুবল। তাই বলচি একটা যুক্তি ভেবে' ঠিক কর।

বৃন্দা। (চিন্তা করিয়া) সুবল, গোবিন্দকে খানিকক্ষণ আনন্দ দিবার একটা উপায় ভেবেচি। তবে শিগ্‌গির চল তাই করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—পুন্নাগ-তরুমূলে।

আসীন—মধুমঙ্গল-সেবিত শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎসুক হইয়া)

ওই যে সম্মুখে রাধা,
এই যে পশ্চাতে, এই বামে,
এই যে দক্ষিণে, এই ক্ষিতিতলে,
ওই যে গগনে রাধা,—
রাধা রাধা রাধাময় মম ত্রিভুবন—
কেন বা এমন হ'ল ?

মধু। বয়স্য, ভগবতী তাঁকে অভিসার করাচ্চেন, এক্ষুণি রাইকে দেখতে পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতার সুললিত করাঙ্গুষ্ঠ ধরি,
প্রসন্ন অন্তরে,

আসিবে কি রভস (১)-আবেগে
প্রেয়সী আমার ?
আজি হসিত-নয়না
উলসিত স্মর-পরিমলে,
বলয়-ঝঙ্কারে, অনুপম চমৎকারে,
করিবে কি চটুল আমায় ?

মধু। ওহে, অত অধীর হ'য়োনা, কঙ্কণের ঝনঝনানি শুনা যা'চ্চে।

নেপথ্যে। ললিতে, ওই সেই পুন্নাগগাছ দেখা যাচ্চে।

পুনরায় নেপথ্যে। দুষ্টু ভোমরা গাছে কেমন গুন্ গুন্ ক'রচে দ্যাখ রাই, এইখানে দাঁড়াই আয়।

মধু। (চপলতার সহিত) বয়স্য হে, দেখচ না বাঁদিকে, এই যে ললিতার সঙ্গে রাধা এসেচে ?

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠিতভাবে) আহা মরি, আজ সাক্ষাৎ সখী আমার চক্ষু দু'টির সুখবিস্তার ক'রচে।

মধু। (সগর্ব্বে) কেনই বা না বিস্তার করবে হে, আমি হেন পরম বিচক্ষণ দূত থাকতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, সুমুখে থাকলেও ওরা দুজন ঠিক আমার প্রিয়াই কিনা স্থির ক'রতে পারচিনে, কেননা ওরা ত কাছে আসচে না।

মধু। বয়স্য, রাই ঠিক প্রসন্ন হ'য়েচে জেনো,—ওই দেখনা তা'র শাড়ীর আঁচলে ঢাকা মুরলী ঝক্‌ঝক্ ক'রচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সস্নেহে)

দিবাভাগে বিধু বিমলিন,

---

(১) রভস—ঔৎসুক্য।

শতদল বিভাবরীমুখে, তবে
কা'র সাথে লভিবে তুলনা
সদা কান্তি-ঝলমল প্রিয়া-মুখ মম ?
(সকৌতুকে গমন করিতে লাগিলেন)

নেপথ্যে। এই যে সম্মুখে,
রাগ (১)-বিমণ্ডিতা বার্ষভানবী-লখিমী (২)
সমুদিল আসি,
হঠকারে ধাইও না সেথা
চন্দ্রাবলী কুটুম্ব-চকোর ! (৩)

(১) রাগ—অর্থে রাধাপক্ষে ক্রোধ, বস্তুতঃ অনুরাগ ; সূর্য্যপক্ষে রক্তিমাভা।

(২) বার্ষভানবীলখিমী—বৃষভানুনন্দিনী রাধা ; পক্ষে বৃষরাশিস্থ সূর্য্যসম্বন্ধীয় কান্তি বা শোভা।

(৩) চন্দ্রাবলী-কুটুম্ব-চকোর—এক অর্থে চন্দ্রাবলী-নাম্নী গোপীর কুটুম্বরূপ চকোর অর্থাৎ কৃষ্ণ ; অন্য অর্থে, চন্দ্রশ্রেণীর কুটুম্ব চকোর পক্ষী।

এই যে সম্মুখে···কুটুম্বচকোর—এই পদ্যের দুইটি অর্থ। এক অর্থ এই যে, শ্রীরাধা রাগ বা ক্রোধ বিমণ্ডিতা হইয়া সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছে, হে কৃষ্ণ, তুমি তাহার নিকট যাইও না, কারণ তুমি চন্দ্রাবলীর কুটুম্ব। অন্য অর্থ এই যে, বৃষরাশিস্থ সূর্য্যের রক্তবর্ণ শোভা উদিত হইয়াছে, হে চকোর, তুমি চন্দ্রেতে অনুরক্ত, অতএব হঠপূর্ব্বক নবোদিত সূর্য্যের প্রতি ধাবিত হইও না ; নচেৎ দুঃখ পাইবে।

মধু। ললিতা, তুমি ভুল ক'রলে ; এ ত চকোর নয়, এযে চক্রবাক* ; বার্ষভানবীয় শোভাটি কেমন তাই দেখ্‌তে চা'চ্চে।

অন্যদিক হইতে নেপথ্যে সারঙ্গী। না কানু, শুন না।

মধু। (সশঙ্কিতে দেখিয়া) এই রে ডান দিকে বিশালের ভগ্নী সারঙ্গী নামে মেয়েটা রে !

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ভয় নেই, সে নিতান্ত বালিকা।

(সারঙ্গীর প্রবেশ)

সারঙ্গী। ওগো কানু, শুন না মুখরা বুড়ি যা' ব'লচে, সে বলে কি— "এ কি রকম ? তুমি মিছি মিছি কেন নাতনীকে আমার দুষচ ? তোমার বাঁশী আমরা কক্‌খটির হাতে দেখেচি। তুমি খোঁজ কর গা"।

শ্রীকৃষ্ণ। সারঙ্গি, মুখরাকে জানাও গে যে আমি মুরলী পেয়েচি।

নেপথ্যে। ওলো, লুকো লুকো।

সারঙ্গী। (নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া ঈর্ষার সহিত) হ্যাঁগো রাই, আমার দাদা (১) চৈত্যগাছের তলায় তোমায় খুঁজচেন, তুমি যে সেখানে যাও নি ?

নেপথ্যে। হতভাগি সারঙ্গি, বাঁদরমুখি ! তুই আবার আর এক জটিলা বুঝি ? বুড়ো বাঘের মুখে পড়্‌ তুই !

সারঙ্গী। (ক্রোধে) তবে গা ললিতা, নিজেরা দোষ ক'রে উল্‌টে

---

* চক্রবাক—রাত্রিকালে চক্রবাকগণ প্রিয়াবিরহিত হইয়া দুঃখ পায়, এবং দিবসে প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এজন্য সমস্ত রাত্রির বিরহের পর সূর্য্যোদয়ের শোভা তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

(১) আমার দাদা—অভিমন্যু।

আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করচ? দাঁড়াও ত' জটিলা মাসীকে ব'লে দিই গে।

মধু। যেতে দাও; সারঙ্গী ত একটা ছোট মেয়ে, ওর প্রলাপ কা'র বিশ্বাস হবে?

নেপথ্যে। সখি রাধে, ও বাঁশী ফেলে দে ফেলে দে।

মধু। শুন হে ললিতা কি কবিতা বলচে,—

নেপথ্যে। যুবতীর মানধন করে যে হরণ
কেন অঙ্কে করিছ তাহারে?
দাও ত্বরা দূরে ফেলি তায়;—
যাউক সে বনিতার বসন-তস্কর-পাশে;
যোগ্যসনে যোগ্যবস্তু মিলুক এখন,
তস্করের সনে এবে মিলুক তস্করী।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) সখা, এই দেখ, আঁচল থেকে বাঁশীটাকে টান মেরে ঐ সামনে ছুড়ে ফেলে দিল; তবে ওকে কুড়িয়ে নাও।

(মধুমঙ্গল বাঁশী কুড়াইয়া লইলেন)

নেপথ্যে। ওমা, সারঙ্গী ত মিছে বলে নি।

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যথিত ভাবে) সখা, ঐ দেখ, সামনে নিষ্ঠুর বুড়ি এসে উপস্থিত।

মধু। এইরে, শ্রাবণ মাসের কালসাপিনীর মত ক্রূরমুখী জটিলা এই যে রেগে লাঠি ছুড়তে ছুড়তে কি সব গজ্‌রাচ্চে।

নেপথ্যে জটিলা। তবে লো দুষ্টু! কুলাঙ্গার! কালামুখি! রোজ রোজই ঠকাবি? এখন কি করবি কর।

মধু। হায় হায়, ধিক্ ধিক্; রাই কলাগাছের মতন থরথরিয়ে কাঁপচে।

নেপথ্যে। আঈমা. ঠাণ্ডা হও, ঠাণ্ডা হও। আমাদের অপরাধ নেই।

মধু। বয়স্য হে দেখ, রাইএর হাত ধ'রে ললিতাকে নিয়ে বুড়ি চললো ?

শ্রীকৃষ্ণ। (দুঃখিত ভাবে) না জানি আজ এই কঠোর জটিলা কি ঘটায় ! তা' হ'লে তুমি সঙ্গে গিয়ে কি হয় দেখে এস।

(মধুমঙ্গলের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)

আমার রহস্য-কেলি হইলে বেকত
অমনি:সে অভিমন্যু, অতি লঘুমনা,
হয়ত রুষিয়া নিরোধিবে রাধিকায়
নিগূঢ় সদনে ; কিম্বা যদি ল'য়ে যায়
যদুপতি-রাজধানীপুরে ?

(মধুমঙ্গলের পুনঃপ্রবেশ)

মধু। বয়স্য হে,:আশ্চর্য্যি, আশ্চর্য্যি ! নিশ্চয়ই রাধা কোন বিদ্যে জানে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি রকম বিদ্যা দেখ্‌লে বল ত ?

মধু। ওহে, গণ্যমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সব গোপীদের সমাজে ভগবতী যখন ঢুকলেন তাঁ'র সামনে জটিলা চেঁচাতে চেঁচাতে রাইকে নিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর, তারপর।

মধু। তারপর দেখলুম যে যা'রা রাইকে ভালবাসে, তা'রা সবাই দুঃখে মন মুসড়ে রৈল ; আর রাই ক'রলে কি, ঘোমটাটি তুলে ফেলে হাসতে হাসতে সুবল হ'য়ে গেল !

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) তারপর, তারপর ?

মধু। তারপর খুব একচোট হাসির সাড়া প'ড়ে গেল। হাসির কোলাহলটা থামলে সবাই রেগে জটিলাকে খুব ভৎর্সনা করতে লাগল; আর জটিলা লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে পালিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ। রাইএর সঙ্গিনীর কি হ'ল?

মধু। রাই কি এক মন্তর তা'র কাণে প'ড়ে দিয়ে আগে থেকেই তা'কে বৃন্দা বানিয়ে রেখেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, এ বিদ্যা রাধিকার নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু অভিমন্যু তা'কে ডেকেচে জেনে আমার বিনোদের জন্য বৃন্দাই এই কৌতুকটি ক'রেচে।

মধু। (অট্টহাস্যে) বয়স্য, ঠিকই ব'লেচ। আমি আবার দেখেচি কি,—সুবল বৃন্দার নির্ম্মিত রাধার বেশ প'ড়ে মুখরার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

নেপথ্যে শুক। ধরিয়া বরাঙ্গখানি

মধ্যাহ্নের দীপ্তারুণ-কান্ত (১)-সমতুল,
গণ্ডে পাণ্ডু কারণ্ডব (২)-রুচি,
কৃশতা সুচারু-অঙ্গে,
মুদিয়া কমল-নেত্র নিদ্রার আবেশে,
ব্যাধির লক্ষণ যত করিছে বেকত
হরির বিরহ-খিন্না সখী শ্রীরাধিকা।

শ্রীকৃষ্ণ। (দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) সখা, দেখ কেমন ওই শুক পাখীটা আমায় আশ্বাস দিচ্চে!

(১) অরুণ-কান্ত—সূর্য্যকান্তমণি।
(২) কারণ্ডব—এক প্রকার বক।

মধু। এ শুকপাখী নিশ্চয় বৃন্দার কথাগুলি ঠিক ঠিক আউরে দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, ওই রকম বৃন্দা ও সুবলকে দেখতে ইচ্ছা হ'চ্চে, শীঘ্রি দেখাও।

(শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশী অর্পণ করিয়া মধুমঙ্গল কিছুদূর গিয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। বহুদিন বাঁশী আমার হাত থেকে বিচ্যুত হ'য়েছিল আজ তা'কে পেলাম। তবে এবার বাজাই।

(মুরলীবাদন)

মধু। (ক্ষণকাল উৎকর্ণভাবে)

মনোহর কিবা এই অপরূপ ধ্বনি
দিকে দিকে পসারিয়া মরি
কত সুখ দিতেছে শ্রবণে!
তাই বুঝি চটকের দল,
কর্ণোত্তংস করি
চটুল এ বংশী-কলগানে
নিরাতঙ্কে মিলিছে হেথায়?

(পুনরায় লক্ষ্য করিয়া)

যাঃ চলে, এক রকমের শব্দ ব'লে ঠ'কে গেছি—এযে কঙ্কণের শব্দ, চটক পাখীর ত নয়।

(ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। মুরলি! পান করি সুধা সুমধুর,
উগার নিস্বন বিষম বিশ্ব-বিমোহন!
তোরে বা দূষিব কেন?
দারু দিয়া গঠন যে তোর,
তাই তুই দারুণা গো করুণা-বিহীনা।

ললিতা। ছ্যাখ্ রাই, পুন্নাগের গোড়ায় ওই যে কানু র'য়েচে।

মধু। (দেখিয়া সহর্ষে) যা'কে দূরে খুঁজতে হ'ত, এই যে সেই বস্তু স্বয়ংই হাতে এসে উপস্থিত।

(ফিরিয়া আসিয়া)

বয়স্যহে, এই দেখ বৃন্দার সঙ্গে সুবল তোমার কাছে এসেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া) আহা, প্রিয়সখার উপর আমার দৃষ্টি পড়ায় আমার কত আনন্দে হ'চ্চে!

(ইতঃস্ততঃ পদচারণা)

ওহে সখাদের শিরোমণি, শীঘ্রি কাছে এস।

শ্রীরাধা। (স্মিতহাস্যে জনান্তিকে) ওলো, তোদের সখা আমাকে মনে ক'রেচে—সুবল।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা মধুমঙ্গল, শিল্পের কি সৌষ্ঠব দেখ! বয়স্যের সঙ্গে ওকে দেখে যেন সুমুখে সাক্ষাৎ রাধিকা এসেছে ব'লে মনে হ'চ্চে।

ললিতা। ও রাই, এ পুন্নাগে এখনও ফুলের হাসি ফুটে নি যে।

মধু। (রুষ্টের ন্যায়) ও ঠকের গিন্নি বৃন্দে! এখনও আমাদের সামনে "রাই রাইই" বল্‌চ? সোজাসুজি "সুবল" বলনা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, এ রকম কথা ব'লোনা; রাধানাম আমায় যথেষ্ট সুখ দেয়। এই নামেই আমি ডাকব।

(নিকটে গিয়া)

সখি রাধে, আমাকে আলিঙ্গন কর; ক্ষণিকের মত আমি সেই প্রিয়াসঙ্গ-সিঞ্চনের সুখ অনুভব করি।

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া) নাগর, যাও সেখানে গিয়ে সুবলকে আলিঙ্গন করগে, এখানে এত আস্ফালনে কাজ নেই।

মধু। (সরোষে) বৃন্দে, তোমার স্বভাবও যে দেখ্‌চি ললিতার মতন হ'ল—বয়স্য এত উৎসুক হ'য়ে প'ড়েচে তবু তা'কে বারণ ক'রচো ?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। সখি রাধে, এই যে পুন্নাগ (১) সুমুখেই তোর লতার মতন হাত দু'খানির পরশ পাবার জন্যে আকুল হ'য়েচে। তবে, ওর অভীষ্ট ওষুধ দিয়ে ফুল ফোটা।

মধু। (বিস্ময়ে) দেখলে হে বয়স্য, বৃন্দার ইন্দ্রজাল ! (সকৌতুক দৃষ্টিতে) ও ইন্দ্রজালিনি বৃন্দা, দেখ ধোঁয়ার রাশিকে দেখতে মেঘের মত হ'লেও সে কখনও চাতককে আকর্ষণ করতে পারে না।

বৃন্দা। আর্য্য, জেনো যে এ মেঘের গলায় বিদ্যুতের মালা আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে) একি ! সত্যই কি আমার প্রিয়া বৃষভানুকুমারী ! রঙ্গণমালা ত তিনি কখনই কণ্ঠ হ'তে ছাড়তে পারেন না।

মধু। ওগো বৃন্দা দেবি, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। আর বোকা বানিও না। রাধা ত চৈত্যগাছের তলায় গেছে।

বৃন্দা। আর্য্য, সে ত ছদ্মবেশী রাধা, তা'র কি রঙ্গণমালার কণ্ঠী পরার রস জানা আছে ? তা'কে নিয়ে বিশাখা সেখানে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাদর্শনে)

তব রূপ-অনুকারী সুবলে হেরিতে হ'য়ে কামী

---

(১) পুন্নাগ—পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং পুন্নাগ-বৃক্ষ।

লভিলাম আমি
একান্ত দুর্ল্লভা তোমা ;—আহা মরি পীরিতি-শিখর ভূমি!—
বিপণিক যথা,
কাচ তরে করিয়া কামনা
লভে মরকতে।

শ্রীরাধা। থাক থাক, তোমায় জানা গেছে।

ললিতা। নাগর, আমার সখী রাধার হ'চ্চে নীলীরাগ (ক) যা'কে ত্যাগ করা যায় না, তাই তা'র ভাগ্য মন্দ, আর তাই সে জ্ব'লে যা'চ্চে ; আর তোমার হ'চ্চে হরিদ্রা-রাগ (খ) যা'কে সহজেই ত্যাগ করা যায়, তাই তুমি ধন্য হ'য়ে আনন্দ পা'চ্চ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, ছাড় বৃথা এ মান-নীলিমা।
চতুর্দ্দিক উল্লাসিনী তুমি তারার (১) উদয়ে,—
এক তারা—মুকুতার মালা,
আর তারা—নক্ষত্র-নিচয় ;
ওই যে অধরে তব রোহিনীর (২) শোভা
অরুণ-রাঙিমা-মাখা ধরি রাগ করিছ বিহার ;

(ক) নীলীরাগ—যে অনুরাগকে সহজে ত্যাগ করা যায় না তাহাকে নীলীরাগ বলে ; যেমন নালবর্ণ সহজে বস্ত্রাদি হইতে উঠাইয়া ফেলিতে পারা যায় না।

(খ) হরিদ্রারাগ—যে অনুরাগকে সহজে ত্যাগ করা যায় তাহাকে হরিদ্রারাগ বলে ; যেমন হলুদবর্ণ।

(রাধে, ছাড় বৃথা……তৃপ্ত কর ত্বরা)

(১) তারা—এক অর্থে বিশুদ্ধ মুক্তা ; অন্যঅর্থে—নক্ষত্র।

(২) রোহিনী—এক অর্থে লোহিতবর্ণ ; অন্য অর্থে—রোহিনী নক্ষত্র।

আর জ্যেষ্ঠা (১) ?—
জ্যেষ্ঠা গো তুমি সুভ্রুবা-(২) সমাজে ;
চিত্রা (৩) রাজে বাণীতে তোমার
লো বিচিত্রা চিত্তবিনোদিনি !
আর্দ্রা (৪) তুমি পরিজনে
স্নেহসিক্ত চিত্ত-সমর্পণে ;
তোমারি শ্রবণ শ্রেষ্ঠ,
শ্রবণোত্তরা (৫-৬) তুমি তাই ;
তবে কেন দাক্ষিণ্য না কর
অশ্লেষা (৭)-র্পণ-দীক্ষাদানে দীক্ষিত আমায় ?
কেন হেন বাম্য আচরণ ?
আশ্লেষ-বিধানে (৮) তৃপ্তকর তৃপ্তকর ত্বরা।

(১) জ্যেষ্ঠা—এক অর্থে শ্রেষ্ঠা ; অন্য অর্থে—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।
(২) সুভ্রুবা—অর্থে সুন্দর ভ্রুযুক্তা রমণী।
(৩) চিত্রা—এক অর্থে মনোহারিণী ; অন্য অর্থে চিত্রা নক্ষত্র।
(৪) আর্দ্রা—এক অর্থে সুখদা ; অন্য অর্থে আর্দ্রা নক্ষত্র।
(৫-৬) শ্রবণোত্তরা—শ্রবণা ও উত্তরা—শ্রবণ, একঅর্থে কর্ণযুগল ; অন্য অর্থে শ্রবণা নক্ষত্র।
উত্তরা—এক অর্থে শ্রেষ্ঠা ; অন্য অর্থে উত্তরা নক্ষত্র।
(৭) অশ্লেষা—এক অর্থে আশ্লেষ বা আলিঙ্গন, অন্য অর্থে অশ্লেষা নক্ষত্র।
(৮) আশ্লেষ-বিধানে—আলিঙ্গন করিয়া।

বৃন্দা। কঠিনে !
কি কারণে বৃথা মানে জারিছ বরাঙ্গ ?
অভ্যর্থনে প্রিয়পরিজনে
কেন রোষ করিছ পোষণ ?
হের অগ্রে ব্যথিত একান্ত
কুঞ্জালয়-অধিপতি তব !
করুণা-পূরিত-চারু-চটুল-দৃগন্তে
একবার চাহ তা'র পানে।

শ্রীকৃষ্ণ। নিঠুরা মৃদুলা কিবা হও যাহা চাহ,
প্রাণ মম তুমিলো রাধিকে !
কিবা গতি চকোরের চন্দ্রলেখা বিনা ?

শ্রীরাধা। সত্যই তুমি মায়াবীদেরও অতি বিমোহন !
(সশব্দে রোদন)

ললিতা। নন্দের নন্দনে হেন
যেবা প্রেম করিবারে চায়,
অশ্রুধারা তা'র
বিরতি না মানে কভু।
ক'হে ছিনু তাই,—লোভ হেতু
ইথে মন করিও না রত ;
হেন মতে বার বার নিবারিলে আমি,
লো তরলে, মম বাক্যে ভুরুযুগ করিয়া কুটিল
ক'রোনি গৌরব তা'য় ;
তবে আজি কেন বা না করিবে রোদন ?

শ্রীকৃষ্ণ। (করপদ্মে শ্রীরাধার অশ্রুবিন্দুগুলি মুছাইয়া দিলেন)

শ্রীরাধা। মুগ্ধজনের প্রতি বাঁকা ব্যবহার ক'রতে কি লজ্জা হ'চ্চে না ?

শ্রীকৃষ্ণ। স্মরক্রীড়ালুব্ধ আমি গোপীগণ সনে,—
যথার্থ এ বাণী ; তথাপি লো তুমি
সুদিব্য অঞ্জন সম আমার নয়নে ;
হের,—
গ্রীষ্ম আদি ঋতু-লক্ষ্মীসম
ফুটে যত কুসুম-নিচয়,
সেবে না কি তা' সবারে কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ অতি ?
তথাপি বাসন্তী শোভা হরষে তাহারে
উলসিয়া সরস উল্লাসে।

বৃন্দা। সখি, বনমালী ঠিকই ত ব'লচে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, তোমার সঙ্গে বনবিহার ক'রতে ইচ্ছে করি।

বৃন্দা। তবে আমি সখীদের জানিয়ে দিই গে।

(চারিদিকে চাহিয়া)

হাসলো মাধবি আধ মৃদু হাসি,
ছড়াও মল্লি জোছনার রাশি ;
উঠলো পাটল বিকসি মাতলো,
সোণালি যূথিকা জাগলো জাগলো,
যূথি পরসীদ (১) লবঙ্গ ললিত
লতিকা হওলো সুষমা জড়িত,
রাধার সহিত এ হরি দয়িত,
বিহার বিলাসে হোক অভিলাষী।

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ—তাই ত হ'লো কি এ অ্যাঁ ! ও বয়স্য, এ

(১) পরসীদ—প্রসীদ অর্থাৎ প্রসন্ন হও।

যে বনের যক্ষিনী, ব'লতে না ব'লতে লতাপাতার সব আহ্লাদে ফুল ফুটে উঠলো হে!

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, লতাগুলি পুষ্পে প্রফুল্ল হ'য়ে আমার মনকে আমোদিত ক'রচে।

মধু। তোমাদের আমোদ দিলে ত সব লতাই, আমার কিন্তু একা স্বর্ণ যুঁই, ওই শুধু গোকুলেশ্বরীর বেশ টাট্‌কা পরিষ্কার গাওয়া ঘিয়ের মত রংটি কেমন থরে থরে ধ'রে আছে!

ললিতা। (ঈষৎ হাসিয়া) আর্য্য, এতেই সবাই জানে যে তুমি রসের মর্ম্ম কেমন জান।

মধু। (ঈর্ষার সহিত) বয়স্য দেখ, এই পলাশের কুঁড়িগুলো রাঙা হ'লেও বাঁকা। ও গুলোকে গোপীকাদের মতন আমার ভাল লাগে না—গোপীকারা প্রেমবতী হ'লে হবে কি, বড় বাঁকা যে।

ললিতা। বৃন্দা, এই জবার স্তবকগুলো ছ্যাখ্; চোখে দেখতে সুন্দর হ'লেও ওদের সুগন্ধ নেই। এরা কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপকিশোরদের মতন দেখতে সুন্দর হ'লেও এদের প্রেমের গন্ধমাত্র নেই।

মধু। (সরোষে) জানি জানি, তোমাদের গোপীদের কর্ম্ম জানি; তোমরা গোরসের কলসীকে জোরে মন্থন ক'রে ক'রে তা' থেকে স্নেহ বা মাখন বের ক'রে নিয়ে তা'কে স্নেহহীন ক'রে দাও। তবে তোমাদের আবার স্নেহ কোথায়? অমন স্নেহময় কৃষ্ণকে ব'লছ কিনা স্নেহহীন!

বৃন্দা। (ঈষৎ হাসিয়া)

সখি ললিতে! দণ্ডপাশ ধরি করে,
প্রকাশ্যে বহিয়া মনঃশিলাকল্প (১) যা'রা

---

(১) মনঃ শিলাকল্প—রক্তবর্ণ পার্ব্বতীয় শিলাযুক্ত বেশ; পক্ষে, শিলার মত নিষ্ঠুর মন।

দুর্গম গহন পথ করে সমাশ্রয়,
হেন গোপ বর্ত্মপাতী হ'তে
তোমাদের হউক মঙ্গল। হের,
গোপ আর বর্ত্মপাতী উভয় সমান ;—
বর্ত্মপাতী দণ্ডপাশ
ধরে পান্থ-বধের কারণে,
গোপ ধরে গোধন-চারণে ;
বর্ত্মপাতীজন ধরে মন
শিলাকল্প নিষ্ঠুর দারুণ,
গোপ ধরে মনঃশিলা-ধাতু-প্রসাধন ;
গহন কান্তারে ফিরে উভয়েই।
শস্ত্র-প্রহরণে, কিম্বা প্রেমোচ্ছেদে
প্রাণনাশ একই কথা সখি !
তাই কহি হিত বাণী
পড়িও না এ সবার হাতে।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) বৃন্দে, বুঝেছি বুঝেছি, ক্ষীরের লোভে তোমার বুদ্ধিভ্রম হ'য়েচে, তাই গোপিকার আঁচল ধ'রেচ।

নেপথ্যে শুক। কস্তূরিকা গোপীকুলে কি আর প্রভেদ ?
একে ত মিলাই ভার,
তা'য় মাদকতা কত !
আর হাতে আসি পিছলে সতত ;
মুরারি ত তা' নয়,
সে যেন বসন্ত বায়,
দাক্ষিণ্য সদাই তার

স্থলভ সে সবাকার
দেহীমাত্রে সুখ দেয় কত ।

শ্রীকৃষ্ণ। (পশ্চাতে চাহিয়া)
সাধু, ওহে কীররাজ, সাধু সাধু।

মধু। ওহে পক্ষীশ্রেষ্ঠ, তুমি চতুর্দ্দশবিদ্যায় বিশারদ, চিরজীবী হও।

ললিতা। হ্যাঁরে চণ্ডাল শুক! তুই বাজপাখীর মুখে অতিথি হ। সেই রাহু তোর দেহটাকে চাঁদের মত ক'রে গিলে ফেলুক।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, শীঘ্রি একে পাকা ডালিমের বীজ দাও।

মধু। ওহে বৃন্দাবনের বৃহস্পতি, ডালিম বীজের চেয়ে বেশী স্থন্দর বরঞ্চ ললিতার দাঁতগুলি তোমায় এনে দিব।

নেপথ্যে শারী। চঞ্চল হে শুক,
তব পতি বিকিরয় ক্ষণরাগ (১) সান্ধ্যঘন-প্রায় ;
কিন্তু রাধা ধরে চিরস্নেহ
নবীনা নবনীময়ী পুত্তলিকা সম।

ললিতা। (আনন্দের সহিত) সখি শারি, তুই সৌভাগ্যবতী হ। আজ তুই উত্তর দিয়ে দুর্মুখো শুককে হারিয়ে দিয়েচিস্।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয় বৃন্দা এই পাখী দুটিকে এই কৌশল শিখিয়েচে।

মধু। (সরোষে) দাঁড়াত বেটি, তোর ঠোঁট ভেঙ্গে দিয়ে তোর কটু কথাগুলো থামিয়ে দি'!

(ছলপূর্ব্বক দণ্ড-নিক্ষেপ)

---

(১) রাগ—কৃষ্ণের পক্ষে স্নেহ, সান্ধ্য মেঘের পক্ষে রক্তবর্ণ।

শ্রীরাধা। আহা পাখী দুটির কথা কি মধুর! তা'তে অর্থের কি পরিপাটি! হায় তারা দুটিতে কেন উড়ে গেল!

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া)

প্রিয়ে, গৃহী সম তরু সবে
প্রফুল্লিত লতাবধূ সনে
সেবে যেথা ভৃঙ্গ-অতিথিরে
কুসুম মধুর ধারে,
যেথায় অবাধে খেলে পশুপাখী মিলি—
সুকণ্ঠি! হেন বৃন্দাবন
কা'রে বা না তোষে সুখভরে?
কিন্তু,—তব পাশে বনশোভা কি কাজ বাখানি?
হরিণী লজ্জিত যা'র নয়ন-লীলায়,
লতা—সুললিত দেহে,
পিককুল—কলভাষে,
শিখি—কেশকলাপ বিভ্রমে?

বৃন্দা। হের হের, মুনি সম শোভিছে যমুনা;

বিরত তরঙ্গ-রাশি,—মুনির মানসে
উপরত কামাদি যেমতি;
হইয়াছে সুনীরজা (১) পদ্ম-সুষমায়
রজোগুণ পরিহরি মুনিগণ-প্রায়,
প্রাণীর আবাস হেতু ভিতরে তাহার
ধরিয়াছে শুদ্ধ উজ্জ্বলতা সত্ত্ব-সন্ততিতে, (২)—

---

(১) সুনীরজা—যমুনাপক্ষে সুন্দর পদ্মযুক্ত; মুনিপক্ষে রজোগুণশূন্যা।

(২) সত্ত্ব—যমুনাপক্ষে মৎস্যাদি প্রাণী, মুনিপক্ষে সত্ত্বগুণ।

মুনি যথা হয় সমুজ্জ্বল সত্ত্বগুণোদয়ে ;
কৃষ্ণরুচি (১) বিকসিছে শ্যামল বরণে—
কৃষ্ণে রুচি বিকাশয় মুনিচিতে যথা ;
যমুনা এ যম (২)-আদরিণী—
মুনি যথা সমাদরে যম-নিয়মাদি।

শ্রীকৃষ্ণ। হের, হের প্রিয়ে চঞ্চল-নয়না!
আধহাসি-বিরাজিত তব মুখে যেন
নীরাজিছে (৩) নীরজা (৪)-নিকর
দুলি দুলি বায়ুভরে যমুনার জলে।

বৃন্দা। (প্রস্থান করিয়া কতকগুলি পদ্ম লইয়া ফিরিয়া আসিয়া)
পুণ্ডরীক-আঁখি! ধর লীলা-পুণ্ডরীকে (৫)
আধ বিকশিত ; ধর কোকনদ (৬) দুটি
শ্রুতিমূলে অবতংস (৭) লাগি।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দে, রক্তপদ্ম দুটি রাধার কাণে শোভা পা'ক। (শ্রীরাধার কর্ণদ্বয়ে পরাইয়া সকৌতুকে) হায়, শ্বেত-পদ্মের কোষে যে ভ্রমর র'য়েচে !

---

(১) কৃষ্ণরুচি—যমুনাপক্ষে কৃষ্ণবর্ণশোভা, মুনিপক্ষে শ্রীকৃষ্ণে রুচি।

(২) যম—যমুনাপক্ষে যমুনার পিতা ধর্ম্মরাজ যম, মুনিপক্ষে যম-নিয়মাদি জ্ঞান-সাধন।

(৩) নীরাজিছে—আরাত্রিক করিতেছে। (৪) নীরজা—পদ্মিনী।

(৫) পুণ্ডরীক—শ্বেত-কমল (৬) কোকনদ—রক্ত-কমল।

(৭ অবতংস—কুণ্ডল।

বৃন্দা। কমলের সনে মাতি সুমধুর রসে
রসিক মধুপ
লভিয়াছে মুকুন্দ-রসিকে ;
রসিকে রসিকে সঙ্গ
বিপুল পরমানন্দ করে উচ্ছ্বসিত।

শ্রীকৃষ্ণ। হের হের প্রিয়ে,—
ক্ষণে রহি মম করে শুভ্র পুণ্ডরীকে
শিলীমুখ (১) লইল শরণ রক্ত
কোকনদে বিলম্বিত তব শ্রুতিমূলে ;—
আরক্তিম অনুরাগ
কা'রে বা না হরে গো সবলে?

শ্রীরাধা। (সসম্ভ্রমে ভুজলতার দ্বারা তাড়াইতে লাগিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (উচ্চহাস্যে)
কর্ণের ভূষণ সম ওই দুটি আরক্ত পঙ্কজে,
গুঞ্জরিয়া ভৃঙ্গীপতি চঞ্চলিল দৃগঞ্চলে তব,
ভৃঙ্গাবলী যেন ছুটিল চৌদিকে ;
ত্রাসভরে ভুজলতা উঠিল দুলিয়া,
তা'রি অঙ্গে ঝননিল চপল চূড়িকা।—
ব্যাকুলিতা তুমি অতি,
তবু মোরে দিতেছ আমোদ।

শ্রীরাধা। (সভয়ে বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ করিতে করিতে)
একি, এখনও ত ধৃষ্ট যা'চ্চে না।

---

(১) শিলীমুখ—ভ্রমর।

শ্রীকৃষ্ণ। মধুরাক্ষি! বৃথায় সম্ভ্রমে (১)
ছুড়িও না আর বসন-অঞ্চলে তব।
কৃশাঙ্গি! স্বচ্ছন্দে করুক পান
মধুপ সে ও মধু মঙ্গল (২)
শ্রবণ-উৎপল হ'তে।

মধু। কি বয়স্য! আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে ভোমরা দিয়ে খাওয়াবে—এ কেমন কথা?

(দণ্ডের দ্বারা ভ্রমরকে তাড়াইলেন)

শ্রীরাধা। (প্রশংসার সহিত) আর্য্য, আমার খুব উপকার করলে।

মধু। এ্যকি! মধুসূদন (৩) সঙ্গে সঙ্গেই যে উড়ে গেল! কই আর কোথাও যে দেখ্‌তে পাচ্চি নে?

শ্রীরাধা। [মোহগ্রস্তা অচেতনবৎ (৪)] হায় হায়, মধুমথন কোথায় গেলেন?

উঠিল কি আর্ত্তনাদ
গবীমাঝে দাবানল হেতু?
হেরিল কি মম মাঝে নিরঙ্কুশ বিগুণতা-রাশি?
অথবা নিভৃতে নি'ল
ডাকি কোন সুচিরবাঞ্ছিতা,

---

(১) সম্ভ্রম—ভয়। (২) মধু মঙ্গল—মঙ্গল মধু।

(৩) মধুসূদন—ভ্রমর। (৪) এখানে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের উৎকর্ষনিবন্ধন প্রিয় ব্যক্তির নিকট থাকিয়াও যে বিরহার্ত্তি অনুভব হয় তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য কহে। মধু-মঙ্গলের কথা শুনামাত্র শ্রীরাধার অনুভব হইল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন॥

যা'র তরে বনজ-লোচন (১)
ছাড়ি গেল সহসা আমায়
বিরহিনী বনে ?

শ্রীকৃষ্ণ। (সঙ্কেতে সকলকে বারণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।)

শ্রীরাধা। হায় হায় কই সে মুরারী ?
বাঁধিল না কবরী আমার বাসন্তীকুসুম-চয়ে ;
মালা গাঁথি নাহি দিনু তা'র
উরঃস্থলে চুম্বিত-চম্পকে ;
মল্লীদলে না কৈনু তাড়ন
অনর্গল পরিহাস-কালে ; আজি বনে
উৎসব না হইতে আরম্ভ
বিরহের ছলে দেখা দিল দাবানল।

বৃন্দা। (জনান্তিকে) প্রেমের অঙ্কুর এমন অন্ধ ক'রে দেয় যে প্রত্যক্ষ বস্তুকেও দেখ্‌তে দেয় না।

শ্রীরাধা। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) সখি বৃন্দা, আমায় রক্ষা কর।

ওকি সখি ওকি
কালসাপিনী নাকি !
ভোমরা পাঁতির ছলে
আমমুকুলে চলে !
ওকি আবার ওকি

---

(১) বনজ-লোচন—বন অর্থে জল, বনজলোচন—পদ্মনেত্র।

জ্বলজ্বলিছে শিখী (১)
রাঙা অশোক মাথে
ফুলের অছিলাতে!
ওই যে আবার ওরে
পলাশ গাছের শিরে
কলির ঘটার ছলে
দন্ত প্রকাশ করে
কুসুম-আয়ুধের
অস্ত্র ভেদনের—
আমায় বিঁধবে বলি—
ক্রূর অর্দ্ধ-চন্দ্রাবলী! (২)

(বিবশতা)

শ্রীকৃষ্ণ। (সন্ত্রস্তভাবে নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে)
সুকুমারি, তুমি অকারণে কাতর হ'চ্চ কেন?
তব মুখ-কান্তি-পাশে
ভীতা অতি পূর্ণ-চন্দ্রাবলী; কহলো প্রেমান্ধে,
অর্দ্ধ-চন্দ্রাবলী তব কি পারে করিতে?

শ্রীরাধা। (ধৈর্য্যধারণ করিয়া অপ্রতিভের ন্যায় স্বগত)
ওমা! যা' চোখে লেগে আছে তা'কে হারিয়েচি মনে ক'রে খেদ করচি কেন?

---

(১) শিখী—আগুন; অশোকের রক্তিমা। (২) অর্দ্ধচন্দ্র—অস্ত্রবিশেষ। তদ্রূপ পলাশ ফুলের কলিকাগুলি।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি! হের হের
মৃদুল-পবন-স্পর্শে
আন্দোলিত দাড়িম্বের তরু;
পরিণত বরবীজ তা'র
পরাজিত তব দন্তকান্তির সকাশে;
ও অধর দু'টি, উপহাসে কুসুমে তাহার;
কুচযুগ জিনে তা'র ফলে;
তাই সে তোমারি ভয়ে
কাঁপে আজি দোলনের ছলে।

বৃন্দা। সখি, এই দ্যাখ্ কর্ণিকার গাছে কেমন কুঁড়ি ধ'রেচে; এ তোর কাণে পরিয়ে দিলে কেমন মানায়!

শ্রীরাধা। নূতন কর্ণিকার ফুলে ভ্রমর কেমন রসের লোভে নিশ্চল হ'য়ে আছে দ্যাখ্।

শ্রীকৃষ্ণ। যেন শ্যামবর্ণ রসরাজ-শৃঙ্গাররস মূর্ত্তি ধ'রে কাঞ্চনমঞ্চের উপর ব'সে আছেন!

শ্রীরাধা। হেথা হের কি সুন্দর
ফুটিয়াছে মল্লিকা-কুসুম,
পরিমলসার বহে
রুদ্ধগতি করি অলিদলে;
তাই তা'রা করিছে গুঞ্জন
মত্ত হ'য়ে মকরন্দপানে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অবিকল শ্রীরাধার উক্তিটিই আবৃত্তি করিলেন)

বৃন্দা। চাঁপার কলিগুলি কেমন চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েচে দেখ; ওদের বর্ণ কেমন পীত আর অগ্রভাগটি কেমন সূক্ষ্ম!

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক যেন মানিনীর হৃদয় মন্থন করবার জন্যে কামদেবের কোন স্বর্ণময়ী শক্তি!

মধু। ও কামের শক্তি নয় হে বয়স্য! ওই দেখ না, ও যে জটিলার ছোড়া সেই হরিতালের মতন হলদে লাটিটা হে।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিল বামুন! আমি লাটিটা এখানে যে ভুলে ফেলে গেচি।

শ্রীরাধা। (জনান্তিকে সভয়ে) সখি, আমায় বাঁচা বাঁচা ভাই! এই কালরাত্তিরের মতন নিষ্ঠুর বুড়ি আমায় দেখে ফেলেচে!

(ললিতা ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে)

ব্যাঘ্রীসম জটিলারে হেরি,
চকিতা তৃষিতা এই রাধা-কুরঙ্গিনী,
মম সঙ্গসুধারসে,
নাহি পারে আঘ্রাণিতে অথবা ত্যজিতে।

মধু। ও কুকুরের ল্যাজের মতন কুটিল বুড়ি, এই নাও তোমার লাটি।

জটিলা। (লাটি লইয়া) হ্যাঁরে সুবল, কেন তুই আমার বধূর বেশ ধ'রে আমাকে সদাই অপ্রস্তুত করিস্ বল্ ত?

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) বেশ হ'য়েচে, সুবল ব'লে মনে ক'রেচে।

(প্রকাশ্যে মৃদু হাসিতে হাসিতে) জটিলা, গুরুর দিব্যি, ও রাধিকাই যাচ্ছে, সুবল নয়।

জটিলা। ওরে ধূর্ত্ত, আমি বিচক্ষণ, সব পরখ ক'রতে পারি, আর ধূর্ত্তপনা ক'রতে হবে না।

(প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, চল গোকুলে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি রাধা-প্রসাদন নামক পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

১ম দৃশ্য—সম্মুখে এক পার্শ্বে জটিলা-ভবনের একদেশ,
কিছু ভিতর দিকে অপর পার্শ্বে শ্রীরাধার কক্ষ দেখা যাইতেছে।
সময়—উষা হইতে পূর্ব্বাহ্ন। আসীন—জটিলা।
শ্রীরাধা নিজকক্ষে নিদ্রিতা।

জটিলা। শুনলুম বৌমা পীতবস্তরের ওড়না জড়িয়ে আজ তা'র ঘরে শুয়ে আছে, যাই সত্যি কিনা দেখে আসি।

(শ্রীরাধার কক্ষের দিকে গমন)

(শ্রীরাধার কক্ষের কোলে অলিন্দে বিশাখা ঢুলিতেছেন, কক্ষমধ্যে শ্রীরাধা নিদ্রিতা)

জটিলা। একি, বিশাখা ঘুমতে ঘুমতে অলিন্দে প'ড়ে যা'চ্চে কেন? তবে ওখানে গিয়ে একটু শব্দ করি।

(বিশাখার নিকটে গিয়া)

বিশাখা, এক প্রহর কেটে গেল, এখনও ঘুমাচ্চিস কেন মা?

বিশাখা। (স্বগত) সম্প্রতি সারারাত ধ'রে রাসের মহা-উৎসব হ'য়েচে, তখন আমাদের নিদ্রার গন্ধটুকুই বা কোথায়? তাই ঘুরে পড়ার দোষ কি?

(সহসা চক্ষু মেলিয়া প্রকাশ্যে)

আঈমা, ভগবতীর কথামত আজ আমরা দেবতামন্দিরে জাগরণ দিয়েচি।

জটিলা। (স্বগত) ও, সেই জন্যেই সন্ধ্যের পর হ'তে আজ বৌমার ঘর খালি ছিল।

(প্রকাশ্যে) বিশাখা, বৌমাকে ডাক্ ত।

বিশাখা। ওলো রাই, এখানে আয়, এখানে আয়।

(শ্রীরাধা কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন)

শ্রীরাধা। (চক্ষু দুটি রগড়াইতে রগড়াইতে ও হাই তুলিতে তুলিতে) বিশাখা, খুব ঘুমিয়ে প'ড়েছিনু ভাই।

(ঈষৎ চোখ চাহিয়া সশঙ্কে স্বগত)

একি ! আর্য্যা এখানে কেন ?

জটিলা। (শ্রীরাধার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) ছি মা ছি, কি ঘেন্নার কথা, ঠিকই ত এই পীতবস্তর !

শ্রীরাধা। (জনান্তিকে) সই, সারঙ্গীর মুখে শুনেচি যে ভরা রাত্তিরে বুড়ি সেই যমুনা-পুলিনে গিয়েছিল, তবে ঠিক আমাদের সেখানে দেখে থাকবে।

বিশাখা। না—লো—না ; বৃন্দা বললে যে যখন তো'কে নিয়ে কানু স'রে প'ড়েছিল আর আমরা দুজনে আর সখীরা সব মিলে সশঙ্কিতে তোকে খুঁজতে বেড়িয়েছিলুম, সেই সময় এ বুড়ি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিল।

শ্রীরাধা। তবে কেন এ অমন ক'রে আমার পানে কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছে ?

জটিলা। (ঈর্ষার সহিত) মিথ্যাবাদি বিশাখা, তুই কি অন্ধ হ'য়েচিস্ ?

বিশাখা। (শ্রীরাধাকে দেখিয়া দুঃখের সহিত জনান্তিকে)

হ্যাঁলা তুইযে বিলাসে বিহ্বলা হ'য়েচিস দেখচি ! এ কি হ'য়েছে ?

শ্রীরাধা। (নিজের বক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে) সই, তুই-ই আমায় বাঁচা!

বিশাখা। (জটিলাকে দেখিয়া)

পর্ব্ব লাগি যুবতী-নিচয়
হর্ষভরে উত্তরল-হৃদে
রাধিকার বাহুমূলে দুকূলখানিরে
সিক্ত করি দিয়েছিল
হরিদ্রার দ্রব-জলোৎসেকে ;
তাই হের পীতবাস-পরা ;
আর্য্যে, কেন বৃথা চাহিতেছ
কুটিলিত দৃগন্তে রাধায় ?

জটিলা। (বিশ্বাস করিয়া) ছ্যাখ্ বিশাখা, তুই বড় চঞ্চল; আমার ছেলের ঘর ভাঙ্গলি ত তুই-ই। যৌবনে উন্মত্ত হ'য়ে যা'রা অন্ধ হ'য়েছে, সেই সব গোপীদের মাঝে আমার বৌটিকে নিয়ে যাস্ কেন ?

বিশাখা। আঈমা, আমায় ভর্ৎসনা ক'রছ কেন ? এই দেওয়ালি পরবকে ভর্ৎসনা ক'রতে পার না ? তা'তে আবালবৃদ্ধ সমস্ত গোকুলের লোকই উন্মত্ত হ'য়ে উঠেচে।

জটিলা। তা' বাছা যা' বলিছিস ঠিকই, আজ রাত্তিরে আমি দেখেচি যে গোকুলের সমস্ত কিশোরী মেয়েগুলা নদীর ধারে উন্মত্ত হ'য়ে কি ক'রে বেড়াচ্চে।

বিশাখা। (নয়ন-ভঙ্গীসহ শ্রীরাধার দিকে চাহিলেন)

জটিলা। (দীনভাবে) ছ্যাখ্ বিশাখা, দয়া ক'রে আমার একটি কথা শুনিস্। আমি মুখে আঙ্গুল দিয়ে মিনতি ক'রচি একটি অনুগ্রহ করিস মা আমার—

বিশাখা। (আশ্বাস দিয়া) আঈমা, এমন ক'রে ব'লছই বা কেন? আদেশ ক'রলেই ত হয়।

জটিলা। বাছা, তুই বিশুদ্ধ আছিস্, তাই বলচি, কৃষ্ণের হাত থেকে বৌটিকে আমার রক্ষা করিস্।

বিশাখা। তুমি নিশ্চিন্তি থাকনা আঈমা, ললিতাটি যে আছে সে এ সমস্ততে খুব চালাক, বিলক্ষণ পটু।

জটিলা। কোথা গেল ললিতা?

বিশাখা। ঐ যে দেখনা, পদ্মার সঙ্গে এইখানেই আসচে।

জটিলা। আমার ঘুঁটে দিতে হবে, এখন যাই।

(প্রস্থান)

(পদ্মাসহ ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। পদ্মা, কোত্থেকে আসছিস্?

পদ্মা। এই ভাই কৃষ্ণের কাছ থেকে।

ললিতা। কৃষ্ণ কোথা?

পদ্মা। মালতী-বাগানের ধারে।

ললিতা। কি ক'রচে?

পদ্মা। মধুমঙ্গলের সঙ্গে বেড়াচ্চে।

ললিতা। (পরিহাসপূর্ব্বক মৃদুহাস্তে) সই, কামনা মিটিয়ে নিয়েছিস ত ভাল ক'রে?

পদ্মা। (উচ্চহাস্তে) আর কিছু মনে করিসনে যেন—আমি এক গাছা মালতী মালা গেঁথে তা'কে উপহার দিয়েছি। হ্যাঁ ভাল মনে পড়ল, ভ্যাখ্ সাখ, কৃষ্ণ আমায় ব'লেচে যে,—"পদ্মা! তুমি আমায় যেমন রোজ রোজ মালা পরাও, ললিতা ও তেমনি কত

বিচিত্র সুন্দর সুন্দর গৈরিকাদি ধাতু দিয়ে আমায় সাজায়, তা' এই চিঠিখানি নিয়ে তা'র হাতে দিও ।"

(পত্রার্পণ)

ললিতা। (পত্র লইয়া স্বগত) কখনও ত আমি কানুর অঙ্গে ধাতুরাগ অর্পণ করিনি, তবে এতে কোন রহস্য আছে।

(প্রকাশ্যে পত্রপাঠ)

'অধীরাক্ষি !

রাগিধাতু পরিচ্ছদ মম করে কর সমর্পণ ;

মুক্ত যাহা গি-রি হ'তে,

তু-চ্ছ-প-দ নহে স্থিতিশীল।'

(ক্ষণেক চিন্তার পর স্বগত)

ও বুঝেচি—এই সঙ্কেত ক'রে আমাকে আদেশ ক'রচে যে "রাধাকে" আমার হাতে দাও। বলচে যে, "আমাকে রাগিধাতু পরিচ্ছদ দাও"—পদ্মা বুঝচে যে রক্তবর্ণ ধাতুপরিচ্ছদ দিতে ব'লেচে, যা' গিরি হ'তে মুক্ত অর্থাৎ পাহাড় থেকে নির্গত হয়, আর যা' গিরিশৃঙ্গে থাকে ব'লে কখনও তুচ্ছপদে স্থিতিশীল নয়। কিন্তু ভিতরকার অর্থ তা' নয়—রা-গি-ধা-তু-প-রি-চ্ছ-দ এই আট অক্ষর-যুক্ত বস্তুটি দিতে বলচে, কিন্তু আবার ব'লচে যে এই আট অক্ষর থেকে 'গি' আর 'রি' এই দুটা অক্ষর প্রথমে ছেড়ে দাও ; তাই বলচে, "গি রি হতে মুক্ত ;" আবার বলছে,—তু-চ্ছ-প আর দ এ চারটি অক্ষরও ছেড়ে দাও ; সেইজন্যে বলচে যে তু-চ্ছ-প-দ স্থিতি-শীল নহে।" কাজে কাজেই এই ছ'টা অক্ষর বাদ গেলে থাকে মাত্র দুটা অক্ষর,—রা আর ধা অর্থাৎ রাধা। কেমন কৌশলে বিপক্ষকে দিয়ে রাই এর দৌত্য করাচ্চে দেখ !

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা সই, তাই ক'রব। ওই যে সামনেই রাই র'য়েচে ওকে একবার শুধিয়ে যা।

পদ্মা। (শ্রীরাধার নিকট গিয়া পরিহাসছলে মৃদুহাস্যে)

সই, বেশ হয়েছে, বিবাদ মিটে গেছে, গোকুলেন্দ্র-নন্দন যেমন আমাদের কাপড় চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল তেমনি আমরাও তার পীতাম্বর চুরি ক'রেচি।

ললিতা। (মৃদুহাস্যে) ওলো নির্লজ্জে, সই এর কুঙ্কুমে রং করা ওড়না দেখে শুধু শুধু কৃষ্ণভোগ-চিহ্ন মনে ক'রে আশঙ্কা করচিস্ কেন ?

পদ্মা। (মৃদুহাস্যে) কি বলিস রাই, তবে শিগ্‌গির শিগ্‌গির সখী-স্থলী (১) যাই ভাই কেমন ? সেখানে কৃষ্ণের লীলা গান ক'রে প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীকে সুখী করিগে।

বিশাখা। (উচ্চহাস্যে) পদ্মা, তা' হ'লে তোকেই ধন্যি ব'লতে হবে—কৃষ্ণকে দেখ্‌তে না পেলেও বেশ কেমন তা'র লীলা গান গেয়ে গেয়ে চন্দ্রাবলীকে তোরা সুখী করিস ভাই।

পদ্মা। তোরাই বা তা' না করিস কেন ?

বিশাখা। ওলো, আমাদের আবার অমন ভাগ্য কোথায় ?

পদ্মা। কেনই বা না হবে ?

বিশাখা। মুগ্ধে, এ আর বুঝিসনে ?—কৃষ্ণের নামমাত্র উঠলেই রাই বিচলিত হ'য়ে উঠে, নাম গান শুনবার সামর্থ্য থাকে কোথা ?

পদ্মা। (স্বগত) এরা স্বপক্ষের প্রেমের উৎকর্ষ জানাচ্ছে। আচ্ছা (প্রকাশ্যে) বিশাখা, তোরাই হ'লি সব চেয়ে সুখী, আমাদেরই দুঃখের দশা প'ড়েচে।

ললিতা। পদ্মা, তোদের আবার দুঃখু কেমন ক'রে হবে ?

(১) সখীস্থলী—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রাবলীর গ্রাম।

পদ্মা। এমন কথা বলিসনে ললিতা; মালা গাঁথরে, চুল বেঁধে দাওরে ঠোঁটে রং দিয়ে দাওরে, দিনের মধ্যে এই রকম কতবার ক'রে চন্দ্রার কৃষ্ণসম্ভোগের জন্যে বেশভূষা ক'রে দিতে দিতে দুঃখরাশির কি আর শেষ আছে?

বিশাখা। (উচ্চহাস্যে) তাইত সত্যিইত পদ্মা, তোদের দুঃখ সই অনেক, আমাদের কিন্তু একটি।

পদ্মা। কি ভাই?

বিশাখা। আকাশে কোন একটি তারা ফুটে আছে, তা'কে মর্ত্ত্যে মেলা ভার; কিন্তু তা'কে পাবার জন্যে কালিন্দীকূলবিহারী এক দুর্ব্বার হস্তিশাবক অভিলাষ ক'রেচে। সে বুঝেনা যে সে তারা তা'র পক্ষে দুর্ল্লভ। তবু সে মত্ত হ'য়েচে। তা'কে পাবার জন্যে সর্ব্বদাই আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে জ্বালাতন করে।

ললিতা। (মৃদুহাস্যে) বিশাখা, এর চেয়ে আরও এক গুরুতর কষ্ট আছে, সেটা কেন ভুলে গেলি?

বিশাখা। কি ভাই, মনে করিয়ে দেনা।

ললিতা। তুই বড় সরল; ভুলে যাচ্চিস কেন এই রাই এর পায়ের পাতায় ক্ষণে ক্ষণে আলতা পরানর কথাটা? কানুর প্রণামের জ্বালায় তা'র মাথা লেগে ক্ষণে ক্ষণে মুছে যায়, আর আমাদের ততবারই যে পরিয়ে দিতে হয়।

বিশাখা। (হাসিয়া) থাম্ থাম্ ললিতা! কি যে মিছে আশঙ্কা তোর? কানুর মাথায় সে ত গৈঁড়ির রং র'য়েচে, আলতার নয়।

শ্রীরাধা। (সলজ্জে) ওলো পদ্মা, এ দুর্ম্মুখীদের বাচালপনা আর শুনিস নে ত, বরঞ্চ শিগ্‌গির প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর কাছেই যা'।

পদ্মা। যা বল্‌লি সই।　　　　　　(প্রস্থান)

ললিতা। (স্বগত) এখন কৃষ্ণের আদেশ পালন করিগে।

(প্রকাশ্যে) রাই, আয় ফুল তুলে সূর্য্যদেবের পূজো করিগে চ।

শ্রীরাধা। (স্বগত) বেশ হ'লো, আমার মনের যা' অভিলাষ তাই এ ব'লেচে, সেখানে কৃষ্ণ-দর্শন হ'তে পারে।

(প্রকাশ্যে) সই, তোদের যা' ইচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—এক প্রান্তে যমুনা-পুলিনস্থ পুষ্পবাটিকা, অপর প্রান্তে উক্ত বাটিকার পশ্চাদ্ভাগ।

প্রথম প্রান্তে আসীন—মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। নবীন কুসুম-গুচ্ছে শোভিত বল্লরী ;
চটুল সৌরভে বন্দী চল-চঞ্চরীক (১)
প্লাবিয়াছে বনভূমি মুখর ঝঙ্কারে ;
অর্ব্বুদ অগ্রণী (২) গুঞ্জা আগুবারি রহে
সমুৎসুকা ; শরত-পরশে কৃশ
কলিন্দ-তনয়া (৩) করিতেছে সম্বর্দ্ধিত
পুলিন-নিকরে ; শিখিপিঞ্ছপুঞ্জে ভূমি
গিয়াছে ঢাকিয়া ;—আজি বৃন্দাবন মরি
পরিফুল্ল যেদিকে নেহারি !

(পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দে)

---

(১) চঞ্চরীক—ভ্রমর। (২)অগ্রণী—উৎকৃষ্ট। (৩) কলিন্দতনয়া—যমুনা

পুনঃ সখে, ওই শুন শরৎ-আগমে
মুখরিত দশদিশি তুমুল নিনাদে
বৃষভের ; পুঙ্গবে (১) পুঙ্গবে হের
ভয়ঙ্কর রণরঙ্গ, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাত,
অবিচল বজ্র-নেত্র-পাত,—
রণমত্ত সবে হের আজি বৃন্দাবনে,
পুষ্পবতী গাভী সহ সঙ্গম-কারণে ।

মধু । (চারিদিকে চাহিয়া)

মেঘের রং যে ধ'রেছে বৃন্দাবনে,
মুকুন্দ হে, নিশ্চয় এ তোমারি সঙ্গগুণে ;
দেখছ না তাই দম্ভভরে
ঝাঁটির (২) পীত বসন ধরে ?
সারূপ্য (৩) পেয়ে ভক্ত যেমন
রূপ ধরে ঠিক বিষ্ণুর মতন ।

শ্রীকৃষ্ণ । (স্বগত) আজ কি ললিতা পত্রের অর্থে সঙ্কেত বুঝে নিয়ে আমাকে পূর্ণমনোরথ ক'রবে ? শরতের মাধুর্য্যপূর্ণ বৃন্দাবনও খঞ্জনাক্ষীর বিরহের জন্য আমাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দিচ্ছে না। তবে বেণুর দ্বারা সঙ্কেত করি । (বেণুবাদন)

আজু, কাঁহা তুঁহু মঝু সখিনী চকোরি !
অব, সঙ্গম বেলি বলিহারি !

---

(১) পুঙ্গব—বৃষ ।

(২) ঝাঁটি—ঝিন্টী পুষ্প । (৩) সারূপ্য—পাঁচ রকম মুক্তির মধ্যে একটিকে সারূপ্য বলে। এই মুক্তি পাইলে ভক্তের রূপ ভগবানের ন্যায় হইয়া যায় ।

বরাঙ্গি! করু পাশ-পাত,
তুরিতঁহি কাঁহা উড়ি যাত,
আধ আঁখে চাহি তুহারি বাট
শোচত সহচর ফুকারত রোরি।

মধু। (হাসিয়া) বয়স্য, এ কি অপূর্ব্ব রকম বাঁশী বাজান হ'ল বল দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, কুরঙ্গী-লোকনাথ´ আমার এই উত্তম।

মধু। সত্যিই ব'লেচ, একটা অক্ষর শুধু অন্যথা ক'রেচ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, ঠিক বুঝেছ কুরঙ্গী-লোচনাথ´ই।

নেপথ্যে।
হেথায় ধেনুর গণ, কর্ণপাত্র ভরি,
বংশীরব করিতেছে পান,
স্তন হ'তে ক্ষীরধারা, দূরে দিগন্তরে,
চারিদিকে হয় বহমান;
হেন কালে তরুপুঞ্জে, অকালে ফুটিল ফুল,
ফুলরস ক্ষীরে মিশি গেল,
হ'য়ে অম্লরসযুত, ক্ষীর যেগো দধিভূত,
দধিনদী বৃন্দাবনে ভেল।

শ্রীকৃষ্ণ।
হের সখে দক্ষিণ দিশায়,
তুঙ্গ শৃঙ্গে ধরি তাম্রশোভা,
ক্ষুরে অরুণিমা, রম্য পিঙ্গলতা নেত্রে,
কণ্ঠপরে লম্বিয়া ঘণ্টিকা,
চঞ্চল লাঙ্গুল-দণ্ড লুটায়ে ধূলায়,
পাণ্ডুকান্তি কৈলাসের প্রায়,

অতুলন ককুদ-মণ্ডলে,
সুশোভিয়া সুরভি মাঝারে,
ওই রাজে প্রিয় মম পদ্মগন্ধ বৃষভ হেথায়

২য় দৃশ্য—অপর প্রান্ত—পুলিনস্থ পুষ্পবাটিকার
পশ্চাদ্‌ভাগ।

(শ্রীরাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (স্বগত) বেণুরব কোন দিক থেকে আসচে? দিশাহারা হ'য়ে আমি ত ঠিক ক'রতে পারচিনে!

ললিতা। (পরিহাসছলে মৃদু হাসিয়া) হঁ্যা রাই, শুধু শুধু অকালে তোর কাণ হরিণের মতন হ'ল কেন?

শ্রীরাধা। ললিতা, তুই নিজের স্বভাব পরের উপর চাপাচ্চিস্ কেন? তুই ত হরিণী, তাই বাঁশীর কলশব্দে দেখ্‌ছি তোর আহ্লাদ আর ধরে না।

ললিতা। তুই-ই-ত হরিণী লো! তাই রঙ্গিনী নামে হরিণী তোর সখী।

শ্রীরাধা। (স্বগত) আহা সুমুখের বাগান থেকে কি এক সুগন্ধ-ধারা এসে আমাকে দূতীর মতন আকর্ষণ করছে!

(ছলপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন)

বিশাখা। (মৃদুহাস্যে)

হঁ্যা রাই, তুই ভোমরার মতন কিসের গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্চিস্?

শ্রীরাধা। ওই দ্যাখ্ না, সামনেই কেমন সব ফুল ফুটেচে দেখা যাচ্চে, ওদের তুলে নিয়ে মিত্রের (১) পূজো ক'রব।

ললিতা। সত্যি বটে, মিত্রের অনুরাগই তো'কে চঞ্চল ক'রেচে ; তবে সে মিত্র হ'চ্চে গহনচর—সে বনে বেড়ায়, গগনচর নয়।

শ্রীরাধা। (প্রণয়রোষে) আ—গেল, সবই বাঁকা ভাবে নেওয়া তোর স্বভাব, আমি ত কমল-বঁধুর (২) কথা বল্‌চি।

ললিতা। আকারটিই বা গোপন্ ক'রে কি হবে? কমলাবঁধুই (৩) বল্ না।

বিশাখা। কমলা সতীন কিনা, তাই ঈর্ষা এসে তা'র নাম গোপন ক'রচে, প্রিয়সখী ত গোপন করেনি।

শ্রীরাধা। (ভ্রূভঙ্গী করিয়া) তুই বড় বাঁকা ; নিজের মনের কথা পরের মুণ্ডুতে চাপাচ্চিস্ কেন? তা' শিগ্‌গির যা' না ; যে তোদের বিম্বফলের মতন ঠোঁটের চুলকানি ভাল করবে সে এখান থেকে বেশী দূরে নেই।

ললিতা। দ্যাখ্ রাই, ছেলে বেলা থেকে আমাদের কুলাঙ্গনাব্রত কেউ খণ্ডাতে পারেনি ; একথা নিজমুখে আর কি ব'লবো, বৃন্দাবনের লতাপাতারাই জানে।

শ্রীরাধা। (উচ্চহাস্যে) হ্যাঁলো পতিব্রতে, জানি জানি। তাই, কাল সকালবেলা তোর ভুজলতার গায়ে মকর কুণ্ডলের ছাপ লেগে ছিল, আর বিশাখার বালিশেও ময়ূরপুচ্ছের চূড়া প'ড়ে ছিল।

ললিতা। যা' যা', পরনিন্দুক কোথাকার।

(১) মিত্র—সূর্য্য, অন্য অর্থে শ্রীকৃষ্ণ।

(২) কমল-বঁধু—কমল বা পদ্মের বন্ধু সূর্য্য।

(৩) কমলাবঁধু—কমলা বা লক্ষ্মীর বঁধু নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ)।

বিশাখা। রাই, জোর ক'রে ঢেকে লাভ কি? চাঁদের আলো লেগে চন্দ্রকান্ত-শিলা ঘেমে উঠ্‌বে না এমন কি হ'তে পারে?

শ্রীরাধা। (অগ্রে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া) ললিতা, শিগ্রি আমি পালাই ভাই। (কম্পিতা)

ললিতা। (শঙ্কিত-ভাবে) কিসের ভয় করচিস্ রাই?

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) ওলো বাঁকা, মিছে সরলপনা দেখাতে হবে না; এই লম্পটের হাতে ফেলে দেবার জন্যেই আমায় এতদূর টেনে এনেচিস্।

ললিতা। (নিরীক্ষণের পর স্বগত) নিশ্চয় দূর থেকে ওই তমালকে দেখে রাই কৃষ্ণ মনে করেচে।
(প্রকাশ্যে) হুঁ, এখন পালাবে কি করে? আমি এবার অবসর পেয়েছি।
(শ্রীরাধাকে টানিতে লাগিলেন)

শ্রীরাধা। (কাতর ভাবে) ও বিশাখা, রক্ষা কর্ ভাই, রক্ষা কর্, তোর শরণাপন্ন হচ্চি।

বিশাখা। ওলো, তুই প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েচিস্ ব'লে যে ত্রিলোকময় কৃষ্ণ দেখচিস্! চেয়ে ছ্যাখ্, ওটা গাছ, তোর যে বিলাসী সে নয়।

২য় দৃশ্য—পুষ্পবাটিকা-প্রান্তে

শ্রীকৃষ্ণ। কই কৃশাঙ্গী এখনও ত এল না? তবে মুরলী বাজাই।
(বেণুবাদন)

সুধাকর-মণ্ডলি ভূষয় (১) বিপিনে \
মৃদুপদে আসি সরি সরি :

(১) ভূষয়—ভূষিত কর।

উদয়-শৈল-তটে লটকি নয়ন-জোর
চকোর হ'তেছে জরজরি (১)।

(অপর প্রান্ত হইতে শ্রীরাধা ধীরে ধীরে সখিদ্বয় সহ ক্রমশঃ পুষ্পবাটিকার দিকে অগ্রসর হইতেছেন)

বিশাখা। (স্বয়ং ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক) রাই, একি তুই চ'লতে চ'লতে কদম গাছটাকে ধ'রে ফেল্‌লি যে?

ললিতা। সখি বাঁশরি, তো'কে বারবার প্রণাম করি। তুই রাধার রহস্য প্রকাশ ক'রে দিলি।

শ্রীরাধা। (সলজ্জে ভাবগোপন করিলেন)

ললিতা। আজি মৃদু মুরলী-কাকলি
প্রবেশিলে কর্ণপ্রান্তদেশে রম্ভোরু তোমার,
তখনি লো উরুদ্বয় স্তম্ভপ্রায় হ'ল;
বিপুল অশ্রুর ধারে একেবারে লুপ্ত হ'ল দিঠি;
কিবা কাজ বৃথায় যতনে
লুকাইতে ভাবের লহরী?

বিশাখা আচ্ছা ললিতা, এখনও কি লুকানো যায়?
(শ্রীরাধার প্রতি)
বিলাস-পূরিত এই মুরলী-বিরুতি
আজি তব করিতেছে বৈরী-আচরণ—
হায়, লজ্জা-বিনাশন-যজ্ঞে
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিমন্ত্র সে যে,
অভিচার-যজ্ঞে যথা মন্ত্র অথর্ব্বণী (২);

---

(১) জরজরি—পরিতপ্ত।

(২) মারণ, মোহন, বশীকরণ প্রভৃতির দ্বারা অন্যের অনিষ্ট-

জ্বালাইতে কাম-হুতাশন
হোমানল-প্রজ্বলনে সামধ্বনি (১)-প্রায় ;
এনে দেয় প্রেমের মূরছা,
উপনিষদ্-বাণী (২) যথা করে আত্মহারা
আত্মাসহ পরমাত্ম-যোগে ;—
লজ্জাক্ষয় কামোদ্রেক প্রেমমূর্চ্ছা করি,
সখি, বাঁশীর বিলাস সেই আজি তোর অরি।

শ্রীরাধা। (ক্ষুব্ধা হইয়া) সত্যি সই, বাঁশী আমার শত্রু, ওকে তিরস্কার না ক'রে থাকতে পারচিনে।

রে নিষ্ঠুর বাঁশী !
একই শ্রেষ্ঠ বংশ হ'তে
জন্ম তব আর সে ধনুর,
তবু আমি বন্দিব ধনুরে ;
বিদ্ধ নর ধনুশরে ছাড়ে তনু
মর্ম্মে আর না পায় বেদনা ;
কিন্তু তোর শব্দ-শর
কন্দর্পের বাণ হ'তে অতীব বিষম—
বিদ্ধ করি মো সবার হৃদে,

সাধক তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াকে অভিচার বলে ; অথর্ব্ববেদে অভিচার-সম্বন্ধে সিদ্ধিমন্ত্র অনেক আছে।

(১) যজ্ঞের হোমানল সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়।

(২) তত্ত্বমসি-বাক্যময়ী কতকগুলি উপনিষদ্ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন।

আনি দেয় হেন ঘোর দশা,
জানিতে না দেয়
জীবিতা কি মৃতা সবে মোরা ?

(পুষ্পবাটিকায়)

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্মুখে দেখিয়া সানন্দে)

এই যে রঙ্গিনী (১) অগ্রে করিছে রিঙ্গণ ;
তবে প্রিয়া র'য়েছে নিকটে—মৃগের মূরতি
যথা চন্দ্র হ'তে না হয় বিচ্যুত,
রাধা হ'তে তেমতি রঙ্গিনী।

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) সখে, জেনেছি জেনেছি, ও রাধিকার হরিণী নয়ত,—চাঁদ যে মৃগহীন হ'য়ে আসচেন ! (বিস্ময় প্রকাশ)। বোধ হয় চাঁদ কোল থেকে মৃগকে পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীতে এসেচেন। (পুনরায় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া) ও বুঝেচি, এ যে রাধার বদন বিলাস-রাশিতে উৎফুল্ল হ'য়ে ঝলমল ক'রচে।

(অগ্রসর হইলেন)

মধু। (পরিহাস করিয়া) ছুটনা হে বয়স্য, আস্তে আস্তে যাও। আর তোমাকেই বা দোষ দিব কি, ধূর্ত্ত কিশোরীরা যে দুষ্ট-মন্তর দিয়ে তোমায় পাগল ক'রে দিলে ; তা' এই উপযুক্ত সময়ে তোমাকে বাধা দিয়ে স্নেহের ঋণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নি।

(শ্রীহস্তধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, আজ যে রাধিকার কাছে যেতে গিয়ে কম্প এসে আমায় বাধা দিচ্চে, তাই তুমি যে হাতখানির অবলম্বন দিলে তা'তে ভালই ক'রলে। (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া)

---

(২) রঙ্গিনী—রঙ্গিনীনাম্নী শ্রীরাধার প্রিয় হরিণী।

এ যে, তৃষাতুর চিত্তে মম ল'য়েছিল টানি
মধুপেরে যথা টানে পুষ্পমুখী অশোক লতিকা ;
আহা, বরতনু সে যে বর-অনুরাগ-সমুজ্জ্বল,
আর কমনীয় পত্র-সুলেখায় (১) !

শ্রীরাধা। (অপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া স্বগত)
নেত্রান্ত যাহার
ভ্রমিতেছে লীলাভরে নব মদনের,
শ্রবণ-অঞ্চলে
বিরাজিছে স্ফুট কিসলয়ের ভঙ্গিমা,
মৃদুল মৌলিতে মিলে মালতীর মাল,—
অপরূপ আহা মরি সে বঁধু-মাধুরী
চিত্তে মম করিছে পাগল !

বিশাখা। (উচ্চ হাসিয়া)
অতিবল পরিমল-পুঞ্জ-মাত্রে তব,
বশ কৃষ্ণ মানি পরাভব ;
আর কেন করিছ প্রকাশ
অকারণে যতেক বিলাস ?
রণপটু সম্মুখীন ভাট (২),
করে যদি সঁপে জয়-পাট (৩)
তবে কোথা কোন্ জয়-কামী
পরকাশে বিক্রম আপনি ?

---

(১) পত্র-সুলেখা—বিচিত্র তিলকাদি, লতাপঙ্ক্তি—পত্রশ্রেণী।

(২) ভাট—যোদ্ধা।

(৩) জয়-পাট—জয়পত্র।

শ্রীরাধা। ওলো, দুর্ম্মুখি! এমন সঙ্কটে আমায় ফেলেও এখনও ক্ষান্ত হ'চ্চিস্‌নে? নিষ্ঠুর, তো'কে ছেড়ে আমি ললিতাকে ধরিগে সে আমায় ভালবাসে। (ললিতার শরণ লইয়া)

প্রিয়সখি! চঞ্চল এ হরি
আসিতেছে হেথায় দেখিয়া,
বলিষ্ঠা গো! তোমারি আশ্রয়ে
ঘনকুঞ্জে হইনু বিলীনা।

ললিতা। (পরিহাসের সহিত স্মিতহাস্যে)

মুগ্ধে! হয়ো না ব্যথিত—
হৃদয়ে নিহিত তব পীতাম্বর (১) বিনা,
আমার সম্মুখে তব কুচ-পরিচয়ে
সমর্থ নহে গো আজি অন্য কোন জন।

শ্রীকৃষ্ণ। (সানন্দে) কল্যাণি, উপযুক্ত সময়ে তোমায় পেয়েচি।

ললিতা। (দর্পভরে পশ্চাৎ ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণপূর্ব্বক) না হে নাগর, না; আমাদের এ প্রিয়সখী তোমার পরিহাসের যোগ্যি নয়, তুমি যাও যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) ললিতা, এ তোমাদের গোষ্ঠ নয়; দেখ, এ বৃন্দাবনের অভ্যন্তর, এখানে তোমাদের প্রভুত্ব খাটবে না।

ললিতা। দেখ কানু, যা'রা মুগ্ধা তা'রাই তোমাকে ভয় করে; এ কে জান?—সেই ললিতা যা'কে সবাই জানে।

শ্রীরাধা। (চপল অপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

ললিতা। রাই, ভয়ে কাঁপচিস্ যে? এই ললিতা ত বেঁচে আছে।

---

(১) পীতাম্বর—এক অর্থে পীতবস্ত্র, অন্য অর্থে কৃষ্ণ।

শ্রীরাধা। ললিতে, বন্ধুক ফুল তোলা হ'য়েচে, চ' যমুনার ধারে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। কঠোরে, তুমি বন্ধুজীব (১) আহরণ ক'রে কেন দূরে পালাতে যাচ্ছ ?

(পথরোধ)

কেমনে বা যাবে হেথা হ'তে
যমুনা-পুলিন-পথে ?
উত্তুঙ্গ ধরণিধর সম্মুখে তোমার
লঙ্ঘিবে কেমনে তায় ?
জান না কি হায়
গোবর্দ্ধন-শৈল সম আমি
দাঁড়ায়েছি তোমার সম্মুখে ?
গিরি ধরে শৃঙ্গ সুশোভন
চূড়ার আকারে,
আমি ধরি বাহুরূপে করে ;
শ্যামরুচি পরিস্ফুট শিলায়—আমায় ;
দুলে বেত্র শৈলে উপবনে—
দণ্ডরূপে আমারও এ করে ;
বেণু শোভে তরুরূপে গিরি-মেখলায় ;
লগ্ন পুন বংশীরূপে
মম কটি-তট-ঘণ্টিকায় ?

---

(১) বন্ধুজীব—বন্ধুক পুষ্প ; অপর অর্থে বন্ধুর জীব অর্থাৎ আমার আত্মা।

শ্রীরাধা। (শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক) নাগর, আমার তবে দোষ নেই, এই আমি গোকুলেশ্বরীর কাছে চল্‌লুম।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, ভয় দেখিয়ে ফল কি? স্বচ্ছন্দে যাও। তোমার কাঁধে যে পীতবসন র'য়েচে সে-ই আমার অনুকূল হবে।

(শ্রীরাধাকে ধরিতে উদ্যত)

শ্রীরাধা। (কুটিল ভ্রূক্ষেপে)

সাধ্বী-গণ-অগ্রগণ্যা আমি,
গর্ব্বিতা ললিতা সঙ্গে;
মাধব, কহি হিত বাণী
রাখ ভুজঙ্গতা (১) আজি পথি মাঝে।

শ্রীকৃষ্ণ। "গর্ব্বিতা ললিতা সঙ্গে" অর্থাৎ "ললিত আসঙ্গে বা আসক্তিতে আমি গর্ব্বিতা" আর "রাখ ভুজঙ্গতা পথি মাঝে" অর্থাৎ "আজ পথের মাঝে আমাকে ভুজঙ্গতা—ভুজংগতা বা বাহু-মধ্যগতা ক'রে রাখ।" ললিতা, শুনলে ত এর কথার ভঙ্গী? তবে আমার কিন্তু দোষ নেই, এর কথাই পালন করি।

(ভুজদণ্ড-উত্তোলন)

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া) কানু, সব লোকে তোমার গুণকে প্রশংসা করে, আর তুমি গোকুলরাজের নন্দন,—এমন দুষ্টুমি করা আমাদের সঙ্গে উচিত নয়।

মধু। তোমার ভারি গর্ব্ব! তোমরা কেন বৃন্দাবনটা ধ্বংস ক'রে দিয়ে বয়স্যের ফুলগুলা চুরি ক'রেচ?

---

(১) ভুজঙ্গতা—কামুকতা; অন্য অর্থে হস্তদ্বয়ের মধ্যগতা অর্থাৎ আলিঙ্গিতা। তিরস্কারভঙ্গীতে বক্র-উক্তি দ্বারা শ্রীমতী মাধবের আলিঙ্গন-বদ্ধা হইতে চাহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, শীঘ্রি এদের ফুলগুলি গুণে ফেল, যেন যতগুলি ফুল ততগুলি মণি এদের গলার হার থেকে নিতে পারি।

মধু। বয়স্য, গোণা হ'য়েচে, তবে এক কাজ কর;—লাল ফুলের বদলে এদের হারের লাল পদ্মরাগ মণিগুলা, আর সাদার বদলে হীরে মুক্তাগুলো নিয়ে নাও।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ভেবে দেখলুম এই সব রত্নের মূল্য ফুলের সঙ্গে সমান নয়; তবে এগুলিতে পর্য্যাপ্ত হবে কেমন ক'রে?

মধু। (মিনতি করিয়া) বয়স্য হে, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার অনুগত; আমি প্রার্থনা ক'রচি—এইগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট হও।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে যা' ব'লচ তাই হো'ক।

ললিতা। (উচ্চহাস্যে) আর্য্য, তুমি প্রভুর যোগ্য অমাত্য বটে।

বিশাখা। (কৃত্রিম সন্ত্রস্ত ভাবে) কানু, দূরে থাক, দূরে থাক।

শ্রীকৃষ্ণ। কুটিলে! কেন কেন?

বিশাখা। ওই দেখ, আমাদের প্রিয়সখী রাধা রাগের (১) ভরে যুদ্ধ ক'রবে; সেইজন্যে সে চন্দ্রহাস (২) তুলচে।

(স্বগত) কৃষ্ণের কি বুঝতে বাকী থাকবে যে, রাধার রাগের ভরে যুদ্ধের মানে রে'গে নয়, বরং অনুরাগবলে শৃঙ্গাররসের যুদ্ধ, আর চন্দ্রহাস মানে চাঁদের মতন হাসি, সত্যিকার খড়্গ নয়? ঠিক বুঝে নিয়েচে তাই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুগ্ধা, দেখ না আমিও গাঢ় রোমাঞ্চের বর্ম্ম প'রেচি; অনায়াসে রামারত্ন হরণ ক'রে নেবো।

(শ্রীরাধার নিকট অগ্রসর হইলেন)

---

(১) রাগ—কোপ; অন্য অর্থে শৃঙ্গার রস।

(২) চন্দ্রহাস—খড়্গ; অন্য অর্থে চন্দ্রতুল্য হাস্য।

ললিতা। (রোষ দেখাইয়া) কী! দেখে নি একবার কত বড় সাহস তোমার? রাই ত রাই, তা'র ছায়াকেও স্পর্শ কর দেখি!

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, নিশ্চয় মহাভৈরবী এই ললিতারূপে এসেচে।

শ্রীরাধা। সই, উপকার কর্ ভাই!

(গূঢ় অভিলাষের সহিত ললিতাকে আলিঙ্গন।)

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) ললিতা, কঠিনপনা ছাড়।

ললিতা। (জনান্তিকে) তবে আমায় কিছু উৎকোচ (১) দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে জনান্তিকে) ললিতা, সত্যি বলচি,— রাধাকেও বঞ্চনা ক'রে সন্ধ্যের পর মদনযুদ্ধে তোমাকেই প্রতিপক্ষ ক'রবো।

ললিতা। (সরোষে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) চ'লে যাও, বিদূষক, চ'লে যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) বল তবে কি উৎকোচে তুমি খুসী হবে?

ললিতা। (জনান্তিকে) নাগর পুষ্পসন্ধানে (২) রঙ্গিনী (৩) হ'য়ে বৃন্দাবনে ঘুরতে ঘুরতে প্রিয়সখী আমার ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচে, ওকে দিব্যপুষ্প (৪) দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে সুখী কর।

শ্রীকৃষ্ণ। [জনান্তিকে মৃদুহাস্যে(৫)] আচ্ছা, যা তোমার অভিরুচি।

(দর্পভরে চলিতে চলিতে)

(১) উৎকোচ—ঘুস।

(২) নাগর পুষ্পসন্ধানে—ললিতার হৃদ্গত অর্থ অনুসারে 'নাগর' শব্দটি সম্বোধনাত্মক নহে, কিন্তু নাগর-পুষ্প নাগরই পুষ্প—শ্রীকৃষ্ণ। আবার 'পুষ্পসন্ধান' এইরূপ যোজনার দ্বারা পুষ্পসন্ধান অর্থে কন্দর্প।

(৩) রঙ্গিনী—অভিলাষিণী। (৪) দিব্যপুষ্প—কেলিরূপ পুষ্প।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ ললিতার অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

ললিতা, যত পার চেঁচাও, আমি তোমাকে তৃণজ্ঞানও করি নে।

(শ্রীরাধার হার আকর্ষণ করিবার জন্য কর-প্রসারণ)

ললিতা। (বক্রদৃষ্টিতে মৃদুহাস্যে) নাগর, সূর্য্যদেবের পূজোর জন্যে প্রিয়সখী আমার স্নান ক'রেচে, তুমি না স্নান ক'রে তা'কে ছুঁয়ো না বল্‌চি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি গর্ব্বে অন্ধ হয়ে পড়েচ, সারা অঙ্গ ব'য়ে চারিদিকে ঘামের স্রোতে আমার এমন মহাস্নান হ'য়ে গেছে, তা' তুমি দেখ্‌তে পাচ্চো না ?

ললিতা। (শ্রীরাধাকে আবরণ করিয়া মন্থরভাবে) ওলো, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাল কাল তমালগুলা গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে বনটাকে ঘোর ক'রে তুলেচে, তা'র মাঝখানে এর প্রচণ্ডতা সহ্য করা অতি কঠিন। তবে আমরা আর খানিকক্ষণ মাত্র তোর হার রক্ষা ক'রতে পারবো।

বিশাখা। তাই বা আর পারবো কি ক'রে ?

মধু। হাঃ হাঃ হা—হীঃ হীঃ হী—গর্ব্বিত গোপিকারা হেরে গেছে।

(নাচিতে লাগিলেন)

শ্রীরাধা। ওলো ললিতে, জ্ঞান হারিয়েচিস্ কি ? ভুলে গেছিস বুঝি আজ যে ভগবানের উপাসনা হয় নি এখনো ?

মধু। দেবি রাধিকা, কেবল তোমরাই উপাসনা কর ব'লে গর্ব্ব ক'রো না, আমরাও করি।

বিশাখা। আর্য্য, সে কি রকম উপাসনা ?

মধু। ভগবতি বিশাখা, তবে শোন ; গন্ধপুষ্পসকল সুমুখে রেখে, নিকুঞ্জবেদীর মধ্যে উজ্জাগরণ ক'রে, তন্ময়চিত্ত হ'য়ে, কঙ্কণ নূপুরের শব্দকে উপাসনা ক'রে থাকি।

(সকলে হাসিতে লাগিলেন)

মধু। (শ্লাঘার সহিত)

ধন্যা তুমি হে সুন্দরি !—
মৃদুল হাসিতে তব
বন্দীকৃত এ চপল গোপ-করীবর,
স্তাবক সে তব আজি। হায়,
গমন যাহার পরকাশে আড়ম্বর-ঘটা,
স্বৈরী যেবা বরকুঞ্জ-রত,
চারুহস্তে বিকাশয় পুষ্করের (১) শোভা।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! শশিমুখি!

শরতের সম বিছুরিছ যতেক সুষমা
ভুবনে নয়নে মোর ;—
সুসেবিতা তুমি
সুরুচিরা সহচরী (২) সখীর নিকরে
শরতে সেবয়ে যথা
সহচরী ঝিন্টী-পুষ্প (৩)-রাজি ;
মদালসে মন্থর-গামিনী,
রম্যলীলাগতি মরালীর প্রায় ;
তব চন্দ্রিকায় তন্দ্রাহীন ক'রেছে আমায় ;
শরতের এতেক সুষমা, মরি,
বিলসিছে তোমারি মাঝারে।

---

(১) পুষ্কর—হস্তীপক্ষে শুণ্ড, কৃষ্ণপক্ষে পদ্মফুল।

(২) সহচরী—এক অর্থে সখী, অন্য অর্থে ঝিন্টী পুষ্প।

(৩) ঝিন্টীপুষ্প, মরালী এবং চন্দ্রিকা—এইগুলি শরতকালের শোভা।

তবে এইবার মনোহর বন্য বেশে তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে শরতের শোভাকে সফল করি।

মধু। বলানুজ ওহে,
ময়ূরের কালজ্ঞতা হেরি
চিত্ত মম বিস্ময়ে আকুল ;
শরত-আগমে আজি
হেরি তা'রা উৎসুক তোমায়
লীলার লাগিয়া
করে বিকিরণ ওই শিখিপিঞ্ছরাশি,
কান্তি-পুঞ্জে অতি সুশোভন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ঠিক লক্ষ্য ক'রেছ, তবে মুকুট-রচনার জন্যে ময়ূর-পুচ্ছ কুড়াইগে চল।

(একটু অন্তরালে গিয়া মধুমঙ্গলের সহিত ময়ূরপুচ্ছ আহরণ করিতে লাগিলেন)

শ্রীরাধা। সই ললিতা, তোকে ভার দিয়ে যখন আমি নিশ্চিন্ত আছি তখন তুই যদি প্রসন্ন হোস্ তবে কৃষ্ণ যতক্ষণ দূরে গেছে ততক্ষণের মধ্যে অশোক-কুঞ্জে যাই চ। (অশোক-কুঞ্জে লুকাইয়া রহিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, ময়ূর-পুচ্ছে কিরীট নির্ম্মাণ ক'রেচি, তবে এখন তুমি খঞ্জনাক্ষীর সিঁথিপ্রান্তে একে বিন্যস্ত ক'রে শোভা সম্পাদন কর।

(ফিরিয়া আসিয়া)

ললিতা, তোমার প্রিয়সখী কোথায় ?

ললিতা। আপনার ঘরে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। নিষ্ঠুরে, থাম থাম তোমার ধূর্ত্তপনার গর্ব্ব শীঘ্রি ছাড়াচ্চি।

(চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সহর্ষে)

বয়স্য দেখ, এই যে হঠাৎ আমি গৌরাঙ্গী প্রিয়াকে পেয়েচি।

(নিকটে গমন)

মধু। বয়স্য, তৃণাবর্ত্তের ঘূর্ণিবাতাসে তোমাকে যে ঘুরিয়ে নিয়েছিল সে অব্ধি আজ পর্য্যন্ত বুঝি আর ভ্রমটা গেল না? দেখ্‌চ না, ও যে স্থল-নলিনী, রাশি রাশি হল্‌দে পরাগ ওকে পীতবর্ণ ক'রেচে?

শ্রীকৃষ্ণ। (ভাল করিয়া দেখিয়া) তাইত সখে, ঠিকইত বল্‌চ।

(অগ্রসর হইয়া)

দেখ, এইবার ঠিক কুঙ্কুমাঙ্গী রাধাকে পেয়েচি।

(ধরিতে ছুটিলেন)

মধু। (হাততালি দিয়া উচ্চহাস্যে) বয়স্য হে, এতে তোমার অপরাধ নেই, প্রেমলহরীরই দোষ, তা'র জন্যে সারা বৃন্দাবনটাই রাধা হ'য়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া) একি, এ যে প্রস্ফুটিত ঝিন্টী ফুল!

(পার্শ্বের দিকে চাহিয়া)

ললিতাঙ্গি ললিতা! বাম্যের পাহাড় থেকে এদিকে নেমে এস, তোমাদের কান্ত আজ বনে এসে প'ড়েচে, একে তোমার হস্তাবলম্বন দাও।

ললিতা। (স্মিতহাস্যে) সুন্দর, বিশাখাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, এ ঠিক জানে।

(ভ্রু-দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে জনান্তিকে) সখা, দেখ বিশাখার সাক্ষাতে একটু বেঁকে ললিতা ভুরুর সঙ্কেতে কদম্বকুঞ্জ দেখিয়ে দিচ্চে; তবে আর একটুও সন্দেহ নেই।

(অগ্রসর হইয়া সদর্পে স্মিতহাস্যে) প্রিয়ে, তোমাকে দেখ্‌তে পেয়েচি, বেরিয়ে এস। (গ্রীবা উত্তোলনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে) ললিতা, বেশ বেশ, তোমার ধূর্ত্তপনা সফল হ'ল।

মধু। বয়স্য, এই যে আমিই তোমার রাধাকে পেয়েচি।

শ্রীকৃষ্ণ। (সকৌতুকে) বয়স্য, ললিতার মতন অবিশ্বাসযোগ্য কথা বল্‌চ না ত?

মধু। গায়ত্রীর দিব্যি ক'রচি।

শ্রীকৃষ্ণ। (বিশ্বাস করিয়া) কই সে, কই সে, আমাকে শীঘ্রি দেখাও।

মধু। তা'কে তোমার হাতে এনে দিচ্চি, আমায় পারিতোষিক দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (সমাদরে মালতীমালা পরাইয়া দিলেন)

মধু। এই নাও। ("রাধা" এই দুটি অক্ষর একটি পাতায় লিখিয়া শ্রীহস্তে দিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে)

সখা, তোমার দেওয়া এ বস্তুতে তৃপ্ত হ'লাম।

প্রিয়নামাক্ষর-পদ, কোন ক্রমে ঘুণাক্ষরে
হয় যদি আঁখির গোচর,
কিম্বা হয় অধিরূঢ় শ্রুতি-পরিসরে,
অচিরেই সাথে সাথে,
বিতরয় কিবা এক অন্তর-সন্তোষ,
যার বলে আপনা হইতে
উৎসুক হইয়া উঠে বিশ্বজন-হৃদয়-পদবী।

(ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে অশোক ফ‌ুটিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে)

বোধ হয় আজি ব্যাকুল অন্তরে
সাধ করি কোন এক নিবিড় লীলায়,
লুকাইয়া আছে শশিমুখী
এ বঞ্জুল-শাখী (১)-কুঞ্জে। নতুবা,
কেন বা অকালে তরু, সে পদ-পরশ বিনা,
স্তুতির ভাজন হবে
পুষ্পগন্ধে নিমন্ত্রিত অলিকুল-পাশে ?

(নিকটে গিয়া গ্রীবা উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে দেখিয়া সহর্ষে)

প্রিয়ে, এবার কি বল্‌তে চাও বল ?

শ্রীরাধা। (প্রণয়রোষে) তোমার ভয়েই পালিয়ে এসেচি, এখানেও বিড়ম্বনা দিতে এসেচ ?

শ্রীকৃষ্ণ। (আত্ম-শ্লাঘার সহিত) হুঁ হুঁ—আমার পটুতার বল দেখ্‌লে ত ? তোমার তিরোধান-বিদ্যাটি হরণ ক'রে কেমন তোমাদের হারিয়ে দিয়েচি ?

---

(১) বঞ্জুল-শাখী—অশোক বৃক্ষ। কবিরা বলেন যে পদ্মিনী নারীর চরণ-স্পর্শে অশোক বৃক্ষ অকালে পুষ্পিত হয়। চারি প্রকার নারীর মধ্যে পদ্মিনী-নারী শ্রেষ্ঠা। তাহার লক্ষণ যথা,—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকাক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন-সুশীলা নৃত্যগীতানুরাগা
সকল-তনু-সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

তাহাদের নেত্র কমলের ন্যায়, নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র, কুচযুগল অবিরল, কেশ দীর্ঘ, অঙ্গ কৃশ ও বচন মৃদু। আরও তাহারা সুশীল, নৃত্যগীতে অনুরক্তা, পদ্মগন্ধা এবং সর্ব্ব শরীরে সুবেশা।

ললিতা।　　হায়, হায় কেবল বচনেই তুমি জয়ী।
ও হে বীর, অহঙ্কার কর পরিহার !
এই বৃন্দাবনে, সবে মাত্র একবার
ক'রে ছিল স্তব তব হিরণ্য-গরভ ;
কিন্তু রাধিকার,
প্রতি অঙ্গ-কান্তি-স্তব করে কত
শত শত হিরণ্যগরভ (ক) গণিব কেমনে ?
করে ধরি তুলেছিলে তুমি মহীধরে (খ)
বারেক লাগিয়া ; কিন্তু রাধা, অপাঙ্গ-আভাসে,
তোমা হেন গিরিধরে আকর্ষয়ে কত শতবার :
তাই বলি, বচন মাত্রেতে শুধু
জিনিয়াছি জিনিয়াছি বলি
নিজ শ্লাঘা করিও না আর।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) ললিতা, আমি তোমাদের চোখের আড়াল হ'চ্চি, আর তোমাদের কাছে মিছে দম্ভ ক'রবো না।

সকলে। তাই হো'ক।

শ্রীকৃষ্ণ। (লুকাইয়া স্বগত) এই যে উত্তর দিকে ভ্রমরগুলির কান্তির মতন শ্যামল পত্রগুচ্ছবিশিষ্ট তমালের দল র'য়েচে। ওরা তুল্য বর্ণ ব'লে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আমাকে এখানে লুকিয়ে রাখ্‌বে।

(বয়স্যের সহিত প্রস্থান)

[(ক) হিরণ্যগর্ত্ত—প্রথম অর্থে ব্রহ্মা ; দ্বিতীয় অর্থে স্বর্ণের মধ্যগত সারাংশ, যাহা অতিশয় চাকচিক্যমান্।

(খ) মহীধর—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।]

ললিতা। রাই, কৃষ্ণের অদর্শন হ'লো বলে উতলা হোস্‌নে। জেনে রাখ্ যে তা'কে দেখাই গেছে। তবে তোর সঙ্গে বিযুক্ত হ'য়ে আমরা একবার সব দিকে তা'কে খুঁজে বেড়াই।

শ্রীরাধা। যা' বলিস্ প্রিয়সখি।

(তিন জনে মিলিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—বৃন্দাবনের উত্তর-ভাগস্থ বনশ্রেণী।

(শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (বনশ্রেণীর দিকে গিয়া স্বগত) নিশ্চয় কৃষ্ণকে এ দিকে পাবো, কেন না আমায় দেখে সে দক্ষিণ দিকে প্রবেশ ক'রল।

(দক্ষিণে ফিরিয়া)

কুরঙ্গিনীগণ! এদিকে কি মম চিতচোর
হ'য়েছিল তো'সবার অপাঙ্গ-অতিথি ?
যার তরে, অনুকুল কলবংশী শুনি,
সুখভরে গলি পড়ে তৃণের কবল
মুখ হ'তে আধ চরবিত ?

(অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে)

কই, শাখিবৃন্দ হ'তে
মকরন্দ পড়ে না ত গলি ?
মিলে বটে খগকুল
কিন্তু প্রেমে না হয় ঘূর্ণিত ?—

তাই মনে লয়,
শিখিপিঞ্ছ-চূড়—
চিত্তহারী সারা ভুবনের
অপরূপ বিদ্যা কোন সেই—
পশেনি নিশ্চয় হেথা।

(বামে ফিরিয়া)

অন্তরে ঘূর্ণিত ওই মধুপ-নিকর,
পুষ্পমধু না করে লেহন;
জড়িমায় শুক নাহি পরশে দাড়িমে;
হরিণী পড়িছে ঘুরি, হরিত পল্লব অগ্রে
না করে চর্ব্বণ;—এই পথে তবে
গিয়াছে নিশ্চয় স্বামী করীবরগামী।

(অগ্রসর হইয়া)

এই যে বাঁদিকে কালো তমালের শ্রেণী দেখ্‌চি।

(বামে কন্দরের দিকে চাহিয়া)

একি অভিনব হেরি!—
নৈসর্গিক অনর্গল চপলতা ত্যজি,
পুলক অঙ্কুর-জালে সমাকুল-তনু,
ধরি এবে তমালের শাখা,
বানরী-নিকর কেন পসারে নয়ন
অধোদেশে বার বার?

তবে এই মনোহর তমালকুঞ্জটায় ভাল ক'রে দেখি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—তমালকুঞ্জ

আসীন—শ্রীকৃষ্ণ তমালকুঞ্জে অবস্থিত

(শ্রীরাধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) সত্যই এর চিত্ত-প্রাঙ্গণের সহচরী প্রেমই আমার উদ্দেশে দূতী হ'য়েচে, কেন না, অবিলম্বেই আমার যা' কিছু চাতুরী-ভারিভুরি এ জেনে ফেলেচে; তবে এখন স্থাণুর মতন নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাকি।

(নিশ্চলভাবে অবস্থান)

শ্রীরাধা। (মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও না দেখার ছলে) কৃষ্ণ ত এখানে নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) বেশ হ'য়েচে, আমাকে দেখ্‌তে পায় নি।

শ্রীরাধা। (স্মিতহাস্যে) এ ত নীলমণি-যষ্টি ঝক্‌মক্ করচে।

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয় ঘোর অন্ধকারের জন্যে আমাকে জানতে পারে নি।

শ্রীরাধা। আহা ইন্দ্রনীলমণির যষ্টিখানি কি উজ্জ্বল!

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে জনান্তিকে)

রে ধ্বান্তমণ্ডল! সখে!
শরণ-আগত আমি,
অবিলম্বে বিস্তারো প্রভাব,
যেন আসি বার বার নিকটে আমার
চিনিবারে নারে মোরে
সব কুরঙ্গিনী ওই চঞ্চল-নয়না।

শ্রীরাধা। (মৃদুহাস্যে) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! এই নীল পাথরের মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রতিবিম্বিত হয়েচে যে!

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যে স্বগত) তবে কি আমাকে জেনে পরিহাস করচে ?

(সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া)

(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে সত্য বলেচ, তোমার মুখচন্দ্র আমার হৃদয়ের মধ্যে যে সব ভাবতরঙ্গ উঠ্‌চে তা'তে প্রতিবিম্বিত হয়ে চন্দ্রাবলী (১) হ'য়ে গেচে।

শ্রীরাধা। একি! তুমি নাকি? তবে ত এ আশ্চর্য্য নয় যে চন্দ্রাবলী তোমাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বিলাসিনি! যাতে বিচ্ছেদ ঘটায় এ রকম উপহাসে ফল কি? এস আমরা এখন সপ্তপর্ণকুঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রামসুখ অনুভব করি গে। সেই কুঞ্জের মাথার উপর হস্তীমদের মতন সুগন্ধযুক্ত ফুল সকল ফুটে আছে।

(সপ্তপর্ণকুঞ্জে উভয়ের প্রস্থান)

(ললিতা ও বিশাখার প্রবেশ)

ললিতা। বিশাখা, এই দ্যাখ্ কানুর সঙ্গে প্রিয়সখী মিলেচে; কেন না, তা'র পায়ের চিহ্নের সঙ্গে সইএর পায়ের চিহ্ন মিশে গেচে দেখা যা'চ্চে।

বিশাখা। (পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে)

প্রিয় সখি,
হেথা পদচিহ্নরাশি রাধামাধবের
আভিমুখ্যে করিয়া বিরাজ
পরস্পর আলিঙ্গন করিছে প্রকাশ;
পুনঃ হেরি অসদৃশ বিনিবেশ হেথা;

---

(১) চন্দ্রাবলী—চন্দ্রশ্রেণী।

তাই অনুমানি,—বাম্যাদি কারণে
নর্ম্মস্পৃহা ঘ'টেছিল অশেষ বিশেষে ;
অবিষম মন্দন্যাস হেথা
পরস্পর জল্পগোষ্ঠী করিছে বেকত।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরাল হইতে) প্রিয়ে, কাছেই এই যে কোমল কিঙ্কিনীর ধ্বনি উঠ্‌চে, তবে চুপ্‌টি ক'রে শুনি এস।

বিশাখা। হ্যাঁ ভাই, বনের এদিকটায় বিস্তীর্ণ লতামণ্ডলগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে ; এখানে এত শিগ্‌গির কানুকে সই কি ক'রে পেলে ?

ললিতা। যে যেখানে বেশী সুখ পায়, সেখানে যেতে তার ত কষ্ট হয় না। মুকুলে আমগাছ যেই ছেয়ে যায়, অমনি কোকিলও সেখানে এসে জুটে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, তোমার সখী দুজন এলো ব'লে ; তবে তা'দের দুজনের সঙ্গে পরিহাস ক'রবো ব'লে এখান থেকে অন্তর্হিত হই।

(স্বয়ং গোপন ভাবে অবস্থান)

ললিতা। (আসিতে আসিতে শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে)
হ্যাঁলা, সে নাগর কোথা ?

শ্রীরাধা। (মৃদুহাস্যে) কে জানে তা'কে ?

ললিতা। (পরিহাসছলে হাসিতে হাসিতে)
সখি, নিশ্চয় কহিনু
যুক্ত তুই হ'য়েছিস্ হরির সহিতে।
তা'র সনে যোগ লভি জীব মুক্ত হয়—
নির্গুণ বিশুদ্ধ দান্ত বন্ধন-রহিত ;

তোরও হেরি কবরী হইতে
মুক্ত (১) এবে হ'য়েছে গো কেশ ;
মুক্তাহার সূত্র হ'তে হইয়া ত্রোটিত
হ'য়েছে নির্গুণ (২) এবে ; ওষ্ঠপুট,
বিরহিত তাম্বুলের রাগে,
হইয়াছে বিশুদ্ধ (৩) এখন ;
কাঞ্চী হ'তে ঘুচেছে বন্ধন (৪) ;
আর ও হৃদয়
দান্ত (৫) এবে আলিঙ্গনে সংসর্গ লভিয়া।
সতী তোরা গোকুলবাসিনী,
উচিত কি তো' সবার এ হেন করম ?
(স্বগত)
জ্ঞানভূমি নহে ত গোকুল, যাহে মুক্তি করিবে সে দান,
এ যে ভূমি প্রেম-ভকতির।

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) ললিতা, আমার অপরাধ নেই, তোমার সখীই আমায় লুকিয়ে রেখেচে।

(১) মুক্ত—এক অর্থে মোক্ষপ্রাপ্ত, অন্য অর্থে স্খলিত।
(২) নির্গুণ—এক অর্থে সত্ত্বাদি ত্রিগুণাতীত, অন্য অর্থে ছিন্নসূত্র।
(৩) বিশুদ্ধ—এক অর্থে বিষয়াসক্তিশূন্য, অন্য অর্থে তাম্বুলরাগ-রহিত।
(৪) বন্ধন—এক অর্থে সংসারবন্ধন, অন্য অর্থে নীবিবন্ধন।
(৫) দান্ত—এক অর্থে জিতেন্দ্রিয়, অন্য অর্থে গাঢ় আলিঙ্গন লাভের দ্বারা সংসর্গ-প্রাপ্ত।

ললিতা। সখী কেন তোমায় লুকাতে যাবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দরি, নিজের কন্দর্পবিলাসের প্রগল্‌ভতা ঢাক্‌বার জন্যে। দেখ দেখ,—

(অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইতে দেখাইতে)

বারম্বার প্রখর নখরে
বক্ষে মম ব্রণ নিরমিল ;
বলে ধরি আবার আমারে
নিক্ষেপিল শিখিপিঞ্ছ-চূড়া ;
রুচির এ বনমালা
বিকর্ষিয়া ছিন্ন করি দিল ;
রহে সখী তোমার সম্মুখে
কিছু যেন জানে না এখন।

শ্রীরাধা। (লজ্জিত ভাবে) হুঁ, নিজে ক'রে পরকে দুষ্‌চ ?

নেপথ্যে মধু। প্রস্ফুট মঞ্জরীকুলে এই যে জটিলা (১)—

শ্রীরাধা। (ত্রাসের সহিত) ললিতা, ভয়ানক বিপদ, ভয়ানক বিপদ, সেই ভয়ঙ্করী বুড়ি—তাড়াতাড়ি পালাই চ।

(সখীদের সহিত প্রস্থান)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে। পরাগসমূহে ধরি বিভূতির শোভা,
হরভক্তপ্রায়, স্ফুরিছে শরতে যত
সপ্তচ্ছদাবলী। (২)

(১) জটিলা—জটাযুক্ত। (২) সপ্তচ্ছদ—ছাতিনা ফুল, ইহার মঞ্জরী-গুলি জটার ন্যায়। ইহা শরৎকালের ফুল।

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্মিতের ন্যায়) হায় হায়, সপ্তপর্ণকে বর্ণনা ক'রতে গিয়ে "জটিলা" এই কটু শব্দটা উচ্চারণ ক'রে বটু আমাকে বিড়ম্বিত ক'রল। যাই হো'ক্ এখন সুহৃদ্ মণ্ডলের কাছে যাই।

(প্রস্থান)

ইতি শরদ্বিহার নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

———

সপ্তম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—পৌর্ণমাসীর কুটীর-প্রদেশে

বৃন্দাবন—বর্ষাকালীন (১) প্রাকৃত শোভায় সুশোভিত।

সময়—প্রত্যূষ।

আসীন—বৃন্দা।

বৃন্দা। (চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে)

আহা মরি, নীপফুল উঠেছে বিকশি;
সমীরণ উগারিছে পরিমল-রাশি
কদম্ব-শ্রেণীর যেন জৃম্ভণ-বিলাসে;
আধ ফুট যূথীফুল সনে
যূথীকৃত অলিকুল মাতাইছে গানে;
নাচে যত শিখণ্ডিনী; মৃদুল চটুল শষ্পে শ্যামলিত ভূমি;—
এ দ্বাদশবনী,
রসিছে মরম মম তপ (২)-অন্তে আজি।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

---

(১) বসন্ত, শরৎ এবং বর্ষাঋতু কামোদ্দীপকতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে বর্ষা অপেক্ষা শরৎ এবং শরৎ অপেক্ষা বসন্ত উৎকৃষ্টতর। পূর্ব্বে বসন্ত ও শরতের লীলা বর্ণনা করিয়া এখন বর্ষার শ্রাবণ-পূর্ণিমাদির লীলা বলিতেছেন।

(২) তপ—গ্রীষ্মকাল।

একি ! পৌর্ণমাসী যে অভিমন্যুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে নিজের পর্ণ-কুটীরের নিকট বাটিকায় র'য়েচেন। তবে আমি খানিকক্ষণ এইখানে থাকি।

২য় দৃশ্য—পৌর্ণমাসীর কুটীর-সমীপস্থ গোষ্ঠোদ্যান।
আসীন—পৌর্ণমাসী ও অভিমন্যু।

পৌর্ণ। বৎস অভিমন্যু, প্রাতঃকালেই আমার কাছে কিসের জন্য এসেচ ?

অভি। ভগবতি, আপনার আজ্ঞা নিতে এসেচি।

পৌর্ণ। কি জন্য ?

অভি। বার্ষভানবীকে মথুরা নিয়ে যাবার বিষয়ে।

পৌর্ণ। (ব্যথার সহিত) এর কারণ কি ?

অভি। রাধা ও মাধব উভয়েরই চপলতা।

পৌর্ণ। বীর, কে তোমাকে এ কথা বল্‌লে ?

অভি। প্রিয়সখা গোবর্দ্ধন।

পৌর্ণ। বৎস অভিমন্যু, তুমি মনে কর যে তুমি বড় চতুর, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ভাল নয়। তাই ভোজরাজ কংসের প্রিয় গোবর্দ্ধন মল্লের কুটিলতা-চক্রে প'ড়ে ঘোরপাক খাচ্চ।

অভি। এ ব্যাপার ত অতি প্রসিদ্ধ, কে না একথা ব'লে থাকে ?

পৌর্ণ। বৎস, খলেরা কাণে মন্ত্র দিয়ে তোমার বুদ্ধি লোপ ক'রে দিয়েচে। আমার কথা শোন,—

অভি। আজ্ঞা করুন।

পৌর্ণ। বৎস, কংস যে রাধামৃগীর লাবণ্য-গন্ধে লুব্ধ হ'য়ে বাঘের

মতন তা'কে অন্বেষণ ক'রচে, তা'কে তা'র দারুণ হস্তে ফেলে দেওয়া কি উচিত ?

অভি। ভগবতি, তা'র জন্য চিন্তা কি ? আমার বন্ধুবর গোবর্দ্ধন মল্ল কুশলে থাকুক, সে মথুরারাজকে নিজের বিদ্যামাধুরীতে বশ ক'রে ফেলেচে।

পৌর্ণ। (দুঃখের সহিত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তুমি ধন্য-শিরোমণি, কেন না তুমি গোবিন্দের মায়ের মাতুলপুত্র। তবে কেন অল্পায়ুঃ গোকুল-দ্বেষীদের পক্ষ অবলম্বন ক'রচ ? আজ আমি তোমাকে একটা মর্য্যাদা-পূর্ণ পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি।

অভি। ভগবতি, কি আজ্ঞা করুন।

পৌর্ণ। বৎস, সেই জন-শ্রুতিটা কোন মৎসর ব্যক্তির কল্পিত। যদি তুমি সেটাকে অসত্য মনে না কর, তা হ'লে তুমি একবার নিজের চক্ষে দেখে যা' ইচ্ছে হয় ক'রো।

অভি। (বিনয়ের সহিত) ভগবতি, আপনার আদেশ-পুষ্প আমি মাথায় গ্রহণ ক'রলাম।

পৌর্ণ। (আনন্দে) চন্দ্রানন, তোমার অনেক গো-সম্পত্তি হো'ক।

অভি। ভগবতি, মা আমাকে বারবার বলে যে চন্দ্রাবলীর চণ্ডী-পূজার দরুণ গোবর্দ্ধনের গরু বৃদ্ধি হওয়ায় তা'র নাম সার্থক হ'য়েছে। তাই আমাদের বধূটিকেও সেই দীক্ষা দিন।

পৌর্ণ। ওহে সুবুদ্ধি, তুমি জেনো যে বার্ষভানবী অবিলম্বেই সর্ব্বমঙ্গলারাধনায় দীক্ষিত হবে।

অভি। ভগবতি, অনুগৃহীত হ'লুম।

(প্রস্থান)

বৃন্দা। ভগবতি! প্রণাম করি।

পৌর্ণ। (শুভাশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া) বৎসে, তুমি কৃতার্থ হ'য়েচ; তবে এখন রাধামাধবের নিকুঞ্জ-কেলি-মাধুরীর বিষয় বল।

বৃন্দা। আদিরস-সরবস (১) রাধা সনে কানুর বিলাস
উঠেছে উজলি যাহা, তাহা বাখানিতে
কেবা চায় লভিতে বিরাম,
হরষ-আবেশ যদি
নাহি বাধে বচনের গতি?

পৌর্ণ। (সহর্ষে)
পুত্রি বৃন্দে, মধুরাক্ষি!
মথুরায় অবতার এ রাধামাধব নাহি হ'ত যদি,
বৃথা হ'ত বিশ্বের সৃজন,
বিশেষতঃ মদনের হেথা।

যা'ক্ আজ গোষ্ঠের মধ্যে তোমার আসাতে আমি বিস্মিত হ'চ্চি!

বৃন্দা। ভগবতি, একটা গুরুতর বিষয়ে আমার বড় তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেছে, তাই এখানে ললিতার জন্যে অপেক্ষা ক'রচি।

পৌর্ণ। কি রকম?

বৃন্দা। কাল গোবিন্দ আমাকে এই আদেশ ক'রেচেন,—
'গৌরীতীর্থে সমাহর বাসন্তী-সুষমা,
আজি অভিলাষী আমি রমিতে প্রিয়ার সনে,
করে যা'র পদ্মাবলম্বন,
আর পদ্ম-অবতংস কাণে।'

---

(১) সরবস—সর্ব্বস্ব।

পৌর্ণ। এ আদেশ উপযুক্তই, আজ যে সৌভাগ্য-পূর্ণিমা।

হেন শ্রাবণের দিনে, অদ্ভুত প্রসূনে,
কান্তা যদি কান্তকরে হয় বিভূষিতা,
সিদ্ধা হয় তবে সৌভাগ্য-সম্পদে।
যাক, তারপর তারপর ?

বৃন্দা। তারপর এই কথাটি শারীর মুখে সখীস্থলীতে উপস্থিত হ'লে, পদ্মা বুঝ্‌তে পারলে যে রাধার অভীষ্ট-সিদ্ধি হবে। তবুও সে ললিতাকে কটাক্ষ ক'রে হঠাৎ বললে—

"চন্দ্রক-মণ্ডল-সঙ্গে (১)
উল্লসিত উৎফুল্ল মুরতি
চন্দ্রাবলী, বিকাশিয়া
সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল ভাতি,
করি দিবে ম্লান
গর্ব্ব-অন্ধ গোপীকার বদন-অম্বুজে।"

পৌর্ণ। (উচ্চহাস্যে) তারপর, তারপর ?

বৃন্দা। তারপর পদ্মার ঈষৎ হাসিমাখা দৃষ্টির ভঙ্গীতেই তা'কে অধীরা জেনে ললিতা আমার সঙ্গে রাধার কাছে গিয়ে প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি ক'রে তা'কে সেখানে যেতে ব'ললে। দেখুন, আজ এক প্রহর বেলা হ'ল তবু ললিতা ত এল না ?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ও ভাই বৃন্দা, পদ্মার গর্ব্বই ত ঠিক খেটেচে; এখন দেখ্‌চি আমাদের সেখানে যাবার যোগ্যতা কোথায় ?

---

(১) চন্দ্রক-মণ্ডল-সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের দ্বারা।

পৌর্ণ। পুত্রি, কেন এমন কথা বল্‌চ?

ললিতা। আপনি ভগবতী, আপনার কাছে আমাদের পাথর-চাপা কপাল উঘ্‌ড়ে কি হবে?

পৌর্ণ। বৎসে, আমি শুন্‌তে চাই, বল।

ললিতা। (অশ্রু ফেলিয়া) ভগবতি! আমার প্রিয়সখী, গৌর রং এর্ রেশমী সুতা দিয়ে গেঁথে একগাছি দিব্যমালা (১) কৃষ্ণকে পরিয়ে দিয়েছিল, সেই মালা আমরা সেই দিনই পদ্মার খোঁপায় দেখ্‌লুম।

পৌর্ণ। এ মনের কষ্ট সঙ্গত বটে, গোবিন্দের এ অত্যন্ত অন্যায়।

বৃন্দা। অমঙ্গল শান্ত হো'ক, তোমাদের অশান্তির কারণ নেই।

পৌর্ণ। বৃন্দে, বলত এ আবার কি?

বৃন্দা। ককৃখটী মানুষের মতন কথা ক'য়ে আমাকে ব'লেচে যে, বনমালী কদম্বের ডালে মালাটিকে রেখে কালিন্দীর জলে অবগাহন ক'রতে নামলে, প্রবল ঝড় উঠে যখন কেতকী ফুলের পরাগে চারিদিক অন্ধকার ক'রে দিলে, তখন পদ্মা এসে মালাটি চুরি ক'রে নিয়ে গেল; কিন্তু বৃথা দোষ হ'ল ঝড়ের।

ললিতা। ধূর্ত্তে, বঞ্চনা ছাড়।

বৃন্দা। পুষ্পমঞ্জরীর দিব্যি।

(১) দ্বাদশীতে পবিত্র-ধারণোৎসবে শ্রীরাধা সেই মালা কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। ললিতা যখন পদ্মার মাথায় দ্বাদশীর দিনই সেই মালা দেখিয়াছিলেন, তখন জানিতেন না যে, উহা শ্রীরাধা-প্রদত্ত কৃষ্ণের মালা। পূর্ণিমার দিন প্রাতে তিনি শ্রীরাধার নিকট ইহা শুনিয়াছেন।

ললিতা। (বিশ্বাস করিয়া) হ্যাঁলো, সত্যি সত্যি তবে তাই-ই হবে। যখন পদ্মা আমাদের সামনে এসে তার সৌভাগ্যের গর্ব্ব করে তখন সে মালাটি দেখায়, কিন্তু সখাদের সামনে আবার সেইটিকে একেবারে লুকিয়ে রাখে। কেন না, তা'রা কৃষ্ণের সঙ্গে স্নান ক'রছিল ব'লে জান্‌ত যে বাতাসে মালাটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

পৌর্ণ। পুত্রি ললিতে, স্পষ্টই বুঝা যাচ্চে যে এই পূর্ণিমাতে তোমরা যা'তে নিরুদ্যম হ'য়ে থাক, সেইজন্যে পদ্মা এই মিথ্যা চাতুরী ক'রে গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীকে নিয়ে যাবে।

বৃন্দা। ভগবতি, ঠিক ব'লেচেন; তবে আজ রাইকে গৌরীতীর্থে নিয়ে যাওয়াটা ভাল হবে ব'লে আমার মনে হ'চ্চে না।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। বৃন্দা, তাই বল্ না যে ভালই হবে।

বৃন্দা। কেমন ক'রে ?

বিশাখা। গোকুলেশ্বরীর মুখে আজকে সৌভাগ্য-পূর্ণিমার কথা শুনে করালা চন্দ্রাবলীকে তা'র স্বামী গোবর্দ্ধন মল্লের কাছে পাঠিয়ে দিচ্চে।

ললিতা। (সহর্ষে) বিশাখা, ইষ্টদেব সূর্য্য তো'র উপর প্রসন্ন হো'ন; তবে আর দেরী করিসনে।

পৌর্ণ। পুত্রি বৃন্দে, অভিমন্যুর আজকের দারুণ দুর্ম্মন্ত্রণার কথা রাধাকে জানিয়ে আমিও তা'র মনের শঙ্কার পঙ্ক ধুয়ে দিতে গৌরীতীর্থে যাব।

বৃন্দা। ভগবতি, আপনি আগে বিশাখা আর রাধার সঙ্গে গৌরী-তীর্থে লবঙ্গকুঞ্জপ্রাঙ্গনে যান; আর আমি ও ললিতা, মাধবকে নিয়ে সেখানে যাব। (বিশাখাকে লইয়া পৌর্ণমাসীর প্রস্থান)

ললিতা। (বৃন্দার সহিত যাইতে যাইতে) ওলো, ওই যে ডান দিকে কাছেই দেখা যা'চ্চে শৈব্যার সঙ্গে পদ্মা কি কথা কইচে।

বৃন্দা। সই, বিশাখা তবে অসঙ্গত বলে নি।

(অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে করিতে)

ও ভাই, আমরা, কখন্ পৌঁছাব কখন্ পৌঁছাব ক'রে, মনের তাড়াতাড়িতে, রাই সেখানে গেল কিনা ঠিক না ক'রেই, হন্ হন্ ক'রে এতদূরে এসে প'ড়লুম। এই মানসগঙ্গার পারে গিয়ে পৌর্ণমাসী দেবীর জন্যে একটু অপেক্ষা করিগে চ।

(উভয়ের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—গোবর্দ্ধনের দক্ষিণ।

আসীনা—পদ্মা ও শৈব্যা।

পদ্মা। ভাই শৈব্যা, মন খারাপ করিস্‌নে।

শৈব্যা। পদ্মা, পরম অভীষ্টকে না পেয়ে মন ভারি হ'য়ে আছে, তাকে লঘু ক'রতে ত পাচ্চিনে।

নেপথ্যে করালা। পদ্মা, চন্দ্রাবলীকে শিগ্‌গির গোবর্দ্ধনের (১) পাশে নিয়ে যা'; যেন বাছাকে বেশ ভাল ক'রে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

শৈব্যা। পদ্মা শুন্‌লি ত? আর্য্যা করালা সেই বাক্য-বিষ আবার ওগ্‌ড়াচ্চে।

(১) গোবর্দ্ধন—চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য অর্থাৎ তাঁহার স্বামী বলিয়া পরিচিত।

পদ্মা। ওলো, এ যে অমৃত, এ খেয়ে গায়ে বল পেলুম্ বরঞ্চ।

শৈব্যা। (বিস্মিতা) কি করে?

পদ্মা। মুগ্ধে, গোবর্দ্ধন পাহাড়ের পাশেই যে গৌরীতীর্থ।

শৈব্যা। (সহর্ষে) হ্যাঁলা, তুই দেখ্‌চি সব বিষয়েই পণ্ডিত। তবে ওঠ্, চন্দ্রাবলীকে সেখানে নিয়ে যাই।

পদ্মা। চন্দ্রাবলীকে আগেই পাঠিয়েচি, আমরা তা'র পেছু পেছু যাই চ।

(উভয়ে যাইতে উদ্যত)

শৈব্যা। পদ্মা, গৌরীর পূজোর জন্যে যে সব উপহার প্রস্তুত করা হ'য়েছিল—সে গুলি কোথায়?

পদ্মা। মধুমঙ্গলের হাতে দেওয়া হ'য়েচে।

শৈব্যা। পদ্মা, বিপক্ষেরা যদি জেতে, তাই ভেবে আমি উৎকণ্ঠিত হ'চ্চি।

পদ্মা। উৎকণ্ঠিত হ'তে হবে না; সেই মালা দেখিয়ে বিপক্ষকে থামিয়ে দিয়েচি।

শৈব্যা। (সহর্ষে) বেশ ক'রেচিস।

(পদ্মাকে আলিঙ্গন)

পদ্মা। বসন্তেরি ফুল ফুটেছে গৌরীতীর্থ মাঝ,
সৌভাগ্য-পূর্ণিমা যে আজ;
সখি, দেখ্‌লো চন্দ্রাবলী,
হরির সনে ক'রছে সুখে কেমন রমণ কেলি।

নেপথ্যে। (ঐ ছড়ার পুনরাবৃত্তি)

শৈব্যা। (বিস্ময়-দৃষ্টিতে) ও ভাই ভাখ্ বাঁদরি ককৃখটি, মুখ ভেঙ্গিয়ে বিশ্রী সুরে এই ছড়াটা প'ড়ে আমাদি'কে উপহাস ক'রচে।

পদ্মা। (মৃদুহাস্যে) দুষ্টু মকুটি, তোর মুখ পুড়িয়ে দেবো।

নেপথ্যে কক্‌খটি। পদ্মি, দাঁড়া দাঁড়া, তোর খালি ঘরে গিয়ে মাখন খেয়ে আসচি।

শৈব্যা। ওলো, সত্যি সত্যি গিল্‌বে লো, তাই ওই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ছুটলো।

পদ্মা। ভাবনা কি? ঘরে করালা আঈমা আছে।

(অগ্রসর হইতে হইতে)

দেখ্ সখি দেখ্‌গো কেমন!—
অঙ্গ হেলাইয়া বামে,
বামকক্ষ-গহ্বর সমীপে
স্থাপি অবলম্বরূপে সরলা যষ্টিরে,
বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া গোচারণ-ক্ষণে,
'রী রী' ফুকারিছে সুবল এখন!

শৈব্যা। (অগ্রসর হইয়া) সই, ওই যে সুমুখে সঙ্কর্ষণকুণ্ডে চন্দ্রাবলীকে দেখ্‌তে পাচ্চি।

পদ্মা। (সহর্ষে)

ওই যে সম্মুখে
মুখপদ্মে মৃদু মন্দ হাসি,
গজেন্দ্র-নিন্দিত-গতি,
হরিয়া আঁখির তন্দ্রা অঙ্গের কিরণে,
কৃষ্ণচন্দ্র মিলিতেছে চন্দ্রাবলী সনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

——

৪র্থ দৃশ্য—গৌরীতীর্থের নিকট সঙ্কর্ষণকুণ্ড।

আসীন—শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চন্দ্রার পথরোধ)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, বড় ভাগ্য যে তুমি আমার নেত্রভৃঙ্গ দুটির সৌন্দর্য্য-মধু পান করবার ভৃঙ্গার (১) হ'য়েচ।

চন্দ্রা। ছাড় ছাড়, পথ ছাড়; আমি গৌরীতীর্থে গিয়ে কাত্যায়নীর পূজা ক'রব।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে)

কৃশাঙ্গি, উপনীত হেরিয়া আমায়,
প্রত্যুদ্গমন হেতু উঠিয়াছে তব রোম রাজি ;
নেত্রে ক্ষরি জলভার,
প্রীতিভরে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছে আমায় ;
বক্ষ হ'তে উত্তরীয় খসিয়া সম্ভ্রমে,
সমর্পিছে বসিতে আসন ;
তুমি বামা, কিন্তু পরিকর তব
অনুকূল আজি আমা প্রতি।

(পদ্মা ও শৈব্যার প্রবেশ)

সখীদ্বয়। সখি, এত রাস্তা আছে, একটা বন্ধ হ'লে ত আর আট্‌কে যাবো না।

চন্দ্রা। (বাম দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া)

সখি, বেশ হ'ল তোরা এসে প'ড়েছিস্।

(১) ভৃঙ্গার—ঝারি।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) আজ আমি রাধার অভিসার ইচ্ছা ক'রেছিলুম, চন্দ্রাবলী কেমন ক'রে আমার কাছে উপস্থিত হ'ল ?

পদ্মা। (জনান্তিকে) চন্দ্রমুখ, "করে যা'র পদ্মাবলম্বন" এই কথায় তোমার অভিলাষ শুনে আমি ছলে চন্দ্রাবলীকে এনেচি।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) ওঃ বুঝেচি, আমি পদ্মমণ্ডল অভিলাষ ক'রে সেই কথা ব'লে তোমাকে এই অবকাশ দিয়েচি, তোমার দোষ কি ?

(প্রকাশ্যে) সখি, পদ্মা পদ্মনাভের পক্ষ টানে এ কথা ত সবারই জানা।

পদ্মা। তবে চন্দ্রাবলীকে শিগ্‌গির গৌরীতীর্থে নিয়ে চল।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) চন্দ্রাবলী আসাতেই রাধার উদ্যমের বাধা হ'ল। তবে অকপটভাব-যুক্তা এরই প্রমোদ-সাধন ক'রে নিজের মনকে আনন্দিত করি।

(প্রকাশ্যে)

পদ্মোৎসব (১)-বিথারিণী লো সখি আমার,
দোষসঙ্গ (২)-বিবর্জ্জিত উদয় তোমার ;
নিত্য (৩) সমুজ্জ্বল ভাতি, পূর্ণা তুমি কৃষ্ণপক্ষে (৪) ;
চন্দ্রাবলি ! অদভূত তাই কহি তুমি।

(অগ্রসর হইয়া)

কুরঙ্গাক্ষি ! কাননের সৌন্দর্য্য দেখ।

---

(১), (২), (৩), (৪)—চন্দ্র পদ্মফুলকে উৎসব বা আনন্দ দেয় না, চন্দ্রোদয়ে পদ্ম নিমীলিত হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রাবলী পদ্মাসখীর নয়নোৎসব। চন্দ্র কখনও দোষ-বিবর্জ্জিত বা কলঙ্কশূন্য হইয়া উদিত হয় না ; চন্দ্রাবলী দোষ-বিবর্জ্জিত বা রাত্রিকাল বিনাও (দোষ অর্থে রাত্রি) উদিত হন। চন্দ্র নিত্য সমুজ্জ্বল নহে, চন্দ্রাবলী নিত্যসমুজ্জ্বল। চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণ হয় না ; চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণা।

পদ্মা। ওলো দ্যাখ্—সুরঙ্গ ব'লে কৃষ্ণের সেই হরিণটা রঙ্গিণী নামে হরিণীকে তার ঘরণী ক'রেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (চমকিত হইয়া ও নেপথ্যে কাণ দিয়া স্বগত) নিশ্চয় রাধা এসেচে, তাই রঙ্গিণীর কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্চে।

পদ্মা। একি! সুরঙ্গ ডানদিকে ছুট্‌চে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয়ই রঙ্গিণীর কণ্ঠশব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে সুরঙ্গ গৌরীতীর্থে গেল। তবে এই সঙ্কর্ষণতীর্থের তীরে এই বনটাতে কিছুক্ষণ বিলম্ব ক'রে এখন কি করা উচিত বিবেচনা করি।

পদ্মা। সুমুখেতে সরোবর হায়,
শোভা করে গোকুলের প্রায়;
গোকুল মাঝার
নূতন নূতন পদ্মিনী (১) রয় হাজার হাজার;
দেখ এ সায়রে
তেমনি শোভে পদ্মিনীকুল (২) কাতারে কাতারে।
গোকুল ছড়ায়,
অঘরিপুর শিঙার (৩) আদির লহর-লীলায়;
তেমনি সায়রে,
জলের রূপে রসের ঢেউ কতই পসারে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, হের হের—
মিত্রে (৪) ধরি অনুরাগ বিচিত্র সম্ভার,
সম্বর্দ্ধিত অলি (৫)-আলী-চয়ে

(১) পদ্মিনী—পদ্মিনী রমণী। (২) পদ্মিনী—পদ্মফুল। (৩) শৃঙ্গার
(৪) মিত্র—সরোজিনীপক্ষে সূর্য্য, চন্দ্রাবলীপক্ষে কৃষ্ণ।
(৫) অলি—সরোজিনীপক্ষে ভ্রমর, চন্দ্রাবলীপক্ষে আলী বা সখী।

আপনার রসের (১) উদয়ে,
সুশোভন কর্ণিকায় (২) রুচি সমুজ্জ্বল,
তোমা সম এই সরোজিনী
বিছুরিছে কান্তি-শোভা চৌদিকে ভুবনে।

শৈব্যা। একি, এমন সুন্দর পদ্মিনী (৩), একে কলানিধি (৪) কেন মলিন ক'রচে ?

পদ্মা। (চন্দ্রাকে উদ্দেশ করিয়া অভিপ্রায়-গোপনপূর্ব্বক)

সূর (৫) সোহাগী পদুমিনী (৬)
আমোদ প্রসারিণী ;
ক্ষণিক-অরুণ (৭) তারার অধীশ ! (৮)
এর উপরে দিও না কর (৯) খানি।

---

(১) রসের—সরোজিনী পক্ষে মকরন্দের, চন্দ্রাবলীপক্ষে শৃঙ্গার রসের।

(২) কর্ণিকায়—সরোজিনীপক্ষে পদ্মের মধ্যস্থিত কর্ণিকায়, চন্দ্রাবলী-পক্ষে কর্ণালঙ্কারে।

(৩) পদ্মিনী—এক অর্থে পদ্মফুল, অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী, যিনি পদ্মিনী-নায়িকা। (৪) কলানিধি—চন্দ্র ; অন্য অর্থে কৃষ্ণ, যিনি চৌষট্টি কলাবিদ্যাসম্পন্ন। (৫) সূর—সূর্য্য ; অন্য অর্থে শূর গোবর্দ্ধনমল্ল (চন্দ্রা-বলীর পতিম্মন্য) (৬) পদুমিনী—পদ্মিনী।

(৭) ক্ষণিক-অরুণ—এক অর্থে যাহার (চন্দ্রের) রক্তিমা ক্ষণস্থায়ী ; অন্য অর্থে যাহার (কৃষ্ণের) অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী।

(৮) তারার অধীশ—এক অর্থে চন্দ্র, অন্য অর্থে রাধানাথ কৃষ্ণ।

(৯) কর—কিরণ ; অন্য অর্থে হস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ। পদ্মা, এতে তারাপতির দোষ নেই; এই পদ্মিনীকে চঞ্চলা পদ্মা (১) সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে যায়, সেইজন্তে সে ম্লান হয়।

চন্দ্রা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সম্মুখে চাহিয়া)

মদমত্ত মধুপেরে হেরি লুব্ধ অতীব চঞ্চল,
মনে হয় লতা-পরিকর (২) বিহসিছে পুষ্পশোভা-ভরে;
কিন্তু একা স্বর্ণযূথী (৩), মৃদুলা সে অতি,
স্নেহভরে মকরন্দ-ছলে বাষ্প-বিন্দু করে বিসর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদু হাসিয়া)

হের হের প্রিয়ে—
নীপরাজ উন্নত-কিরীট;
অলিবৃন্দ গাহে বন্দিগীত উচ্চকণ্ঠে,
সুরভি-নিচয় মারুত-বীজন তরে
দোলাইছে পুচ্ছের চামরী;—
সবারই সেবন লয়
তবু সে ত হেথাই বিরাজে।

চন্দ্রা। আহা বৃন্দাবনের শোভা কি ললিতা (৪)!

(অলক্ষিতে কিয়দ্দূরে বৃন্দা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (সম্মুখে চাহিয়া ব্যথিত ভাবে) ওলো, চোখের সামনে এ যে বিষম সঙ্কট ভাই!

(১) পদ্মা—এক অর্থে লক্ষ্মী—প্রসিদ্ধি আছে লক্ষ্মী রাত্রে পদ্মবনে থাকেন না। অন্য অর্থে পদ্মানাম্নী চন্দ্রাবলীর সখী। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অভিপ্রায় এই যে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মাসখী চন্দ্রাবলীকে অভিসার করায় না বলিয়া চন্দ্রাবলী ম্লান হয়। (২) অন্য গোপী স্থানীয়। (৩) চন্দ্রাবলী স্থানীয়। (৪) ললিতা—মনোহারিণী।

বৃন্দা। তাইত, করালার অমন কঠোর শাসন, তবে কেমন ক'রে পদ্মা চন্দ্রাবলীকে এখানে নিয়ে এল ?

ললিতা। ভাই, তুই ত সব বিদ্যেতেই পটু আছিস্, কৃষ্ণকে এখান থেকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চ।

বৃন্দা। ও হ'চ্চে কৃষ্ণের গৌরবময়(১)প্রেমমণিদের শ্রেষ্ঠপাত্রী অর্থাৎ ঘৃত-স্নেহময়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ; হরি.কেমন ক'রে ওকে ত্যাগ ক'রবে ?

ললিতা। গন্ধলব মাত্রে যা'র

পলায় গৌরবকুল তস্করের প্রায়,
হেন অনুরাগ-বীর (২) হায় রাধিকার
ধরি নাম মধু-স্নেহ নাগরেরে ক'রেছে রঞ্জিত ;
তাই এবে প্রণমি তাহারে।

বৃন্দা। তা' ভাই বলেচিস্ ঠিকই, কিন্তু চন্দ্রাবলীর প্রতি কৃষ্ণের দাক্ষিণ্যভাব আছে ; তাই ত বল্‌ছি তা'কে আকর্ষণ করা বড় শক্ত।

ললিতা। বৃন্দে, ঠিক ব'লেচিস্ বটে। তা' হ'লে এ মহাসঙ্কটে উপায় কি ?

বৃন্দা। আগে গোষ্ঠির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঠিক ব্যাপারটা জেনে নি আয়।

(উভয়ে পদ্মাদি সখীর নিকট অগ্রসর হইলেন)

শৈব্যা। (লক্ষ্য করিয়া জনান্তিকে) ওলো পদ্মা, হায় হায়, ঠিক রাই গৌরীতীর্থে এসেচে, দ্যাখ্ না ওদিক থেকেই ললিতা আস্‌চে।

---

(১) গৌরবময় প্রেম—চন্দ্রাবলীর প্রেমকে ঘৃতস্নেহ বলে। ইহা গৌরবময়।

(২) অনুরাগ-বীর—মধুস্নেহ। শ্রীরাধার প্রেম মধুস্নেহজাতীয়। ইহা গৌরবশূন্য।

পদ্মা। এলেই বা, ক্ষতিটা কি? প্রিয়সখীকে কানুর ছেড়ে যাওয়া শক্ত।

ললিতা। (আরও অগ্রসর হইয়া) সই চন্দ্রাবলি! যে হরিণ প্রিয়তমার স্নেহ না জেনে হরিণীদের দলে ভুজঙ্গ হ'য়ে মিশে থাকে, তা'র ঘরে কখনও আমরা রঙ্গিণীকে বাস ক'রতে দিব না। সে মাসেও একবার কৃষ্ণসারি-কুমারীকে স্মরণ করে না। এতে তো'কে সাক্ষী ক'রতে আমরা এখানে এসেচি।

চন্দ্রা। (ঈষৎ হাসিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) ওহো, আমার জন্যে এসে ললিতা চন্দ্রাবলীকে দেখে ছল ক'রচে।

(*প্রকাশ্যে*) *ললিতা,* অন্তরের ভাব জান না তাই মিছামিছি সুরঙ্গকে দোষ দিচ্চ। তবে এই সংবাদটি হরিণীকে বল গে যে,—

'সারঙ্গ-রমণি!

হরিণ সদাই হেথা

করিতেছে তব অভিলাষ;

সুলোচনে,

জানিও হৃদয় তার তব বশীভূত।'

পদ্মা। (জনান্তিকে) কৃষ্ণ, তোমার প্রিয়জনকে ত এবার পেয়েচ, আমরা তোমার অযোগ্য, আমাদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ। হায়, দিব্য করি কহিনু দিব্যাঙ্গি!—

মদোন্নতা রাধাগন্ধী গোপীযূথে সখি,

অনুরাগী আমি নহি বামাকুলে।... (*)

(*) উক্ত পদ্যটির দুই প্রকার অন্বয়ে দুই প্রকার অর্থ হয়। "মদোন্নতা রাধাগন্ধী গোপীযূথে অনুরাগী নহি" এই প্রকার অন্বয়

পদ্মা। (দর্পের সহিত ঈষৎ হাস্যে) আশ্চর্য্য ললিতা, আশ্চর্য্য! তো'কে সবাই অনুরাধা ব'লে থাকে, তবে রাধা না উঠ্‌তে তোর উদয় হ'ল যে?

ললিতা। কাণের আঘাতে　　　লভি বারবার
কত অনাদর শত,
তবু অলিকুল　　　পিয়াসা আকুল
চুমে যা'র গণ্ডতট;
হেন করীবর　　　তৃষায় কাতর
সরসী সকাশে ধায়,
সরসী কখন　　　না করে গমন
করীন্দ্রের কামনায়;—

হইলে, তাহার অর্থ হইবে যে, যে সকল গোপী রাধাগন্ধী ও মদোন্নতা তাহাদের প্রতি আমার অনুরাগ নাই, কিন্তু "বামাকুলে" আছে। কিন্তু "মদোন্নতা রাধাগন্ধী গোপীযূথে অনুরাগী আমি, বামাকুলে নহি"—এ প্রকার অন্বয় হইলে, তাহার অর্থ হইবে যে, যে সকল গোপী রাধাগন্ধী ও মদোন্নতা তাহাদের প্রতি আমার অনুরাগ আছে, কিন্তু বামা গোপীগণের প্রতি নাই। প্রথম প্রকার অর্থটি চন্দ্রাবলীর সখীগণের জন্য অভিপ্রেত, দ্বিতীয়টি রাধার সখীগণের জন্য অভিপ্রেত। "রাধাগন্ধী" অর্থে রাধার কথা ত স্বতন্ত্র, রাধার গন্ধমাত্র যাহাতে আছে অর্থাৎ যাহারা রাধার সহিত সম্পর্কিতা বা তাহার অনুগতা। "মদোন্নতা"র দুইটি অর্থ—এক অর্থে গর্ব্বিতা, অন্য অর্থে "যাহারা পরমাকর্ষক মধুস্নেহের দ্বারা মত্ত হইয়া আমাকে (কৃষ্ণকে) পরমসুখে মত্ত করে"। "বামা" অর্থে প্রতিকূলা গোপীরা।

তোরাও তেমতি যাচি যাচি রতি
চলিস্ যাহার কাছে,
তাহারে মিলিলে সুখ বিনিময়ে
অনাদর পাস্ পাছে ;
সে হেন নাগর করে অভিসার
রাধিকা-সরসী-পানে,
সুখের পিয়াসে রাধা কি কখন
মাগে রতি তার স্থানে ?

পদ্মা। শৈব্যা, তোর ত এত বুদ্ধি, তবে সই, একটা প্রহেলিকা বল্‌ছি ভেঙ্গে দে দেখিনি—

"চিত্র-ফলকে হইয়া লেখা
মাধবের নিতি শোভে সে কে গা ?"

শৈব্যা। সই, চন্দ্রাবলী।

বৃন্দা। (মৃদু হাসিয়া) ঠিকই ত বুঝেছ। মাধব হ'চ্চেন লক্ষ্মীর পতি। তাঁর চিত্রফলক অর্থাৎ বিচিত্র ঢালখানি চন্দ্রাবলী অর্থাৎ চন্দ্রশ্রেণী দিয়ে সাজান আছে, সেইজন্যে তা'কে শতচন্দ্র বলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই চন্দ্রাবলী অতি শুদ্ধশীলা, এ লজ্জায় ডান দিকে চ'লে যাচ্চে।

ললিতা। আচ্ছা বৃন্দা, তুইত দিব্যি সব প্রহেলী জানিস, একটার উত্তর দে ত দেখি,—

"ভুবন মাঝে মাধব সনে।
কাহার নামটি সদাই ভণে॥"

বৃন্দা। সই, রাধার আর কার ? যেমন লোকে বলে রাধা-মাধব।

শ্রীকৃষ্ণ। তা' ঠিক, কারণ বৈশাখের 'মাধব' আর 'রাধ' এই দুটা নামই আছে।

পদ্মা। শৈব্যা, আর প্রহেলিকায় কাজ নেই। সুখ চাস্ ত কমলেক্ষণের (১) রসে প্রাণ ভ'রে নে।

শৈব্যা। (পদ্মগুলির দিকে চাহিয়া)

প্রদোষ-ফুটা কুমুদ্বতী (২)
ততক্ষণই মজায় ভ্রমরে (৩),
যতক্ষণ তা'র দিঠির পথে
পদ্মালী (৪) না পড়ে।

পদ্মা। সত্যি বল্‌চিস ভাই।

তমাল-শ্যামল গগনে (৫)
তারাবলীর (৬) পাশে।
ততক্ষণই শোভে রাধা(৭)
যাবৎ নাহি চন্দ্রাবলী আসে ॥(৮)

(১) কমলেক্ষণের রসে—কমল-দর্শন-জনিত আনন্দে; অন্য অর্থে কমল-নয়ন যে কৃষ্ণ তাঁহার রসে অর্থাৎ প্রেমসুখে।

(২) কুমুদ্বতী—কুমুদফুল, অন্য অর্থে রাধা।

(৩) ভ্রমর—ভৃঙ্গ, অন্য অর্থে কৃষ্ণ।

(৪) পদ্মালী—পদ্মসমূহ, অন্য অর্থে পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী।

(৫) গগনে—আকাশে, অন্য অর্থে কৃষ্ণে।

(৬) তারাবলী—নক্ষত্র সমূহ, অন্য অর্থে ললিতা প্রভৃতি।

(৭) রাধা—বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম, অন্য অর্থে রাধিকা।

(৮) চন্দ্রাবলী—চন্দ্র সমূহ, অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী-নাম্নী কৃষ্ণ-প্রেয়সী।

ললিতা। (উচ্চহাস্যে)

সহচরি!

বৃষভানু-জাত-দীপ্তি (১) হ'লে প্রাদুর্ভূত।

শত চন্দ্রাবলী-কান্তি হয় পরাহত॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যে) বাচালপনায় কি লাভ? বসন্তের এমন সৌরভ সেটা বরং উপভোগ কর।

বৃন্দা। (মৃদু হাসিয়া)

মাধবের (২) অভ্যুদয়ে

ফুল্লগাত্রী কোন্ বল্লী নহে উল্লসিত?

তথাপি প্রণমি (৩),

তা'র নামে সুবিদিতা সেই মাধবীরে (৪)।

পদ্মা। (বিমনা হইয়া সরিয়া গিয়া) হ্যাঁলা চন্দ্রাবলি, ধূর্ত্ত গোষ্ঠির সঙ্গে মিশে বিঘ্নেশজননীর পূজোতে শিথিল হ'চ্চিস কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (তিরস্কার করিয়া)

পদ্মা, চন্দ্রাবলী করে যদি মোরে অনুরোধ,

তুমি তা'রে রোধ কর বলে;

(১) বৃষভানুজাতদীপ্তি—সূর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে যে দীপ্তি হয়; অন্য অর্থে বৃষভানুকন্যা রাধার কান্তি।

(২) মাধবের—বসন্তের, অন্য অর্থে কৃষ্ণের।

(৩) প্রণমি—মাধবীর উল্লাস অন্য সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে এইজন্য তাহাকে প্রণাম করি।

(৪) মাধবী—মাধবী লতা যাহা মাধবের নামে প্রসিদ্ধা, অন্য অর্থে শ্রীরাধা।

তমালের অভিমুখী মল্লীবল্লরীরে
হীঁস (১) লতা যথা রোধ করে সে করালা (২)—

(করালার প্রবেশ)

করালা। থাম্‌রে থাম্‌, আজ বড় ভাগ্যি যে তো'দিকে পথেই পেয়েচি।

(সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে ফিরিলেন)

শৈব্যা। (জনান্তিকে) হায় হায়, কেমন ক'রে বুড়ি জানতে পারলে যে আমরা সব এখানে ?

করালা। (ক্রোধে) হুঁ, ননীলুটী মর্কটী ত ঠিকই ব'লেচে।

পদ্মা। (বিষণ্ণ মুখে শৈব্যার মুখের দিকে চাহিলেন)

ললিতা। (স্বগত) বুড়ি মর্কটি কর্কটি, তো'কে আমি চিনি-মাখা মাখন খেতে দেবো।

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) প্রিয়ে, তোমার লুকোবার জন্যে স্থান ত দেখ্‌চিনে।

বামে গিরি তুঙ্গ-শৃঙ্গ সুদুর্গম রাজে,
জ্যেষ্ঠ মম দক্ষিণে চড়ায় ধেনু,
পশ্চাতেও অনাবৃত ভূমি,
সম্মুখে এ নিষ্ঠুরা জরতী—,
এবে কি যুকতি তবে ?

(১) হীঁস লতা—হীঁস নামে এক প্রকার ভীষণ লতা যাহা মল্লী লতাকে নষ্ট করে।

(২) করালা—ভীষণা।

চন্দ্রা। (স্বগত) হায় হায়, আজ আমার কপালে এই অকাণ্ড-কর্কশী চণ্ডালীর কি চণ্ডিমাই আছে! আজ এর হাতে আমায় কত লাঞ্ছনাই পেতে হবে!

করালা। (ক্রোধ দেখাইয়া) ছ্যাখ্‌রে ছ্যাখ্‌ এর ভুজঙ্গপনাটা! কৌসুম্ভ তেলের কাজলের মতন ত কালো এর বর্ণ, আর চোখের কোণ দুটা কালসাপের মতন ভয়ঙ্কর! এর জন্যে গোকুলের মেয়েদের মঙ্গল, কুল-ধরম, সব বার পথে চল্‌লো। (মাথা কাঁপাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) ওরে শ্যামল, তোর কি ভয় ডর নেই! এ কা'র স্ত্রী তা জানিস্? শোন্ তবে—যা'কে কংসের আর একটী আত্মা বল্‌লেই হয়, সেই মহামল্ল গোবর্দ্ধনের!

শ্রীকৃষ্ণ। করালা, তা'তে কি হ'য়েচে?

করালা। (সক্রোধে) সত্যি সত্যি তুই বনের ভিতর যে নিজেকে আর একজন রাজা মনে ক'রেচিস্! রাজ-পদাতিকেরা তো'কে খুঁজে না পেয়ে, সেই গোকুলরাজকে যখন মথুরার রাজসভাতে ধ'রে নিয়ে যাবে, তখন সে নিজের কপাল নিজে চাপ্‌ড়াবে, আর দুঃখে ও লজ্জায় বল্‌বে যে 'আমার এমন ছেলে কেন হ'য়েছিল?'

শ্রীকৃষ্ণ। করালা, তোমার দিব্যি, চন্দ্রাবলীকে দেখে ভয়ে আমি উদ্বেগ পাচ্চি।

করালা। (চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া সরোষে) তবে লো নিকুঞ্জের রাত জাগুনী! তুই ছেলেবেলা থেকেই কৃষ্ণের পানে অভিসার করবার কৌশল শিখেছিস্! হাজার হাজার গোপী রতি-রণে উন্মত্ত হ'য়ে গরবে যা'র বিম্বাধর উচ্ছিষ্ট করে, তা'র জন্যে তৃষ্ণা মাত্তর ক'রে তোর কুলধর্ম্ম ধ্বংস ক'রলি! দাঁড়া দাঁড়া, এখন ভয় করচিস্ কেন?

ললিতা। আঈমা, পশ্চিম দিক (১) তা'র জীবননাথ বরুণদেবের অনুগতা। তা'র দোষ কি? আর দোষাপহারী সূর্য্যেরই বা দোষ কি? কিন্তু এদের দুজনের রাগ জ'ন্মে দিয়ে সঙ্গম করিয়ে দেয় যে সন্ধ্যা কুট্‌নী, তা'রই ত সমস্ত দোষ।

করালা। পুত্রি! ঠিক বলচিস্। (অতিশয় রোষের আড়ম্বর করিয়া) তবে লো পরের ঘর-ভাঙ্গুনী কুট্‌নীপনায় পটু পদ্মা! তুই ধৃষ্টা-গুষ্ঠির চক্রবর্ত্তি। আমার হাত থেকে এখন কেমন ক'রে ছাড়ান পাবি?

(যষ্টি-উত্তোলন)

পদ্মা। (ফিরিয়া) আঈমা, জানিনে তুমি দুঃখু ক'রচ কেন? আমরা ত তোমার কথাই পালন ক'রেচি। তুমিই ত বললে যে একে গোবর্দ্ধনের পাশে নিয়ে যা'।

বৃন্দা। (স্বগত) নিশ্চয় পদ্মা ধূর্ত্তপনা ক'রে কথার ছল ধ'রেচে। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে, পাহাড়ের আর মল্লের, দুইএরই এক নাম কিনা, তাই এ বুঝতে না পেরে ভুল ক'রেচে; তবে আজ একে ক্ষমা কর।

করালা। (লাঠি ছাড়িলেন)

পদ্মা। (স্বগত) ললিতা, দাঁড়া দাঁড়া, তোর নিষ্কৃতি ক'রতে আমি জটিলার কাছে চল্‌লুম।

(প্রস্থান)

---

(১) পশ্চিম দিক জলাধিপ বরুণের স্ত্রী; ইহা চন্দ্রাবলী স্থানীয়া। সূর্য্য কৃষ্ণ স্থানীয়। সন্ধ্যা তাহাদের রাগ উৎপন্ন করিয়া সঙ্গম করাইয়া দিয়া কুট্টিনীর কার্য্য করে। পশ্চিম দিকের এবং সূর্য্যের রাগ অর্থে রক্তিমা বা সন্ধ্যাকালীন অরুণিমা, চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের পক্ষে রাগ অর্থে অনুরাগ। সন্ধ্যা কুট্টিনী পদ্মাসখী স্থানীয়া, যে চন্দ্রাবলীর সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করায়।

করালা। (চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া) আয় বল্‌চি, কুঞ্জের কুটুম্বিনী, আয়।

(চন্দ্রাবলীকে লইয়া শৈব্যার সহিত প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত) বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় আমার অভিপ্রায়টি সিদ্ধ ক'রলে।

বৃন্দা। মাধব, রূপবতী মাধবলক্ষ্মী * গৌরীতীর্থে খেলা ক'রচে; সে তা'র সর্ব্বস্ব-রূপ এই আধফুটো চাঁপা দুটি তোমায় ভেট দিয়েচে।

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দা, যে পর্য্যন্ত সখাদের গরু চরাতে দিয়ে আমি সেখানে না যাই, ততক্ষণ তোমরা এগিয়ে যাও।

(প্রস্থান)

বৃন্দা। (চলিতে চলিতে) ললিতা, সুমুখে কদম্বের সাম্রাজ্য দেখ্। (সেইদিকে অগ্রসর হইয়া) আহা, আহা,

কদম্ব নৃপতি! সৌভাগ্য-মহিমা তব,
বোধ করি কহিবারে নারে পদ্মযোনি,—
কুসুম-নিকর তব বৃন্দাবনে করে দীপ্তিমান্;
এতই দুর্লীল তা'রা,
আচ্ছাদিয়া সর্ব্বভাবে শৌরীবক্ষে (১) সুদীপ্ত কৌস্তভে (২)
রমা-সহোদর বলি না গণে হেলায়।

---

* মাধবলক্ষ্মী—এক অর্থে বসন্ত-শোভা, অন্য অর্থে শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মী অর্থাৎ শোভা বা সম্পত্তি।

(১) শৌরী—শ্রীকৃষ্ণ।

(২) কৌস্তভমণি—লক্ষ্মীর সহোদর। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিরাজ করে। আলম্বিত কদম্ব পুষ্পসকল তাদৃশ কৌস্তভকেও অবহেলা-পূর্ব্বক আচ্ছাদিত করে, ইহাই তাহাদের দুর্লীলা।

ললিতা। (সম্মুখ ভাগে চাহিয়া) বৃন্দা, ওই যে বিশাখার সঙ্গে ভগবতী রসালকুঞ্জে লুকিয়ে আছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—গৌরী-তীর্থে

লবঙ্গ-কুঞ্জের বহির্দ্দেশ

(বৃন্দা ও ললিতার প্রবেশ)

বৃন্দা। (নেপথ্যের পানে চাহিয়া যেন লবঙ্গকুঞ্জে শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়া) ললিতা দেখ্ দেখ্—

স্থষমা কি বপু ধরি এসেছে হেথায়!
অথবা কি গুণশ্রীর পূর্ণ পরকাশ!
অথবা রাধিকা, প্রণয়-সম্পদ্-মূর্ত্তি
ধরিয়া কি হ'তেছে উদিত!

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া)

কমলের অলঙ্কার কাণে,
কমল দুলিছে কিবা কুন্তলের বেণীর শিখরে,
কমলেরে প্রদানি আশ্রয় কর-কমলেতে
কমলারে * ওই রাধা করিতেছে বিড়ম্বিত অতি।

নেপথ্যে পৌর্ণ। শ্রবণে দুলিছে মুগ্ধ চম্পক যুগল,
নীপমালা বক্ষঃপরে দুলে,
মুরলী ধরিয়া করে, শিখিচন্দ্র চূড়ার অঞ্চলে,
দীপ্তিমান্ ললাট-ফলকে মনঃশিলা-কল্পিত তিলক,
মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্য-লছমী-রস নন্দ-ঘরণীর,
ওই দূরে আহা করে খেলা!

---

* কমলা—লক্ষ্মী।

ললিতা। ঠিক ভগবতী কৃষ্ণকে দূরে দেখ্‌তে পেয়ে এমন ক'রে বর্ণনা ক'রচেন।

বৃন্দা। ললিতা, সত্যিই কৃষ্ণ আর দূরে নেই।

বৃন্দা। সখি, কুণ্ডলী-আকার করি শিখণ্ড-মণ্ডলে
নাচে হেথা তাণ্ডবিক (১) নামে সে ময়ূর;
মদির-নয়নে! কৃষ্ণমেঘ-দরশন বিনা,
সে কখনও, তিলেকও না বাঁচিবারে পারে।

ললিতা। সই, ছ্যাখ্‌ ভাই ডান দিকে ওই পুন্নাগগুলি।

বৃন্দা। (দেখিয়া সহর্ষে)
বংশীধ্বনি-মধু-বরিষণে
ধেনু-গণে করে বশ মধু-নিসূদন,
যষ্টি তা'র, আভীর-শেখর-গতি (২)
করিয়া খ্যাপন,
ধরিয়াছে কিবা চারু শোভা!

ললিতা। এখনও এদের দুজনে চোখাচোখি হয় নি, শুধু রঙ্গিণীকে দেখে কৃষ্ণ লবঙ্গকুঞ্জে যা'চ্চে।

বৃন্দা। ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌ সখি,—
হরি-মূর্ত্তি-বিছুরিত পরিমল-রাশি
লভি এই কলাবতী রাধা,
হাসি হাসি তনুলতা
আবরিছে মাধবী-মণ্ডপে।
(পুনরায় কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)

---

(১) তাণ্ডবিক—কৃষ্ণের ময়ূর। (২) আভীর-শেখর-গতি—গোপরাজের ন্যায় গতি।

বনভূমি ধূলি-নিষেবিত ;
তাই সদ্য পদাঙ্ক নিরখি
পথের বারতা লভি এইবার হরি,
পশ্চাতে আসিয়া মরি,
রাধার নয়ন দুটি
কম্পান্বিত পাণিযুগে করিল ধারণ।

ললিতা। আহা মরি, রাই পুলকাঙ্গী হ'য়ে বাম্যভাবে লীলাকমল দিয়ে কমলেক্ষণকে তাড়ন ক'রুচে দেখ্!

বৃন্দা। দেখ্ সখি দেখ্,—

যতবার চাহে রাধা
লুকাইতে হৃদয়ের ভাব মুররিপু 'পরে,
ততবার ব্যক্ত হয় সর্ব্বরূপে তাহা ;—
ভুরুর বক্রিমা তা'র স্মিত-বিজড়িত ;
"না না" বলি করে মানা, কিন্তু
মদাকুল রুদ্ধ গদ স্বরে সাত্ত্বিক বিকার হেতু ;
পাণিরোধ শক্তিহীন ঔদ্ধত্য-বিরামে,
হর্ষহেতু মুররিপু-কর-পরশনে ;
আর ক্রন্দন শুষ্কতা-মাখা।

ললিতা। কেলি-কর্ম্মে প্রগল্‌ভা রাধিকা

দন্ত নখার্পণ আদি ঔদ্ধত্য বিকাশি
যাহা কিছু সমাচরে প্রতিকূল প্রায়,
অতুল প্রসাদ চিতে লভে হরি তা'য়।

বৃন্দা। (সহাস্যে)

রাধে, অবিরাম ঝরি অশ্রুধার

নিরঞ্জন (১) করিল তোমার নয়ন-যুগলে ;
স্বেদোদ্গমে ধৌত-বিলেপন
কুচদ্বয় ত্যজিল রাগিতা (২) ;
যোগ (৩) লাগি আকুল উরস ;
সঙ্গী মুক্তাগণে বুঝি গুণচ্যুত (৪) হেরি
শ্লথগুণা এ নীবি (৫) তোমার
মুক্তিলাভ করিবারে চায়।

ললিতা হ্যাঁলো, এই বিদগ্ধযুগল মাধবীকুঞ্জের ভিতর গেল কেন ?

বৃন্দা। কাম-গন্ধ-বিরহিত
কেলিরস-সুমাধুরী রাধা-মাধবের,
নেত্রভৃঙ্গে করি পান
কোন্ জন পরিতৃপ্তি লভে ?

ললিতা হ্যাঁ ভাই, মাধবী ফুলগুলি থেকে মধু গ'লে প'ড়্চে, তবু তা'দের ছেড়ে ভ্রমররা সব পূর্ব্ব মুখে ছুটেচে কেন ?

বৃন্দা। নাগর-শিরোমণি দুটি মাধবী-মণ্ডপ ছেড়ে গেছে। তাই তা'দের সুগন্ধ পেয়ে ভ্রমরেরাও ছুটেচে। তবে আয় আমরা লতা-মন্দির দেখে চক্ষু সার্থক করি। (উভয়ের প্রস্থান)

(১) নিরঞ্জন—কজ্জলশূন্য, অন্য অর্থে মোক্ষলাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত।

(২) রাগিতা—কুঙ্কুমাদি রাগ, অন্য অর্থে বিষয়াসক্তি।

(৩) যোগ—সঙ্গম, অন্য অর্থে ব্রহ্মের সহিত যোগ।

(৪) গুণচ্যুত—মুক্তামালার সূত্রচ্যুত, অন্য অর্থে সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ নাশ-প্রাপ্ত।

(৫) নীবি—কটিবন্ধন।

৬ষ্ঠ-দৃশ্য—লবঙ্গ কুঞ্জ।—

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিহারের পর পুষ্পশয্যার আস্তরণ খানি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগে ও শ্রীরাধার সিন্দূর ও অলক্তকে রঞ্জিত। শয্যার উপরে ছিন্ন হারের মুক্তা ও মণি ছড়ান; স্বর্ণের অলঙ্কার ও ম্লান পুষ্পমালা পড়িয়া আছে।

(বৃন্দা ও ললিতার প্রবেশ)

বৃন্দা। ললিতা, ভ্যাখ্ ভ্যাখ্—

কুঞ্জ মনোহর মুকুতা-তরল (১) শোভী
হার-স্খলিত-মণিরাশে,
মলিন কুসুমমালা রাধার কনক ভূষা
চূর্ণিত রহে চারিপাশে;
পুঞ্জে পুঞ্জে মরি কুসুমে বিছান শেজ
তা'রি পরে এ হেন মাধুরী,
নেহারিতে চৌদিকে ফুকারিছে মুরারির
অতিশয় বিলাস-চাতুরী।

ললিতা। (নিপুণভাবে নিরূপণ করিয়া)

কানু-অঙ্গ-সঙ্গমে মিলেছিল রাই,
লাগিয়াছে শেজে তা'র কুঙ্কুম তাই;
রাধাপদ-বিগলিত যাবক-রাশ,
রঙ্গে (২) বিভাতিল শয়ন-দুপাশ;
সিন্দূর-বিন্দুচিত স্বেদ-বারি,
তিতিল তলপ (৩) তা'য় ক্লিষ্ট হেরি; '

---

(১) তরল—হারের মধ্যমণি, মুক্তাই সেই মণিময় হারের তরল।
(২) রঙ্গে—অলক্তকের বর্ণে। (৩) তলপ—তল্প অর্থাৎ শয্যা।

অপরূপ রঙ্গিম এ হেন শয়ন,
নিরখিয়া তিরপিল আমার নয়ন।

বৃন্দা। (বিস্ময়ে) সত্য সখি,

রক্তসূত্রে বাঁধি বেণী বিতস্তি প্রমাণ,
ধূলি 'পরে খেলিত যে বালা,
কর্ণ যা'র বিদ্ধ হ'ল এসবে নূতন,
সেই এ রাধিকা হায়,
কোথায় শিখিল হেন তরুণীর-বিভ্রম-কৌশল,
যা'র বলে জিনিল অজিতে !

ললিতা। (পূর্ব্বদিকে চাহিয়া) বৃন্দা, পূব দিকে চেয়ে ত্থাখ্ রাধা-মাধব বেশী দূরে নেই।

বৃন্দা। শুনা যা'ক রাই কি ব'ল্‌চে।

নেপথ্যে শ্রীরাধা। শ্রবণ-অঙ্কেতে মম কুবলয় কর বিরচন ;

চিকুর-মাঝারে অভঙ্গুর লবঙ্গের পাঁতি ;
মল্লীমাল পরাও উরসে ; জঘনে অনঘ,
কদম্ব-মেখলা মম দাও প্রলম্বিয়া ;
সখীগণ নাহি হেরে
মোরে যেন ভূষণ-বিহীনা।

বৃন্দা। (মৃদুহাস্তে)

মঞ্জিষ্ঠায় অরুণিত সূক্ষ্মসূত্র সম সমুজ্জ্বল
নখ-অঙ্ক-শ্রেণী বিরাজিত বরাঙ্গে যাহার,
লীলার কল্লোলে হায় শিখিপিঞ্ছরাশি
চূড়া হ'তে প'ড়েছে খসিয়া,
নিবিড় ঘর্ম্মাম্বু-কণ ব্যাপ্ত যেথা মুক্তা-সমুজ্জ্বল,

আহা মরি কি শোভন মূরতি এ মধুমথনের
চিত্তে মম করিছে বিহ্বল !

(শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার দ্বারা সুসজ্জিতা শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।　প্রিয়তমে,
মম করে তব ভালে কস্তুরী-পত্রিকা
বাহুল্য-রচনা, চূর্ণিত কুন্তল-লেখা-বেষ্টণী লাগিয়া ;
কুবলয় দুটি অর্পিত শ্রবণ-যুগে
বিফলিত নেত্র-নীলিমায় ;
হার বিভূষণ পিষ্টের পেষণ শুধু
কমণীয় স্মিত-কান্তি-পদে ;
কি কাজ মণ্ডনে তব অঙ্গ যা'র শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ?

বৃন্দা ও ললিতা।　(অগ্রসর হইয়া) সুন্দর, দেখ কেমন সুন্দর এই মাধবী ফুলের গুচ্ছ !

শ্রীকৃষ্ণ।　(পুষ্পগুচ্ছ দুইটি লইয়া সহর্ষে)
নিতম্বিনি ! মুক্তবৃন্দ ধ্যান করে যা'রে
সে হেন আমার,
বারম্বার বাঞ্ছিত রতন তুমি ;
এস তবে, অতি-মুক্ত-শ্রেণী (১) এবে সেবুক তোমায়।

(শ্রীরাধার কর্ণদ্বয়ে পরাইয়া দিলেন)

নেপথ্যে ককৃখটি। যৌবন-বিকাশ এবে বরিষা-লক্ষ্মীর (২) ;

---

(১) অতিমুক্ত—মাধবী পুষ্প, অন্য অর্থে যাহারা অতিশয় মুক্ত। বাক্যশ্লেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে মুক্তগণ আমাকে ধ্যান করে কিন্তু অতিমুক্তগণ তোমার সেবা করুক।

(২) বরিষা-লক্ষ্মী—বর্ষাকালের শোভা।

আজি দিবসের তৃতীয় প্রহর
অপগত হ'তে নাহি হ'তে,
সুরভি-নিকর ওই তিরপিত নবতৃণ-কুলে
ধাইতেছে গোকুলাভিমুখে।

ললিতা। রাই, রাত্তিরে সাজাবার জন্যে তুর্ল্লভ বসন্ত ফুল সংগ্রহ ক'রতে যাই ভাই, কেমন? (প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যে জনান্তিকে) বৃন্দা, একটা কৌতুক ক'রতে চাই। তুমি, ওই যে গাছের উপর কক্‌খটি বানরী ব'সে আছে, সে প্রিয়ার পক্ষের কিনা, তা'কে আমার পক্ষপাতী কর।

বৃন্দা। আচ্ছা, চেষ্টা ক'রচি।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার দিকে) প্রিয়ে চন্দ্রা—(অর্দ্ধোক্তি)

(কৃত্রিম সম্ভ্রম-প্রকাশ)

শ্রীরাধা। হায় ধিক্, হায় ধিক্। এই কথা শুনেও আমার কাণ তুটি ছেঁদা হ'লো না কেন?

বৃন্দা। (স্বগত) ফলমূলের পাত্র দেখিয়ে কক্‌খটিকে লুব্ধ ক'রে হরির অভীষ্ট বাক্য বলা'ব। (অলক্ষ্যে তাহা করিয়া)

(প্রকাশ্যে) সই, রঙ্গে বিমুখ হ'স্‌নে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাননে, অকারণে বিমনা হ'লে কেন?

নেপথ্যে কক্‌খটি। স্বামিনি! যদি এমন অজ্ঞান হও, তবে ললিতা আর বাঁচ্‌বে না।

শ্রীরাধা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া স্বগত) কক্‌খটির কথায় নিঃসন্দিগ্ধা হ'লাম। (প্রকাশ্যে) বজ্রের ধ্বনিকে কি ঢাকের শব্দে * গোপন করা

---

* শ্রীকৃষ্ণের প্রথমে উচ্চারিত "চন্দ্রা" শব্দটিকে বজ্রের ধ্বনির সহিত এবং পরে উচ্চারিত "চন্দ্রাননে" শব্দটিকে ঢাকের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যায় ?" "চন্দ্রা" এই অর্দ্ধ সম্বোধনটা বজ্রধ্বনির মতন। তা'কে কি "চন্দ্রাননে" এই সেরে-নেওয়া-কথা ব'লে ঢাকা দেওয়া যায় ?

(মুখ ফিরাইয়া লইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে)

ভ্রূযুগল যেথা জিনিয়াছে উদ্ধত সমরে
মদনের কার্ম্মুক-শোভায়,
নয়ন যেথায় কমলেরে ক'রেছে আকুল,
সে রাধা-বদন, ক্রোধভরে বিধুরা যদ্যপি,
হরষিত করে মন মম।

(শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া)

সুন্দরি, বসন্ত-বিহারকে 'মধুরেণ' সমাপন কর।

নেপথ্যে কক্খটি। হ্যাঁলা পদ্মার শিষ্য দুষ্টু সারসি! তুইও আবার আমাকে কটাক্ষ ক'রচিস? তবে আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধারণ কর্‌বো? হা ধিক্, হা ধিক্!

শ্রীরাধা। (চন্দ্রাবলীর পরিজনগণ নিকটে নিভৃত স্থানে আছে—এই মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রোষভরে বৃন্দার নিকটে গিয়া) বৃন্দা, কেবলই এত বিড়ম্বনা দেওয়া আমাকে? শীগ্‌গির ওকে বারণ কর। ও যে কপট-পরিপাটি-নাটকের সূত্রধার; ও মুরলীকে শিক্ষা দেয় যে, "ভুবনের সকলকে মার"। তথাপি ওর পাপের ভয় নেই। আর ওযে করালার নাতনির ক্রীড়ামৃগ। (১)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দে ঈষৎ হাসিয়া) বৃন্দা, রাধাকে প্রসন্ন কর।

(১) ক্রীড়ামৃগ—যে বানরকে বশীভূত করিয়া নাচান হয়, তাহাকে লোকে ক্রীড়ামৃগ বলে।

বৃন্দা। সখি, তুই হ'চ্চিস্ রসবতীর শিরোমণি। এমন কঠোর মান ক'রে তো'র বল্লভ ওই কৃষ্ণসারকে তাড়িয়ে দিস্‌নে।

শ্রীরাধা। (অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া) আমার এখানে থাকাই উচিত নয়।

(প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দা, এত রাগের সময় তোমাদের বাক্য সব আগুনে মধু ঢেলে জ্বালিয়ে তোলার মতনই হবে। তবে অনুগমন ক'রে কাজ নেই।

বৃন্দা। এখন কি করা উচিত ?

শ্রীকৃষ্ণ। একটি খুব সুন্দরী রমণী-বেশে রাইএর কাছে গিয়ে তা'কে প্রসন্ন ক'রতে চেষ্টা করি। তা'র সব আয়োজন কর দেখিনি।

বৃন্দা। (স্বীকৃতা হইয়া মৃদু হাসিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, যা'তে গৌরবরণ হয় এমন সুন্দরীর উপযুক্ত বেশ করবার দ্রব্য সব এখানে পাব কোথা ?

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধু। বয়স্য, গৌরী-ঘরে সে রকম সুন্দর বেশ করবার উপকরণ আছে ; সে গুলি পদ্মা আমার হাতে দিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে) বৃন্দা, আমি গৌরীমন্দিরের গম্ভীরিকায় থাকবো, তুমি আমাকে তোমার ভগ্নীর মতন ভেবে ডাক্‌বে।

(বয়স্যের সহিত প্রস্থান)

(বৃন্দার প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য—গৌরীতীর্থের অপরপ্রান্ত।

(বৃন্দা প্রবেশ করিতেছেন)

বৃন্দা। (এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে) ওই যে সখী দুজন চাঁপা-লবঙ্গ-বকুল-ফুল তুল্‌চে, আর রাই তা'দের কাছে এসে লজ্জায় সেই সব কথা চুপি চুপি ব'ল্‌চে।

(ললিতা ও বিশাখার সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সই, তারপর কানু আমাকে অনুনয় ক'রতে প্রবৃত্ত হ'লে আমি তা'কে অবজ্ঞা ক'রে এখানে চ'লে এসেচি।

ললিতা। রাই, কৃষ্ণ যে তোর নাম ভুল ক'রে তো'কে অন্য নামে ডাক্‌বে, তা' স্বপ্নেও সম্ভব নয়। স্বভাবতঃ মত্ত পশুদের প্রলাপ বিশ্বাস ক'রে তুই বঞ্চিত হ'লি।

বিশাখা। ছি ছি, ছাখ্‌ দেখিনি ললিতা, আজ এমন সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে ঝগড়া আরম্ভ ক'রে শুধু বিপক্ষের বল বাড়ানো হ'লো; দৈবের বিড়ম্বনা আর কি!

ললিতা। সত্যিই ত বিশাখা, এত বড় উৎসবের দিনে, সতীনরা যদি আমাদের মুখ মলিন দেখে, তা' হ'লে আমাদি'গে পরিহাস ক'রে কটাক্ষ ক'রবে আর হাস্‌বে।

শ্রীরাধা। (স্বগত) সখীরা ঠিক কথাই বল্‌চে, তবে এখন উপায় কি?

বৃন্দা। ললিতা, আমি রামানুজের কথামত রামকে নিয়ে আসতে যাচ্চি।

ললিতা। কেন?

বৃন্দা। বসন্তের শোভা দেখ্‌বার জন্যে।

বিশাখা। ভাই বৃন্দা, একটু দেরী ক'রে ইতিমধ্যে সন্ধিটা কর্।

বৃন্দা। ঠিক জানিস ভাই যে, আজ সন্ধি করা আমার দুঃসাধ্য।

বিশাখা। কেন?

বৃন্দা। আপনার সইকে জিজ্ঞেস কর্, সে আজ দুর্ব্বাক্য ব'লে কমললোচনকে তিরস্কার ক'রেচে।

শ্রীরাধা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বৃন্দা, তুই-ই ভাই আমার গতি।

বৃন্দা। (রোষের ছলে)

কোপনে! অসূয়া চণ্ডালী
পশিয়াছে হৃদয়ে তোমার ;
তাই হিত-বাণী নাহি পশে
শ্রুতিপথ-সীমাঞ্চলে তব ; মুকুন্দ এখন,
বশীভূত মদিরাক্ষী-অঙ্গনাকুলের ;
হ'য়েছে সে উদাসীন তোমার উপর ;
থাক নির্ব্বিরোধে, কিবা কাজ বৃথা দীর্ঘশ্বাসে ?

ললিতা। সেই মোহন এখন কোথা ?

বৃন্দা। গৌরী-মন্দিরে।

ললিতা। কি ক'রচে ?

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যার সঙ্গে কথা কইচে।

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যা আবার কে ?

বৃন্দা। (উচ্চহাস্যে) কিশোরীদের মুগ্ধতা দেখ একবার ; যা'কে সবাই জানে, সেই নিকুঞ্জবিদ্যাকেও এরা জানে না!

তিনজনে। (সলজ্জে) সত্যি সত্যি জানিনে, বল্ সই কে সে ?

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্যি! গোকুলে বিশুদ্ধ গোপবালিকা এমন কে

আছে যে আমার স্বসার (১) পরিচয় না জানে? সে যে ভাণ্ডীর বনের দেবতা লো।

ললিতা। বৃন্দা, এমন মন্ত্রণা আমাদের দেনা ভাই, যা'তে এই এই বৈষম্য পরে সুখদ হয়।

বৃন্দা। সই, এই নিকুঞ্জ-বিদ্যা গোকুলানন্দের খুব বিশ্বাসী,—যেন তার মণি রাখবার কৌটা। তবে তা'রই শরণ নিইগে চল্।

(সকলের প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য—গৌরী-মণ্ডপ।—

নিম্নস্থ অঙ্গনের একপার্শ্বে গৌরীর সিংহের মস্তকে তাণ্ডবিক ময়ুর। তাহার সম্মুখে সোপানাবলী পার হইয়া নাটমন্দির। তাহার সম্মুখে অনর্গলিত রুদ্ধ কবাটের পশ্চাতে গৌরীবেশে শ্রীকৃষ্ণ বা নিকুঞ্জবিদ্যা ময়ুর-পুচ্ছের দ্বারা কুণ্ডল রচনা করিয়া অবস্থিত।

(শ্রীরাধা, বৃন্দা, ললিতা ও বিশাখার প্রবেশ)

(শ্রীরাধার সঙ্গে 'রঙ্গিণী' হরিণী আসিয়া বেড়াইতেছে)

শ্রীরাধা। বৃন্দা, এই ত সেই গৌরীমণ্ডপ। তবে এর ভিতর প্রবেশ ক'রে কোন ছলে নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে বাইরে আন্।

বৃন্দা। (নিকটে যাইয়া গ্রীবা-উত্তোলন পূর্ব্বক, দেখিয়া স্বগত) আহা, হরিকে কেমন গৌরীর মতন কিশোরী দেখ্‌ছি!

---

(১) স্বসার—ভগিনীর ; অন্য অর্থে আমার নিজের সার শ্রীকৃষ্ণ।

(প্রকাশ্যে) দেখ্ ভাই, এখানে ভাণ্ডীর-দেবতা একাই ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে কুণ্ডল ক'রে ব'সে আছে।

তিনজনে। মিথ্যেবাদিনি, থাম্ থাম্, এইত সেই 'তাণ্ডবিক' (১) ময়ূর উঠানে র'য়েচে।

বৃন্দা। তোদের সরলতা নেই। নিজেরা এসে স্বচক্ষে দেখ্ না, অনুমানের দরকার কি ?

ললিতা। ওলো, স্পষ্টই বোধ হ'চ্চে যে ময়ূরটা ঘুমে আকুল হ'য়ে পড়েছিল, তাই কৃষ্ণ যখন বেড়িয়ে গেছে, ও দেখ্‌তে না পেয়ে এখানেই র'য়েচে।

শ্রীরাধা। সই, চ' আমরা ঘরে ঢুকে নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে জিজ্ঞেস করিগে।

(সকলের মন্দিরে প্রবেশ)

(বহির্দ্দেশে জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (কিছু দূর হইতে) পদ্মা স্নেহ ক'রে আমায় ব'ললে— 'আইমা তোমার ভাগ্যি বেড়ে চ'লেচে ; গোবর্দ্ধনের মতন তোমার ছেলে কোটি গরুর পতি হবে। কেন জান ?—আজ দেখনু,— রাই গৌরীতীর্থে গিয়ে গৌরী পূজো ক'রচে।' তবে যাই, বউমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।

(অগ্রসর হইয়া রঙ্গিণীকে (২) অঙ্গনে দেখিয়া আনন্দের সহিত)

বেশ পদ্মা বেশ, তুই মিথ্যে কথা বলিস্ নি।

(পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া আক্ষেপের সহিত)

ওমা একি ! তাণ্ডবিক ময়ূরটা এখানে গৌরীর সিংহের মাথার

---

(১) তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

(২) রঙ্গিণী—রঙ্গিণী নাম্নী হরিণী শ্রীরাধার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

উপর ব'সে আছে যে! তবে কৃষ্ণ এখানে ঠিক আছে। তবে আমি ফিরে গিয়ে আমার ছেলেকে ডেকে এনে দেখাই যে, বৌমা কৃষ্ণের সঙ্গে র'য়েচে।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

শ্রীরাধা। (জনান্তিকে) সই, তোরা ছাখ্ এই গৌরীর কেমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য!

সখীদ্বয়। সত্যি সত্যি, ভাই। কৃষ্ণের যে এর উপর প্রেম-বিশ্বাস আছে তা' উপযুক্তই।

শ্রীরাধা। এঁকে ভাই, পূর্ব্বে কখনও দেখিনি ত, আমার এঁর সঙ্গে কথা কইতে সম্ভ্রম হ'চ্চে।

(লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন)

নেপথ্যে নিকুঞ্জ-বিদ্যা। বৃন্দা, আমি যাচ্ছি। রাই ব'লচে আমাকে সে চেনে না, কিন্তু আমি তা'কে সহস্রবার অনুভব ক'রেচি।

বৃন্দা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! এ যে সাক্ষাৎ অঙ্গনার কণ্ঠধ্বনি!

শ্রীরাধা। বৃন্দা, জানিনে ভাই, কেন আমার হৃদয় নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে হঠাৎ ভালবাসতে চাইচে।

বৃন্দা। সখি, এ কিছু আশ্চর্য্যি নয়, আমি সত্যি জানি যে, এরও চিরকাল ধ'রে তোর উপর অনুরাগ আছে।

শ্রীরাধা। (সানন্দে কিছু নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্জবিদ্যা, তোমার নিকুঞ্জনাগর কোথায়?

নেপথ্যে নিকুঞ্জবিদ্যা। কে জানে তাঁকে?

ললিতা। সখি নিকুঞ্জবিদ্যা, পরিহাস-ছলনা ছাড়। আমরা তোমার আপনার লোকই।

নেপথ্যে নিকুঞ্জবিদ্যা। শারদ-পদ্মাক্ষি!

না জানি নিগূঢ়তত্ত্ব

তপ্ত করি হুতাশন-তাপে

কেমনে লভিবে পারদেরে * ?

বৃন্দা। (জনান্তিকে)

নিকুঞ্জ-বিদ্যার ওই

স্মিতমাখা কপোল-যুগল

দূতী-কার্য্য করে পরকাশ ;

রাধে! মৃদুল কর গো তা'রে

সুমঙ্গল স্নেহ-অভ্যর্থনে।

শ্রীরাধা। সখি নিকুঞ্জবিদ্যা, বৃন্দার মতন আমায় কেন ভালবাসছ না?

নেপথ্যে নিকুঞ্জবিদ্যা।

পদ্মে গড়ি' ও পাদযুগল,

ঊরু দু'টি নব কদলীতে,

মৃণালে ও ভুজযুগ, মুখ চন্দ্রিমায়,

বিধি বুঝি ভাবিল মানসে—

কঠিন আধার বিনা

এতেক মৃদুল বস্তু রহিবে কেমনে ?

তাই বুঝি, কঠিন অশনি দিয়ে

সৃজিল অন্তর তব ?

শ্রীরাধা। বৃন্দা দেখ্‌চিস, নিকুঞ্জবিদ্যা অনুরাগের সঙ্গে হেসে আমাকে পরিহাস করচে? তবে আমি গিয়ে ওর সঙ্গে মিশি ?

(নিকুঞ্জবিদ্যার নিকট অভ্যন্তরে গমন)

---

* পারদ—পারা নামক ধাতুবিশেষ ; অন্য অর্থে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ।

বৃন্দা। (হাসিয়া)

হায় গো নিকুঞ্জ-বিদ্যে !
গোকুল-রামার প্রিয়তম তুমি,
কিন্তু তব অন্তর কঠোর ; যে কারণে,
আনম্র সখীরে লভি সম্মুখে তোমার
আলিঙ্গনে না কর রঞ্জিত।

বিশাখা। এই যে রাই নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে প্রেম-বিশ্বাসের সহিত কি ব'ল্‌চে।

নেপথ্যে শ্রীরাধা। সই, ভাণ্ডীর দেবতা! দেখ গোকুলে ফেরবার বেলা হ'ল ব'লে ; কৃষ্ণ যা'তে সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাদের সঙ্গে মিশে লীলারঙ্গ করে, ভাই শীঘ্রি তাই করিয়ে দাও।

ললিতা। বৃন্দা! তোর ভগ্নী যে রাইকে আলিঙ্গন ক'রে চুমু খাচ্চে লো!

বিশাখা। (সশঙ্কে) বৃন্দা, এ কি ভাই, তোর নিকুঞ্জবিদ্যার নির্লজ্জপনা! ওর যে পুরুষের মতন ব্যবহার দেখ্‌চি! রাইএর স্তনে কিনা নখার্পণ করচে!

বৃন্দা। (মৃদুহাস্যে) সই, রাগ করিস নে, প্রেম অত্যন্ত বাড়্‌লে তা'র বিলাস এই রকমই হয়।

শ্রীরাধা। (কাঁপিতে কাঁপিতে সখীদের নিকটে আসিয়া ভ্রূভঙ্গে) বৃন্দা, আমাদের প্রতি এমন কুটিলপনা তোর উচিতই বটে, উচিতই বটে!

বৃন্দা। (উচ্চহাস্যে) জানি নে ভাই তোর মনের কথা কি।

সখিদ্বয়। (মৃদুহাস্যে) বৃন্দা, মোহিনীরূপধারী তোর নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে চেনা গেল।

(অভিমন্যুকে লইয়া জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। বাছা অভিমন্যু, এই দ্যাখ্ উঠানে রঙ্গিণী আর তাণ্ডবিক ময়ূর র'য়েচে।

অভি। সত্যি ত ব'লচ মা। আমিও দেখেছি যে, গরু আর গোপদের নিয়ে রাম একাই গোকুলে ঢুক্লো।

জটিলা। বাছা, এই যে কি একটা সুগন্ধধারা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েচে, তা'তেই টের পাওয়া যা'চ্ছে যে, সেই সাহসিক দুজনে এখানে আছে।

অভি। মা, আজ আমি ভগবতী যা' আজ্ঞা দিয়েচেন, তা'ও পালন করলুম, তবে এখন রাধিকাকে মথুরায় নিয়ে যাই।

জটিলা। বাবা, ভালই হ'য়েচে, এই ঘরের দুয়ার মোটে একটা, তবে এই দুয়ারের কাছে পাশে থেকে এদের কথা শুনি।

(দুজনের সেইরূপে অবস্থিতি)

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধা প্রভৃতির নিকটে আসিয়া মৃদুহাস্যে)
রাই, এমন দুর্ল্লভ বস্তু প্রার্থনা ক'রো না।

শ্রীরাধা। (পরিহাসপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত)
দেবি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

অভি। (ঘরে ঢুকিয়া) হুঁ, ভারী সাহস দেখ্‌চি যে! প্রত্যক্ষ হাতে হাতে ধ'রে ফেলেচি।

(শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপতিতা)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) হায়, স্বর শুনে অভিমন্যুকে জানতে পেরে প্রিয়া যে কাতর হ'য়ে যষ্টির মতন ভূমিতে প'ড়ল!

জটিলা। (সবিস্ময়ে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া) দ্যাখ্ বাবা, কে ইনি আশ্চর্য্য লাবণ্যধারায় ঘরকে আলো ক'রে আছেন?

অভি। (ভালরূপে চিন্তা করিয়া) মা, "দেবি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও", এই কথা ব'লে রাধিকা দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রচে। তাই স্পষ্টই বোধ হ'চ্চে যে দিব্যরূপা মহেশ-মহিষী সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হ'য়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহর্ষে স্বগত) এই গৌরীবেশ আমার অত্যন্ত উপকার ক'রলে।

সখীদ্বয়। (আনন্দে) দেখ গোপোত্তম, তুমি যারম্বার বলেছিলে তাই আমরা গৌরীপূজা করেচি। তাতে গৌরী প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এসেচেন।

অভি। বিশাখা, রাধা এখনি দেবীর চরণে কি দুর্ল্লভ বর চাইল?

শ্রীকৃষ্ণ। বীর অভিমন্যু, তোমার কোন দারুণ সঙ্কট উপস্থিত, সেটা যা'তে বারণ হয় তাই প্রার্থনা ক'রচে।

অভি। (সভয়ে) ভগবতি, সে কি রকম সঙ্কট?

শ্রীকৃষ্ণ। তা' ফুটে ব'ল্‌তে আমার কথা চেপে যাচ্চে; বৃন্দা, তুমিই বল।

বৃন্দা। মান্যাস্পদ অভিমন্যু, ভোজরাজ পরশু তোমায় ভৈরবের কাছে সন্ধ্যে বেলায় বলি দিবেন।

জটিলা। (ব্যাকুলভাবে) দেবি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। আমার ছেলেকে বাঁচাও।

শ্রীরাধা। (সহর্ষে উঠিয়া) দেবি, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

শ্রীকৃষ্ণ। রাই, তুমি আজ যা' বল্‌চ তা' ত নিবারণ করা কঠিন।

শ্রীরাধা। (কাকুবাক্যে প্রণাম পূর্ব্বক)

ওগো গোপীকুল-দেবতা (১)! তোমার অসাধ্যি কিছুই নেই;

---

(১) গোপীকুল দেবতা—এক অর্থে গোপীদের কুলদেবতা; বাস্তবার্থে গোপীকুলের দেবতা (শ্রীকৃষ্ণ)।

তুমি নাথের (১) সঙ্গে বিচ্ছেদ না ক'রে এ জনকে অনুগ্রহ কর।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে)

বশীন্দ্র-দুষ্কর (২) তব নব-ভক্তি-দামের বন্ধনে
বশীকৃত আজি আমি রাধে!
গোকুল-মাঝারে রহি
সদা আরাধনা যদি কর লো আমার,
ইষ্ট-সিদ্ধি লভিবে গো তবে।

অভি। (সোচ্ছ্বাসে) মা, তুমি ভক্ত-বৎসল। আমি কখনো রাধিকাকে মথুরাভিমুখী ক'রবো না। এখানে থেকেই এ তোমার আরাধনা করুক।

জটিলা। (শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) দুই কুলের আনন্দদায়িনি, রক্ষা ক'র্লি মা।

বৃন্দা। (অভিমন্যুর প্রতি চাহিয়া)

"সতী নামে অপবাদ
পুরুষের আয়ুঃ ক্ষয়কারী"—
কহিতেছে পরম দেবতা
গৌরীভাব ধরিয়া হেথায়।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি অভিমন্যু!
কল্যাণ সাধিকা এই রাধিকা তোমার,
হইও না অবিশ্বাসী ইহার উপরে।

অভি। দেবি! রাধা-বেশ ধ'রে সুবল আমার মাকে পরিহাস করে, তাই দেখে মূর্খ মৎসরী লোকেরা মিথ্যা কলঙ্ক রটায়।

---

(১) নাথ—এক অর্থে অভিমন্যু ; বাস্তবার্থে শ্রীকৃষ্ণ।

(২) বশীন্দ্র-দুষ্কর—জিতেন্দ্রিয়গণেরও দুষ্কর।

ললিতা। অভিমন্যু, বড় ভাগ্যি যে তুমি নিজে দেখে বিশ্বাস ক'রলে।

অভি। মা এস, আমরা ঘরের জিনিষ পত্র মথুরায় নিয়ে যাবার জন্যে যা'দিকে ঠিক ক'রেছিলুম তা'দিকে মানা করিগে।

(মাতার সহিত হরিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

সখীদ্বয়। (শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া ছলছল-নয়নে) হায় হায়, সখি, কোন্ প্রাণে এ পামর তো'কে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্যে ঠিক ক'রেছিল ?

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণ। (আনন্দে মৃদু হাসিতে হাসিতে)

অঙ্গ হি রাগ ধরি, গৌর অঙ্গ নারী
বলিহারি হিরণ কাঁতিয়া,
নিকুঞ্জ-কুল-দেবতা, এই আগে রহি হেথা,
আমারেও দিতেছে রাঙিয়া। (১)

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রণাম করিয়া) বন্দি ভগবতি।

পৌর্ণ। আশীর্ব্বাদ শতকোটি ;
মরি মরি, যশোদা-নন্দন !
বড় ভাগ্যে সম্বর্দ্ধনা করিলে আমায় আজি,
রাধিকার বিচ্ছেদ-বেদনা না দিয়া জানিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। হ'য়েছে পরম-ভয়-উত্তীর্ণা রাধিকা,
ঘুচিয়াছে মরম-সূচিকা তব,

---

(১) আমাকেও রঞ্জিতা অর্থাৎ তর্পিতা অথবা অনুরাগিনী করিতেছে।

নিরবাধা (১) এবে ; সখি সবে আজি
লভিয়াছে নিঃশঙ্ক প্রমোদ ;
কিবা আছে আর তব প্রিয় সাধিবারে ?

পৌর্ণ। (আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে)

গোকুলবন্ধু, আমার জন্ম সার্থক ক'রলে। তথাপি কিছু প্রার্থনা ক'রচি—

পসারিয়া গুণের মাধুরী
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-কন্দরে
রাধা সহ শুভ কেলি-বিভ্রম-বিলাস
কর সুবিকাশ সদা ; আর,
যেবা জন, সমাদরি অন্তরে অন্তরে,
উঘাড়ি শ্রবণ-পুট, করিবে সেবন তব
ব্রজকেলি-নিরমল-সুধা-সিন্ধু-লব,
তারে যেন করায়ে অর্জ্জন
রাধা-মাধবের মধু-মধুরিম-স্বারাজ্য-সম্পদ,
উপজয় সুবিপুল প্রেমের লহরী
তোমারি হে ওই দুটি চরণকমলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যে) ভগবতি, তাই হোক্ ! তবে আসুন, গোদোহনের সময় হ'য়েচে। আমার অপেক্ষা ক'রে পিতামাতা আমার চিন্তিত হ'চ্চেন। শীঘ্র গোকুলে প্রবেশ ক'রে তাঁদি'কে আনন্দিত করিগে। (সকলের-প্রস্থান)

ইতি গৌরীতীর্থ-বিহার নামক সপ্তম অঙ্ক।

---

(১) নিরবাধা—নির্ব্বাধা অর্থাৎ মানসিক পীড়া-শূন্য।

বিলাস-বিচ্ছেদ-ময় এই রাধিকার,
চতুঃষষ্টি-কলাধর বিদগ্ধ-মাধব,
অনুশীলি বিচক্ষণগণ বারবার,
করুণ সফল নিজ জনম মানব।

১৫৮৯ সম্বৎ

পুঞ্জে পুঞ্জে বিগুণতা রহে বা যেথায়,
হয় সমুজ্জ্বল সদ্‌গুণের প্রভায়,
প্রশান্ত-মূরতি ভক্তগণের প্রসাদে ;
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মৃদু (১) যথা বিষ্ণুপদে (২)
বিহরিয়া বিভূষয় রজনী-নিকরে,
মুছাইয়া মলিনতা মৃদু মৃদু করে (৩)।

বিদগ্ধ মাধব নামক নাটক সমাপ্ত।

---

(১) মৃদু জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—নক্ষত্র বৃন্দ।

(২) বিষ্ণুপদ—আকাশ।

(৩) কর—কিরণ।

এই গ্রন্থকারের প্রণীত অপর দুইখানি গ্রন্থ :—

১। শ্রীহরিনাম

মূল্য ৸৶০ আনা মাত্র

এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার অভিমতের উদ্ধৃত অংশ :—

"But there are a good many things without whose knowledge this great Mantra cannot be achieved. Such things include······the various methods of its practice and the different results of the different methods, the special kinds of misdeeds known......as Nam-aparadhs which seriously affect and often suspend the operation of the Mantra etc. etc..........

The author of this book has taken great pains to collect all such matters....A publication like this is very necessary in the present age, and we hope this beautiful book will be highly appreciated by the public. It will be a valuable help and guide to all persons practising Sree Harinam."

২। শ্রীগীতার ভক্তিব্যাখ্যা

(মর্ম্মানুবাদ)

যন্ত্রস্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা একখানি উপনিষদ্‌। ইহার তাৎপর্য্য সুপণ্ডিতেরও দুর্গম। পুরাণই উপনিষদের প্রকৃত নিগূঢ়-তাৎপর্য্য-প্রকাশক। শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র নিমিরাজকে এবং শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে যে সকল উপদেশ সবিস্তারে দিয়াছেন তাহার মধ্যে এই সূত্ররূপ শ্রীগীতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই উপদেশগুলিও আমাদের মত মলিন-চিত্তের পক্ষে সুগম নহে। একমাত্র ভক্তিই সেই উপদেশের সার। ভক্তিযোগেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় এবং এমন কি বশীভূত করা যায়। শ্রীগীতার অনেক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পুরাণানুমোদিত ভক্তিব্যাখ্যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ যেমন সরল ও সুগম ভাবে করিয়াছেন তাহা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। তাহাই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকার সরল বঙ্গভাষায় তাহার মর্ম্মানুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যাহাতে সংস্কৃত না জানিয়াও সকলে গীতার ভক্তিতাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। ভক্তিলাভেচ্ছু বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে সন্দেহ নাই।